Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ অক্টোবর ২০০৭ ইং ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর রিপোর্ট, পিটার কিং-এর মন্তব্য ও প্রথম আলোর ব্যঙ্গকার্টুন কি একই সূত্রে গাঁথা?

গত ১৭ সেপ্টেম্বর'০৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক 'প্রথম আলো'র সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আলপিন'-এর ৪৩১ তম সংখ্যার ৬নং পৃষ্ঠায় 'নাম' শিরোনামে 'মোহাম্মদ' নামকে ব্যঙ্গ করে একটি কার্টুন ছাপা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, একজন টুপি পরিহিত দাড়িওয়ালা লোকের সামনে একটি বিড়াল কোলে নিয়ে একটি বালক দাঁড়িয়ে আছে। টুপি-দাড়িওয়ালা লোকটি বালকটিকে প্রশ্ন করছে, 'এই ছেলে, তোমার নাম কী'? সে উত্তরে বলছে, 'আমার নাম বাবু'। লোকটি তখন বলছে, 'নাম বলার আগে মোহাম্মদ বলতে হয়'। লোকটি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করছে 'তোমার বাবার নাম কী'? ছেলেটি এবার উত্তরে বলছে 'মোহাম্মদ আবু'। অতঃপর বালকটিকে প্রশ্ন করা হয়, 'তা তোমার কোলে এটা কী'? সে উত্তরে বলে 'মোহাম্মদ বিড়াল' (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়া উক্ত আলপিনের প্রচ্ছদসহ মূল রচনায়ও রামাযানকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এদিকে প্রথম আলোর 'সিস্টার অরগানাইজেশন' ডেইলী স্টার গ্রুপের 'সাপ্তাহিক ২০০০' ১০ম বর্ষ ১৯তম সংখ্যায়ও *(ঈদ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর'০৭)* একই ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে পবিত্র কা'বা শরীফকে বাইজী বাড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাপ্তাহিকটির ২৩৪ পৃষ্ঠায় দাউদ হায়দারের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'সুতানটি সমাচার'-এর এক জায়গায় লেখা হয়েছে, *'বাসনা হয়েছে, বাঈজি বাড়িতে যাবো। লক্ষ্ণৌ এসেছি বাঈজি বাড়িতে যাবো না, লোকে শুনলে কী বলবে? মক্কা গেলে কাবা শরিফ দেখবে না কেউ, তাই হয়'?* অপরদিকে প্রথম আলোতে উক্ত কার্টুন ছাপার ২দিন আগে ১৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রকাশিত হয়েছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট-২০০৭'। এতে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে- *'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব বিরাট। সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থক হ'লেও এবং ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ আন্তঃধর্ম ও আন্তঃবর্ণ সুসম্পর্ক বজায় থাকলেও ধর্মীয় ও উপজাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, আক্রমণ একটা বড় সমস্যা'।* তাছাড়া সম্প্রতি নিউইয়র্কের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার কিং সেদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, *'আমাদের দেশে মসজিদের সংখ্যা অনেক বেশী। এসব মসজিদের অনেকেই উগ্রপন্থী ইসলামে বিশ্বাসী। এদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত এদের চিহ্নিত করার জন্য। আমার মনে হয় মুসলিম কম্যুনিটির লোকজনের খোঁজ-খবর*

Contents

নেয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শিত হচ্ছে'। তিনি এয়ারপোর্টে মুসলমানদের আরো বেশী করে তল্লাশী করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন।

পরপর সংঘটিত উপরোক্ত সবক'টি ঘটনা যে একই সূত্রে গাঁথা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পর্যবেক্ষকগণ এমনটিই মনে করেন। মূলতঃ নাইন-ইলেভেনের পর সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক বিশ্বব্যাপী তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর মর্মার্থই হচ্ছে মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা। ইরাক-আফগানিস্তান ধ্বংসের পর এখন ঐ গোষ্ঠীর টার্গেট হ'ল- সিরিয়া, সূদান, ফিলিস্তীন, ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। সেকারণ যেন-তেন প্রকারের ইস্যু সৃষ্টিই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান কাজ। আর সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদেরই উচ্ছিষ্টভোজী কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, যারা বাহ্যত মুসলমানদের সাথে মিশে থাকলেও বাস্তবে তাদের সাথে থাকবে গোপন আঁতাত। যেমনটি ঘটেছিল পলাশীর আম্রকাননে। ধুরন্ধর ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ ক্ষমতার টোপ দিয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার মন্ত্রী ও আত্মীয় মীরজাফরকে বশে নিয়ে আসে। যার ফলশ্রুতিতেই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

বাংলাদেশে ধর্মীয় ও বর্ণগত সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে মার্কিন সরকারের রিপোর্ট, মার্কিন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার কিং-এর মুসলিম বিদ্বেষমূলক মন্তব্য এবং দৈনিক প্রথম আলোর ব্যঙ্গকার্টুন প্রকাশের মধ্যে স্ট্রাটেইজিকালি কোন পার্থক্য নেই। সব বামনেরই এক পৈতা। মূলতঃ এদের সকলের মিশনই ইসলাম বিদ্বেষ। প্রথম আলোর অতীত ইতিহাস মন্থন করলে এই ধ্রুব সত্যটিই বেরিয়ে আসবে। শুরু থেকেই পত্রিকাটি সুকৌশলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে আসছে। তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতন ও কাদিয়ানীদের পক্ষে ফলাও প্রচার এবং ইসলামের অন্যতম একটি অংশ ফৎওয়াকে ব্যঙ্গ করে অনেক কল্প-কাহিনী রচিত হয়েছে এই পত্রিকায়। সর্বোপরি বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ, অকার্যকর ও মৌলবাদী রাষ্ট্র প্রমাণ করাই যেন এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। আর এই গোপন মিশনেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল উক্ত আলপিনে প্রকাশিত কার্টুনের মাধ্যমে।

আমরা দৈনিক প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত রাসূল (ছাঃ)-কে অপমান করে কার্টুনচিত্র প্রকাশ ও পবিত্র কা'বা শরীফকে বাইজী বাড়ীর সাথে তুলনা করার ঘটনাকে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি। কেননা যে দাউদ হায়দার রচিত নিবন্ধে পবিত্র কা'বাকে অপমান করা হয়েছে সে দাউদ হায়দার বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ একই ধরনের অপরাধের কারণে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে জার্মানে বসবাস করছে। যেমনভাবে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রিত হয়েছে তাসলিমা নাসরিন। ইসলামের এই জাত দুশমন, যারা পবিত্র আযানকে পর্যন্ত গণিকার আহ্বানের সাথে তুলনা করতে কসুর করে না, তাদের দ্বারা যখন এ জাতীয় ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন সেটাকে সাধারণভাবে নেওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। বরং ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী যে এটি হচ্ছে তা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। অথবা তাদের উদ্দেশ্য এমনটিও হ'তে পারে যে, একটু খোঁচা দিয়ে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ মুসলমানদের ক্ষেপাতে পারলে যদি তারা কোন বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দেয়, তখন এদেশটিকে সহজেই মৌলবাদী ও জঙ্গী প্রমাণ করা যাবে। আর তখনই এদের নেপথ্য মোড়লদের আগমনের পথ সুগম হবে। দেশটিকে ইরাক, আফগানিস্তান বা ফিলিস্তীন বানানো সম্ভব হবে। আর এ কারণেই হয়ত সুইডেন ও ডেনমার্কের পর এবার বাংলাদেশে ছাপানো হ'ল এই বিতর্কিত কার্টুনচিত্র ও প্রবন্ধ।

জানা আবশ্যক যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত দিয়ে ইতিপূর্বে কেউ পার পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। কেননা এদেশের মুসলমানদের হৃদয়ের সাথে মিশে আছে ইসলাম ও তার নবীর মুহাব্বত। যে কোন মূল্যেই তারা ইসলাম ও তার নবীর অবমাননার প্রতিবিধান করবেই। প্রথম আলোর কার্টুন প্রকাশ ও তৎপরবর্তী দেশের অবস্থাই যার জ্বলন্ত প্রমাণ। সারা দেশ যেভাবে ফুঁসে উঠেছিল প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে কোনদিন এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিজ্ঞার কারণে হয়তবা কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে। বাস্তবে মুসলমানদের হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে মুছে যাবার নয়।

পরিশেষে আমরা সরকারকে বলব, এই ঔদ্ধত্যের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সংবাদপত্র আইনকে সংস্কার এবং তা কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে সংবাদপত্রে সকল ধরনের কার্টুনচিত্র প্রকাশ অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে সম্মানিত ব্যক্তিদের চেহারা বা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ন্যক্কারজনকভাবে অসম্মান করা হয়, যা ইসলামে চূড়ান্ত ভাবে নিষিদ্ধ। সর্বোপরি এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশবাসীকেও সচেতনতার সাথে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন ষড়যন্ত্রের চোরাগলি দিয়ে কোন দুশমন এ দেশে প্রবেশ করতে না পারে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

সূরা ফাতেহার তাফসীর

*মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম**

(শেষ কিস্তি)

ঝাড়ফুঁক ও সূরা ফাতেহা ঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী সফরে বের হ'লেন। তাঁরা কোন এক আরব গোত্রের কাছে গিয়ে আতিথ্য করার আবেদন করলেন। কিন্তু তারা তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করল। এমন মুহূর্তে তাদের গোত্র প্রধানকে বিষাক্ত সাপে দংশন করল। তাই তারা তার আরোগ্যের জন্য সব রকমের চেষ্টা করল। (কোন চেষ্টাতেই ফল না হওয়ায়) তারা ছাহাবীদের নিকটে এসে বলল, হে লোক সকল! আমাদের গোত্রপ্রধান দংশিত হয়েছেন, আমরা তাঁর (আরোগ্যের) জন্য সবকিছু করলাম; কিন্তু তাতে কোন উপকার হয়নি। আপনাদের কারো এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে কি? ছাহাবীদের একজন বললেন, জ্বি, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করি। আমরা তোমাদের কাছে আতিথ্যের আবেদন করেছিলাম; কিন্তু তোমরা আমাদের আবেদন গ্রহণ করনি। তাই আমি ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করবে। ফলে তারা ছাহাবীদের সাথে একপাল বকরী প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষর করল। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে সূরা ফাতেহা পড়ে দংশিত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে সে যেমন বাঁধনমুক্ত হ'ল এবং এমনভাবে হাঁটতে লাগল, যেন তার কোন রোগই নেই। রাবী বলেন, অতঃপর তারা চুক্তি মোতাবেক বিনিময় মূল্য প্রদান করল। এবারে ছাহাবীদের থেকে একজন বললেন, এগুলি বণ্টন করুন। যিনি ঝেঁড়েছিলেন, তিনি বললেন, এ রকম করবেন না। আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বলব। তিনি যে নির্দেশ দিবেন সেটিই পালন করব। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা رقية অর্থাৎ মন্ত্র। তোমরা সঠিক কাজ করেছ। এগুলি তোমরা বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ ধার্য কর। তারপর নবী করীম (ছাঃ) হেসে উঠলেন।[35] উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু এর সমর্থনই করেননি; বরং উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিন্তু কুফরী মন্ত্র, যাদু মন্ত্র এবং যাতে শিরক মিশ্রিত বা শরী'আত বিরোধী মন্ত্র রয়েছে তা বৈধ নয়। সূরা ফাতেহা বিশেষ করে বিষ ঝাড়ার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। এছাড়া সূরা ফাতেহা যে কোন রোগে ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে পাঠ করা যেতে পারে। কারণ গোটা কুরআনই তো শিফা বা চিকিৎসা। তবে এ ক্ষেত্রে সমস্ত কুরআনের মধ্যে সূরা ফাতেহার বৈশিষ্ট্য অনন্য।

বিষ ঝাড়ার জন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা জায়েয নয়ঃ

বিষ ঝাড়ার জন্য যে বাদ্যযন্ত্র বা ঢোল বাজানো হয় এবং এর সাথে যেসব স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কুফরী মন্ত্র পাঠ করা হয়, তা জায়েয নয়। বাদ্যযন্ত্র হারাম বলে কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُم عَذَابٌ مُّهِيْنٌ–

'কিছু লোক এমন আছে যারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌র পথকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, এদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে' *(লোক্বমান ৬)*। 'অসার বাক্য' বলতে বাদ্যযন্ত্র মিশ্রিত গান বুঝানো হয়েছে। যেভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম এটি হ'ল গান। এ ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকেও প্রমাণিত আছে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর)*। একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ أَوْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ يَعْنِيْ الْفَقِيْرُ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ–

'আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক এমন হবে, যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমের কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। আর কিছু সংখ্যক লোক কোন একটি পাহাড়ের কাছে আশ্রয় নিবে। তাদের কাছে তাদের পশুর রাখাল পশু চরাবার জন্য যাবে, এমন মুহূর্তে তাদের কাছে গরীব লোক তার প্রয়োজনে আসলে তারা বলবে, তুমি কালকে আমাদের কাছে এসো। এমতাবস্থায় আল্লাহ গভীর রাতে তাদের ধ্বংস করে দিবেন এবং পাহাড়কে তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। আরো কিছু সংখ্যক লোকের আকৃতি বিকৃত করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বানর

---

* *উনাইযা ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছিম, সঊদী আরব।*

৩৫. *বুখারী, হা/৫০০৭; মুসলিম হা/২২০১।*

Contents

ও শুকর বানিয়ে রাখবেন'।[৩৬] উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, যেভাবে যেনা-ব্যভিচার হারাম, পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান করা এবং মদ পান করা হারাম, সে রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাও হারাম। আর এসব কাজ সমাজে যখন ছড়িয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে। এ ব্যাপারে অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُوْرَ وَاتَّخَذُوْا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا– 'নিশ্চয়ই এ উম্মতে ধ্বংস নামবে, পাথর বর্ষিত হবে এবং আকৃতি বিকৃত হবে। আর এটা তখন হবে, যখন তারা মদ্য পান করবে, (গান শুনার জন্য) গায়িকা রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।[৩৭]

ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি পদ্ধতিঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ঘুমাবার সময় সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে হাতে দম করতেন এবং শরীরের যতটুকু অংশে হাত যেত ততটুকু অংশে হাত বুলাতেন।[৩৮]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একবার ছালাত আদায় অবস্থায় বিচ্ছু দংশন করল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, লা'নত হোক বিচ্ছুর উপর, সে ছালাত আদায়কারী কিংবা অন্য কাউকে ছাড়ে না। তারপর পানি ও লবন আনালেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে পড়ে দংশিত স্থান মুছতে লাগলেন।[৩৯]

(৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারের লোকজন থেকে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হ'তেন, তাহ'লে তিনি তিন কুল (সূরা নাস, ফালাক্ব, ও ইখলাছ) পড়ে তাঁর উপর ফুঁক দিতেন।[৪০]

(৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন জিবরীল (আঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ مِن كُلِّ شَئٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفْس أو عَيْن حَاسِدٍاللهُ يَشْفِيْكَ، بِسمِ اللهِ أَرْقِيْكَ– 'আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি, প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে কিংবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি'।[৪১]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে এই বলে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করতেন, أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن كُلِّ شَيطَان وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَين لاَمَّةٍ– 'আমি আল্লাহ্‌র বাণীগুলির আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী বস্তু হ'তে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর দৃষ্টি হ'তে'।[৪২]

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় এবং ৭ বার এ দো'আটি পাঠ করে أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْش العَظِيم أن يَّشفِيَكَ– 'আমি আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন', তাহ'লে সে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। তবে যদি তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা'।[৪৩]

উল্লেখ্য, ঝাড়-ফুঁকে যদি ইসলাম বিরোধী মন্ত্র না পড়া হয় কিংবা তাতে শিরক না থাকে, তাহ'লে তা জায়েয। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِىْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ اِعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَبَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ– 'আওফ বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের মন্ত্রগুলি আমার কাছে পেশ করো। ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রে যদি শিরক বিদ্যমান না থাকে, তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই'।[৪৪]

যদি ঝাড়-ফুক সম্পর্কে কারো জ্ঞান থাকে আর ঝাড়-ফুকের মধ্যে শিরক বা শরী'আত বিরোধী কিছু না থাকে, তাহ'লে এর দ্বারা মুসলিম ভাইদের উপকার করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ 'যদি তোমাদের মধ্যে কারো তার ভাইকে উপকৃত করার মত জ্ঞান থাকে, তাহ'লে সে যেন তার উপকার করে'।[৪৫]

যাদুকর ও জ্যোতিষীর কাছে গমন করা জায়েয নয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَئٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً– 'যে ব্যক্তি কোন আর্‌রাফ

৩৬. *বুখারী, সিলসিলা ছহীহা হা/৯১।*
৩৭. *ছহীহ আল জামে' হা/৫৪৬৭; সিলসিলা ছাহীহা হা/২২০৩।*
৩৮. *বুখারী, হা/৬৩১৯, 'দো'আ' অধ্যায়; আবূদাঊদ হা/৫০৫৬।*
৩৯. *সিলসিলা ছাহীহা হা/৫৪৮।*
৪০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩।*
৪১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৪।*

৪২. *বুখারী হা/৩৩৭১।*
৪৩. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৪৩; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
৪৪. *মুসলিম হা/২২০০।*
৪৫. *মুসলিম হা/২১৯৯।*

(ইলমে গায়েবের দাবীদার)-এর কাছে এসে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবূল হবে না'।[৪৬] 'আররাফ' বলতে জ্যোতিষ কিংবা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, আর্‌রাফ এমন ব্যক্তি যে চুরিকৃত কিংবা হারিয়ে যাওয়া সম্পদের স্থান জানে বলে দাবী করে *(ইমাম নববীর শরহে মুসলিম)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْـزِلَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ– 'যে ব্যক্তি কোন ইলমে গায়েবের দাবীদার কিংবা গণকের কাছে আসল এবং সে (গণক) যা বলে, তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল'।[৪৭]

তা'বীয ঝুলানো শিরকঃ

عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْـدِ اللهِ قَـالَ سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـائِمَ وَالتِّوَلَـةَ شِـرْكٌ، قَالَتْ قُلْتُ لَمْ تَقُوْلُ هَذَا وَاللهِ لَقَدْ كَانَـتْ عَيْنِـىْ تَقْـذِفُ فَكُنْـتُ اَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنِ الْيَهُوْدِىِّ يَرْقِيْنِىْ فَإِذَا رَقَانِىْ سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يُنْخِسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَـفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلِىْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْـفِ أَنْـتَ الـشَّافِىْ لاَشِفَاءَ إِلاَّشِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّيُغَادِرُ سَقَمًا–

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি '(শিরক মিশ্রিত) ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র, তা'বীয এবং যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কিছু করা শিরক'। যায়নাব (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনি এ রকম বলছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমার চোখের পাতা নড়ত। তাই আমি অমুক ইহুদীর কাছে ঝাড়াবার জন্য যেতাম। তারপর যখন সে ঝাড়ত, তখন চোখ থেমে যেত। আব্দুল্লাহ বললেন, এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ, সে তার হাত দ্বারা চোখে আঘাত করত। যখন ঐ ইহুদী ঝাড়ত, তখন সে (শয়তান) তা বন্ধ করে দিত। তোমার জন্য এ রকম বলাই যথেষ্ট ছিল যে রকম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, أذهِـبِ البَـأس... سَـقَمًا، 'হে মানবের রব! তুমি অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করে দাও। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি আরোগ্য দান কর এমনভাবে যাতে বিন্দুমাত্র রোগ না থাকে। কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ আরোগ্য দিতে পারে না'।[৪৮] উক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তা'বীয ঝুলানো শিরক। তাই তা'বীয না ঝুলিয়ে শিরক থেকে বেঁচে থেকে যে সব দো'আ ও নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, সেগুলির উপর আমল করা যরূরী। তিনি আরো বলেছেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَـةً فَقَـدْ اَشْـرَكَ– 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকাল, সে শিরক করল'।[৪৯] উল্লেখ্য, 'তামীমা' মানে যদিও ঝিনুক ইত্যাদি লটকানো বুঝায়; কিন্তু এর সাথে যা কিছুই বালা মুছীবত থেকে বাঁচার জন্য কিংবা আরোগ্য লাভের জন্য গলায়, হাতে, কিংবা কোমরে ঝুলিয়ে রাখা হয় সবই শামিল। তাই ঐ সব তা'বীয-কবয থেকে বেঁচে থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে চলা ফরয। লাভ-লোকসানের মালিক একমাত্র আল্লাহ; অন্য কেউ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفعًا ولاضَرًّا إلاَّمَا شَـاء اللّهُ، '(হে নবী) আপনি বলুন, আমি আমার নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নই, তবে যতটুকু আল্লাহ চান' *(আ'রাফ ১৮৮)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَإِن يَّمْسَـسْكَ اللّهُ بِـضُرٍّ فَـلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَّمْسَـسْكَ بِخَيْـرٍ فَهُـوَ عَلَـى كُـلِّ شَـئٍ قَـدِيرٌ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন ক্ষতিতে ফেলেন, তাহ'লে তিনি ব্যতীত তা দূর করার মত আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তাহ'লে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আন'আম ১৭)*।

সুতরাং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চললেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারব, অন্য পথে নয়। আল্লাহ! তুমি আমাদের সৎ পথে চলার তাওফীক দাও- আমীন!

৪৬. *মুসলিম হা/২২৩০*।
৪৭. *ছহীহুল জামে' হা/৫৯৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; ইবনু মাজাহ; আহমাদ*।
৪৮. *আবূদাঊদ হা/৩৮৮৩; সিলসিলাহ ছাহীহা হা/৩৩১*।
৪৯. *আবূদাঊদ, সিলসিলাহ ছাহীহা হা/৪৯২*।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

[৫ম কিস্তি]

বিভিন্ন আয়াতের ফযীলত

আয়াতুল কুরসীর ফযীলতঃ

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দিতে পারবে না'।[২৪]

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর খেজুর বাগানে ছোট্ট একটি মাচান ছিল। তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন। রাতে শয়তান জিন এসে মাচান থেকে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নালিশ করলেন। তিনি বললেন, যাও, এটিকে তুমি যখন দেখবে তখন বলবে, বিসমিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে ডেকেছেন। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, জিন আসতেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন। সে তখন কসম করে বলল যে, আর কখনও আসবে না। কাজেই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বললেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর কখনও আসবে না। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এবারও সে শপথ করে বলল যে, সে আর আসবে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হে! তোমার বন্দীর কি খবর? তিনি বললেন, সে কসম করে বলেছে যে, সে আর আসবে না, এজন্য আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে এবারও মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। রাবী বলেন, তিনি আবারো তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, আমি তোকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। আপনি আপনার ঘরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবেন। তাহ'লে কোন শয়তান বা অন্য কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্দী কি করেছে? রাবী বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিনের কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, 'সে মিথ্যাবাদী হ'লেও এ কথাটা সত্য বলেছে'।[২৫]

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি, তোমার কাছে আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে এর কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) অধিক জ্ঞাত। নবী করীম (ছাঃ) আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি, তোমার কাছে আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে এর কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী)। উবাই (রাঃ) বলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ) আমার বুকে হাত মেরে বললেন, আবুল মুনযির! ধন্য হোক তোমার জন্য ইলম।[২৬]

ইমাম আহমাদ ও ইবনু আবী শায়বা (রহঃ) উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় এটুকু কথা বেশি আছে, 'আল্লাহ্‌র শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। এই আয়াতের একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট রয়েছে। এটি আরশের পায়ার কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে থাকে'।[২৭]

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, তাঁর একটি খেজুর মাচান ছিল। তিনি তা নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। তিনি একদা দেখলেন যে, তা থেকে কম হয়ে যাচ্ছে। এক রাতে তিনি পাহারা দিলেন। ফলে এক নব বালেগ ছেলের বেশে একটি প্রাণী দেখলেন। সে সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন। উবাই বলেন, অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি মানুষ, না জিন? সে বলল, জিন। তারপর বললাম, তোমার হাত দাও। হাত ধরে মনে হ'ল যেন কুকুরের হাত ও কুকুরের মত লোম। তখন আমি বললাম, এটি জিনদের সৃষ্টি। সে বলল, জিনরা জানে যে, তাদের মধ্যে আমার চেয়ে শক্ত আরো অনেক আছে। আমি বললাম, তুমি একাজ করছ কেন? উত্তরে সে বলল, আমি শুনেছি আপনি নাকি ছাদাক্বাকে ভালবাসেন। তাই আমি আপনার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করাকে ভাল মনে করলাম। আমি বললাম, আমাদেরকে কোন্ বস্তু তোমাদের থেকে হেফাযতে রাখবে? সে বলল, 'আয়াতুল কুরসী'। তারপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উবাই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে যখন ঘটনা বললেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, খবীছ ঠিকই বলেছে'।[২৮]

** খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

২৪. *ইবনু হিব্বান, ত্বাবারাণী, নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৪; ছহীহ তারগীব ২/২৫৮ পৃঃ, হা/১৫৯৫।*

২৫. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৮০।*

২৬. *মুসলিম 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়, হা/৮১০; বঙ্গানুবাদ মুসলিম ৩/১৫১ পৃঃ, হা/১৭৫৫।*

২৭. *মুসনাদে আহমাদ ৫/১৪ পৃঃ, হা/২১৬০২; ছহীহ তারগীব, ২/১৮৯ পৃঃ, হা/১৪৭১।*

২৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, ২/৬১ পৃঃ, হা/৭৮১; নাসাঈ, ত্বাবারাণী, ছহীহ তারগীব, ১/৪১৭ পৃঃ, হা/৬৬২ ও ২/১৮৮ পৃঃ, হা/১৪৭০।*

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ আসমান-যমীনে 'আয়াতুল কুরসী'র চাইতে মহান আর কিছু সৃষ্টি করেননি। এর ব্যাখ্যায় সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, আয়াতুল কুরসী হ'ল আল্লাহ্‌র কালাম। আর আল্লাহ্‌র কালাম তো নিঃসন্দেহে আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টির চাইতে মহান।[২৯]

সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াতের ফযীলতঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে উপরের দিকে তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা যা আজই খুলে দেয়া হ'ল, আজকের দিন ব্যতীত তা কোনদিন খোলা হয়নি। এখন সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। তিনি বললেন, ইনি একজন ফেরেশতা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া আর কখনো তিনি অবতরণ করেননি। এরপর উক্ত ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন, দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তাহ'ল সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাক্বারার শেষাংশ। এ দু'টির যেকোন হরফ আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকে দেওয়া হবে।[৩০]

আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতদ্বয় রাতে পাঠ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে'।[৩১]

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সূরা বাক্বারার শেষের আয়াতদ্বয় পাঠ কর। কেননা এ দু'টি আয়াত আমাকে আমার প্রভু আরশের নীচ থেকে দিয়েছেন'।[৩২]

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘরের কাছে আসতে পারে না'।[৩৩]

২৯. *ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৫৫ পৃঃ, হা/২৮৮৪।*
৩০. *মুসলিম, 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায় হা/৮০৬; বঙ্গানুবাদ মুসলিম ৩/১৪৭ পৃঃ, হা/১৭৪৭।*
৩১. *মুসলিম, 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়, হা/৮০৮; বুখারী, 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়, হা/৫০০৯।*
৩২. *মুসনাদে আহমাদ, ত্বাবারানী, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/১১৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৮২।*
৩৩. *তিরমিযী ৫/১৪৭ পৃঃ, হা/২৮৮২; মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৩১৩ পৃঃ, হা/৩০৯০; ছহীহুল জামে' হা/১৭৯৯; ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৫৩ পৃঃ, হা/২৮৮২)।*

সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াতের ফযীলতঃ

আবুদারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে'।[৩৪]

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতঃ এখানে ছহীহ সনদে বর্ণিত মাত্র কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ কর হ'ল, যেন সুধী পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করা তাঁর বান্দাদের জন্য কত বরকতপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ কাজ। এছাড়া আরো অনেক হাদীছ রয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি কুরআন পাঠের ফযীলতের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

কুরআন তেলাওয়াত দু'প্রকারঃ

কুরআন মজীদের তেলাওয়াত সাধারণতঃ দুই প্রকারঃ (১) দৈনিক তেলাওয়াত (২) চিন্তাভাবনা সহ তেলাওয়াত।

দৈনিক তেলাওয়াতঃ

বাস্তবে কুরআন তেলাওয়াত হ'ল, একটি রূহানী আহার। মানুষের শরীর যেমন নিয়মিত খাদ্যের মুখাপেক্ষী, তেমনি মানুষের রূহ, অন্তর বা আত্মাও রূহানী এবং আসমানী খাদ্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহপাক বলেন, 'জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়' *(রা'দ ২৮)*। কালামে মজীদের কয়েক স্থানে কুরআন কারীমকে আল্লাহপাক 'যিকির' আখ্যা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহপাক বলেন, 'আমি স্বয়ং নিজে এই যিকির নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ৯)*। তিনি আরো বলেন, 'আপনার কাছে আমি 'যিকির' অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে এসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ৪৪)*। তিনি আরো বলেন, 'এই কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য যিকর বৈ নয়' *(ক্বলম ৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'এটাতো এক যিকির ও প্রকাশ্য কুরআন' *(ইয়াসীন ৬৯)*।

যদি কুরআন এমন কোন গ্রন্থ হ'ত যা একবার পাঠ করে বুঝে শেষ করা যেত এবং পরে আর পুনরায় পড়ার প্রয়োজন না হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিবানিশী কুরআন তেলাওয়াতের মুখাপেক্ষী হ'তেন না। অথচ তাঁকে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং ছালাত ক্বায়েম করুন' *(আনকাবূত ৪৫)*। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই আশ্রয়স্থল পাবেন না' *(কাহফ ২৭)*।

৩৪. *মুসলিম, 'ফাযায়িলুল কুরআন' হা/১৮৮৩।*

Contents

শুধু তাই নয়, কুরআন তেলাওয়াতকে রিসালাতের গুরু দায়িত্ব ও মহান উদ্দেশ্যগুলোর একটি গণ্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত' *(জুম'আহ ২)*। এ একই বিষয় আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারার ১২৯ ও ১৫১ নং আয়াত এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। এসব থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ দৈনিক তেলাওয়াত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যারা নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন, 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কোন লোকসান হবে না' *(ফাত্বির ২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযতভাবে পাঠ করে, তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত *(বাক্বারাহ ১২১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (মৃঃ ৭৭৫ হিঃ) বলেন, 'সালাফে ছালেহীনের অনেকে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কুরআন মজীদ দেখে তেলাওয়াত করা ইবাদত। আর যে কোন ব্যক্তির জন্য দৈনিক একবার হ'লেও কুরআন না দেখাকে তাঁরা খুবই নিন্দা করতেন।[৩৫]

দৈনিক তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে, যেন একই নিয়ম প্রত্যেক দিন চালু থাকে, মাঝে মধ্যে যেন বিরতি না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থা ও সুযোগ বুঝে সময়মত কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই পাঠ করবে। এমন কি ঘটনাক্রমে কোন সময় পড়তে না পারলে পরে তা ক্বাযা করে নিবে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে প্রত্যেক দিনের সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকবে। এই তেলাওয়াতের নিয়ম হবে এই যে, তাজবীদের সাথে ছহীহ-শুদ্ধভাবে ধীর-স্থিরতার সাথে মধ্যবর্তী গতিতে শুধু পড়ে যাবে। আর অন্তরকে ক্বিরাতের দিকে রুজু করবে, মনে মনে কুরআন অবতীর্ণকারী আল্লাহ্‌র অধিক তা'যীমবোধ রাখবে। আর এই তেলাওয়াত খতমের নিয়তে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কুরআনের প্রথম থেকে পড়া শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত পড়বে, এক খতম শেষ হ'লে পুনরায় শুরু করবে। এভাবে নিয়মিত তেলাওয়াত করা অনেক উপকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে অধিক পসন্দনীয় আমল হ'ল, যা সবসময় করা হয় যদিও তা কম হোক।[৩৬] সুতরাং কুরআনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিয়মিত তেলাওয়াত করবে।

৩৫. *হাফেয ইবনু কাছীর, ফাযায়িলুল কুরআন, পৃঃ ১৩৬।*
৩৬. *মুসলিম হা/৭৮৩।*

চিন্তা-ভাবনাসহ তেলাওয়াতঃ

চিন্তা-ভাবনাসহ তেলাওয়াতের অর্থ হ'ল কুরআন পড়ার সময় চিন্তা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে। কোন কোন আয়াতকে বার বার পড়বে, অর্থের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অন্তরকে নম্র করার চেষ্টা করবে এবং অর্থের গভীরে চলে যাবে। কুরআনের রহস্য বুঝার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইহসান ও অনুদান কামনা করবে। আর এমনভাবে পড়বে যেন কুরআনের পরিবেশে বাস করছে। এভাবে ধীরে ও বুঝে-শুনে কুরআন পাঠ করলে তার কাছে কুরআনের অনেক রহস্য উদঘাটিত হ'তে পারে। আলী (রাঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যতীত অন্য কোন অহী আছে কি? তখন তিনি বললেন, না। সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি দানা সৃষ্টি করেছেন এবং রূহ বানিয়েছেন, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন থেকে যে জ্ঞান ও বুঝ দিয়ে থাকেন তা ব্যতীত অন্য কিছু আমি জানি না।[৩৭] আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পূর্বের ও পরের লোকদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করে সে যেন কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে। কারণ তাতেই রয়েছে আগের-পরের সব লোকের জ্ঞান।[৩৮] এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে অর্থ বুঝে পড়ার জন্য কখনো এক একটি আয়াতে অনেক সময় লাগতে পারে। এ ব্যাপারে কতিপয় হাদীছ ও ছাহাবীদের আছার বর্ণিত আছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ দুয়েকটি বর্ণনা করা হ'ল।

আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক রাত্রে ফজর পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার পড়েছেন। আয়াতটি হ'ল, সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াত। যার অর্থ হ'ল, হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তাহ'লে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহ'লে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়'।[৩৯]

তামীম দারী (রাঃ) সারা রাত একটি আয়াত বার বার পড়েছেন। আয়াতটি হল সূরা জাছিয়ার ২১ নং আয়াত। যার অর্থ হ'ল, 'দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করবো যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ'।[৪০]

মুক্বাতিল ইবনু হাইয়ান বলেন, আমি ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (রহঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি, তিনি সূরা ছাফ্‌ফাতের ২৪ নং আয়াতটি বারবার সারা রাত্রি

৩৭. *বুখারী, 'জিহাদ' অধ্যায়, হা/৩০৪৭।*
৩৮. *ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/১৬৫ পৃঃ।*
৩৯. *আহমাদ ৫/১৪৯ পৃঃ; নাসাঈ ২/১৭৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; হাকেম ১/২৪১ পৃঃ।*
৪০. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, পৃঃ ১৪৩; ইকামাতুল হুজ্জাহ, আল্লামা লাক্ষ্ণৌবী, ৬৩ পৃঃ।*

পড়েছেন। যার অর্থ হ'ল, 'তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে'।[৪১]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সূরা বাক্বারার শিক্ষা অর্জন করেছেন বার বছরে। যখন শেষ হ'ল, তখন তিনি উট জবাই করেছিলেন।[৪২]

ইবনু ওমর (রাঃ) সূরা বাক্বারা শিক্ষা করার জন্য আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন।[৪৩] চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন তেলাওয়াত করাই হচ্ছে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং দৈনিক তিলাওয়াতের সাথে সাথে চিন্তা-ভাবনা সহ কুরআন তিলাওয়াতের একটি নিয়মও রাখা উচিত। যেন কুরআনের মর্মবাণী বুঝে তা জীবনে বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।

অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতঃ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে কোন উপকার হবে কি-না? কেউ কেউ বলে থাকে অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলে কোন উপকার হবে না। আবার কেউ এটাকে প্রেসক্রিপশনের সাথে তুলনা করে বলেন, ঔষধ ক্রয় না করে প্রেসক্রিপশন পাঠ করলে যেমন কোন উপকার হবে না, তেমনি অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলেও কোন উপকার হবে না।

এরূপ মন্তব্য সঠিক নয়; বরং এটা কুরআনের সাথে চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। কারণ কুরআন-হাদীছের অনেক প্রমাণ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থ না বুঝলেও কুরআন তেলাওয়াত বিফলে যাবে না। বরং তেলাওয়াতকারী প্রত্যেক অক্ষরে দশটি করে নেকী প্রাপ্ত হবে। কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলতের বিষয়ে যত হাদীছ আছে, এগুলোর কোথাও অর্থ বুঝে পড়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। উপরন্তু কুরআনে অনেক আয়াত এমন আছে, যেগুলোর অর্থ সকল মুফাসসিরের ঐক্যমতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যেমন হুরুফে মুক্বাত্ত্বা'আত। যথা- আলিফ লা-ম মীম, ত্বোয়া-হা, হা-মীম ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হ'ল, প্রায় প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিদ্যমান এরূপ অক্ষরগুলো তেলাওয়াত করলে কি কোন ছওয়াব হবে না? বরং হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'আলিফ লা-ম মীম' পড়লে ত্রিশটি নেকী পাবে। একারণেই সালাফে ছালেহীন বলেছেন, কুরআনের অর্থ বোধগম্য হোক বা না হোক, সেমতে আমল করুক বা না করুক কুরআন তেলাওয়াতকারী অবশ্যই ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। তবে বুঝে আমল করার ছওয়াব অনেক বেশী। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করো না।[৪৪]

৪১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৬/২২৮-২২৯ পৃঃ।*
৪২. *শরহু যুরক্বানী ২/১৯ পৃঃ; কুরতুবী, আল-ওয়াজীয পৃঃ ১৩৭-১৩৮।*
৪৩. *মুওয়াত্ত্বা হা/৪৭৯।*
৪৪. *ডক্টর মুহাম্মাদ আবু শাহবা, আল-মাদখাল লিদিরাসাতিল কুরআন, পৃঃ ৩৫৮।*

এছাড়া কুরআন মজীদকে প্রেসক্রিপশনের সাথে তুলনা করা ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের শামিল এবং সঠিক জ্ঞানের দৈন্যদশার অন্তর্গত। কারণ কুরআন নিজেও তো মহাঔষধ। স্বয়ং কুরআন নিজেও নিজেকে 'শিফা' অর্থাৎ রোগ থেকে মুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। এর জন্য সূরা ইউনুস আয়াত নং ৫৭, সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৮২, হা-মীম সাজদা, আয়াত নং ৪৪, দ্রঃ। এছাড়াও হাদীছে সূরা ফাতেহা কে 'শিফা' বলা হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহঃ

কুরআন তেলাওয়াত করার সময় বেশ কিছু আদব রক্ষা করা দরকার। ইমাম নববী (রহঃ) 'আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন' গ্রন্থে এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'আল ইতক্বান' গ্রন্থে আরো অন্যান্য লেখকগণ তাদের গ্রন্থ সমূহে এরূপ অনেক আদবের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি বর্ণনা করছি। তা হ'ল-

ইখলাছের সাথে তেলাওয়াত করবে, মনে মনে ভাববে যেন সে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছে, এমন অবস্থায় পড়বে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। মিসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিবে। উত্তম স্থান তথা মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে ঘরে বা যেকোন স্থানেও তেলাওয়াত করতে পারবে। এমনকি সফরে রাস্তায় এবং যানবাহনের উপরও তেলাওয়াত করা যাবে। পবিত্রতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করবে। অপবিত্র ও হায়েয অবস্থায় কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে দেখে পড়া উত্তম। অপবিত্র স্থানে কুরআন পাঠ করা ঠিক নয়। বিনয়, নম্রতা ও আদবের সাথে বসে পড়া ভাল। তবে কেউ যদি দাঁড়িয়ে বা কাত হয়ে অথবা বিছানায় শুয়ে কিংবা অন্য কোন অবস্থাতে তেলাওয়াত করে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' পড়বে। ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে পড়বে। অশ্রু ঝরাবে এবং কান্নার স্বরে পড়বে। একই আয়াতকে অনেক্ষণ বারবার পড়াতে কোন আপত্তি নেই। সুন্দর স্বরে এবং হৃদয়গ্রাহী স্বরে পড়ার চেষ্টা করবে। কোন ভয়-ভীতির আয়াত আসলে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর যদি রহমতের আয়াত আসে তাহ'লে তা চাইবে। সর্বনিম্ন তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা ঠিক নয়।[৪৫] গানের সুরে কুরআন পড়া অবৈধ।

[চলবে]

৪৫. *আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬৬।*

শবিনা খতম ও কুরআনখানী

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا–

'যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। এ জন্যই দ্বীনী সকল বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা সকল মুসলিমের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। জেনে-বুঝে নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতিরেকে অন্যের অনুসরণ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ এরূপ আচরণ করা নবী করীম (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى–

'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে তারা নয়, যারা অস্বীকার করেছে। তারা (ছাহাবীগণ বললেন), হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে? তিনি এরশাদ করলেন, যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার বিরোধিতা করবে তারাই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করে'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

لَوْ نَزَلَ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ–

'যদি মূসা (আঃ)ও অবতরণ করেন, আর তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ কর, তবুও তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে'।[২]

তিনি আরো বলেন,

لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِيْ–

'না, আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, (আজকের দিনে) মূসা (আঃ)ও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও কোন গত্যন্তর ছিল না'।[৩]

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের টীকায় বলেন, যদি মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর জন্যও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিন্ন অন্য কারো আনুগত্য করার অবকাশ না থাকে, তবে কি অন্য কারো জন্য এ অবকাশ আছে? বস্তুতঃ এটাই অকাট্য দলীল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই এককভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর এটাই হ'ল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-এর সাক্ষ্য দেয়ার আসল দাবী। এজন্যই মহান আল্লাহ পূর্বের আয়াতে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণকেই তিনি তাঁর ভালবাসার দলীল নির্ধারণ করেছেন; অন্য কারো অনুসরণকে করেননি।[৪]

কুরআনুল কারীম খতম করার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَصَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ–

'আমার জানামতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) না এক রাতে পুরা কুরআন পড়েছেন, আর না তিনি সকাল পর্যন্ত সারা রাত ছালাত পড়েছেন, আর না তিনি রামাযান ব্যতীত পুরা একটি মাস ছিয়াম পালন করেছেন'।[৫]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ،

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন না'।[৬]

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা শরী'আতে নিষিদ্ধঃ

প্রথম দলীলঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ أُطِيْقُ أَكْثَرَ

** দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *বুখারী, 'কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকা' অধ্যায়, হা/৬৭৩৭।*

২. *বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, সনদ হাসান। দ্রঃ আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৫৩০৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৯।*

৩. *দারেমী ১/১১৫-১১৬ পৃঃ; আহমাদ ৩/৩৮৭ পৃঃ, আবু নু'আইম, পৃঃ ১৫ পৃঃ, হাদীছ হাসান, দ্রঃ মিশকাত হা/১৭৭; মুক্বাদ্দামাতু বিদায়াতিস সূল, পৃঃ ৫।*

৪. *দ্রঃ বিদায়াতুস সূলের ভূমিকা, পৃঃ ৬।*

৫. মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১২৩৩।

৬. *ফাতহুল বারী, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ, হা/২৪৬৬; মুখতাছার ছহীহাহ, হা/২৮৯৮, পৃঃ ৫২৯।*

مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَقَالَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ إِنِّى أُطِيْقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِى ثَلاَثٍ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাসে তুমি তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' তিনি বললেন, আমি তার চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি, এভাবে তিনি তাঁর নিকট নিবেদন করতে থাকলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একদিন ছিয়াম পালন করবে এবং একদিন ছিয়াম ছেড়ে দিবে। তিনি আরো বললেন, 'প্রত্যেক মাসে একবার কুরআন খতম দিবে'। তিনি বললেন, আমি তার চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি, এভাবে তিনি তার নিকট (আধিক্য) তলব করতে থাকেন। এমনকি পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তিন দিনে (কুরআন খতম দিবে)'।[৭] আবুদাঊদের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'তিন দিনে কুরআন খতম দিবে'।[৮] অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ।

দ্বিতীয় দলীলঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ–

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করি'।[৯]

শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয় দলীলঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فِىْ سَبْعٍ وَلاَتَقْرَءُهُ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ–

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাত দিনে কুরআন খতম করবে এবং তিন দিনের কমে কুরআন খতম করবে না'।[১০]

৭. *বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায় হা/১৮৪২।*
৮. *আবুদাঊদ 'ছালাত' অধ্যায়, হা/১১৮১।*
৯. *সুনানু দারেমী, হা/৩৪৮৭, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ আলবানী, 'ছিফাতু ছালাতিন্নাবী' ২য় খণ্ড, ৫২২ পৃঃ।*
১০. *সুনানু সাঈদ বিন মানছূর, সনদ ছহীহ, দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; আলবানী, 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২০।*

অত্র হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতমের নিষিদ্ধতা শুধু আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মতের সকলের জন্য তা ব্যাপক। তাঁর উম্মতের সকলেই উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

অতএব আসুন, অযথা ওযর, আপত্তি না করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হই। তাঁর অনুসরণেই হেদায়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ–

'বলুন, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তবে হেদায়াত পাবে-সুপথ প্রাপ্ত হবে, রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া' *(নূর ৫৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

'রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বিন আছকে তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ব্যাপকভাবে তার উম্মতের সকলকে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন, কাজেই তা মান্য করা সকলের উপর ওয়াজিব।

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা সম্পর্কে কতিপয় ছাহাবীর বাণী ও আমলঃ

একাধিক ছাহাবী থেকে প্রমাণিত, তাঁরা তিন দিনের কমে কুরআন খতম করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যেমন-

(১) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ، هَذٌّ كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرٌ كَنَثْرِ الدَّقَلِ–

'যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে, সে একজন কবিতা আবৃত্তিকারী (কুরআন তেলাওয়াতকারী

নয়), তা কবিতার মত দ্রুত পাঠ করা হ'ল এবং মন্দ খেজুর ছিটানোর মত (আল্লাহ্র বাণী) ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল।[১১]

(২) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) সম্পর্কে এসেছে, كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ، 'মু'আয বিন জাবাল তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন না'।[১২]

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে এসেছে,

عَنْ أَبِى جَمْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاس إِنِّىْ سَرِيْعُ الْقِرَاءَةِ، وَإِنِّىْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِىْ ثَلاَثٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِىْ لَيْلَةٍ فَأَدَّبَّرَهَا وَأُرَتِّلَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ كَمَا تَقُوْلُ–

আবু জামরাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, আমি দ্রুত ক্বিরাআত করতে পারি এবং আমি নিশ্চিতভাবে তিন দিনে কুরআনও খতম দিতে পারি। তদুত্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, সারা রাত চিন্তা গবেষণা ও তারতীলের সাথে সূরা বাক্বারাহ পড়াটাই আমার নিকট তোমার কথানুরূপ কুরআন খতম অপেক্ষা বেশী প্রিয়।[১৩]

ইবনু আব্বাসের উক্ত আছার প্রমাণ করে যে, তাঁর নিকট তাজবীদ, ধীর-স্থিরতা ও চিন্তা-গবেষণা প্রভৃতি সহ মাত্র সূরা বাক্বারা এক রাতে পড়াই তিন দিনে কুরআন খতম দেওয়া অপেক্ষা বেশী প্রিয়। কাজেই তাঁর নিকট তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেওয়া যে অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই অনুমেয়।

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা সম্পর্কে আইম্মায়ে কেরামের অভিমতঃ

উক্ত দলীল সমূহের আলোকে আইম্মায়ে দ্বীন তিন দিনের কমে কুরআন খতম করাকে নাজায়েয বলেছেন। তাদের অন্যতম হ'লেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনু হাযম এবং যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী।[১৪]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, একাধিক সালাফে ছালেহীন তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা মাকরূহ জানতেন। এটা পরবর্তীদের মধ্য হ'তে ইমাম আবু ওবাইদ ও ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ প্রমুখের অভিমত...।[১৫]

১১. *মুহাম্মাদ ইবনু নাছর আল-মারওয়াযী, মুখতাছার ক্বিয়ামুল লায়ল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*
১২. *ইবনু নাছর মারওয়াযী, দ্রঃ 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী'-এর মূল গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২১।*
১৩. *আবু ওবাইদ, ফাযায়েলুল কুরআন, পৃঃ ১৫৭; বায়হাক্বী আস-সুনানুল কুবরা ২/৩৯৬ ও ৩/১৩, শু'আবুল ঈমান ২/৩৬০/২০৪০; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা আছারুছ ছহীহাহ ১/১৪৯, হা/১৪১।*
১৪. *দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিননাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২০-৫২১।*
১৫. *দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিননাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২১।*

সংশয় নিরসনঃ

কোন কোন সালাফে ছালেহীন থেকে তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেওয়ার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- (ক) অশুদ্ধ বা অপ্রমাণিত বর্ণনা (খ) বিশুদ্ধ বা প্রমাণিত বর্ণনা।

অশুদ্ধ বর্ণনার তো কোনই মূল্য নেই। আর যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা সূচক হাদীছ পৌঁছেনি। অথবা তারা তিন দিনের কমে কুরআন খতম দিলেও এতো তাড়াহুড়ার পরেও কুরআন অনুধাবন করতে পারতেন, পঠিত আয়াত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারতেন'।[১৬]

শায়খ আলবানী (রহঃ) হাফেয ইবনু কাছীরের উক্ত কথার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হাফেয ইবনু কাছীরের প্রথম জবাবটিই সঠিক। আর দ্বিতীয় জবাবটি নিম্ন বর্ণিত হাদীছ বিরোধী- مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ، لَمْ يَفْقَهْهُ، 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করবে সে কুরআন বুঝবে না'।[১৭] যেমনটি আমরা ইতপূর্বে বর্ণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন না। আর আমাদের জন্য তার মাঝেই উত্তম আদর্শ রয়েছে।[১৮]

আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদর্শই যথেষ্ট। কারণ তাঁর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ لَكُمْ فِىَّ أُسْوَةٌ؟ 'তোমাদের জন্য কি আমার মাঝে উত্তম আদর্শ নেই?'[১৯]

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করার রহস্য কি?

কুরআন মূলতঃ নাযিল হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ–

'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা তার আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ২৯)*। তিনি আরো বলেন,

১৬. *'ফাযায়েলুল কুরআনে' পৃঃ ১৭২।*
১৭. *আবুদাঊদ, 'ছালাত' অধ্যায় হা/১১৮২, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *দ্রঃ আলবানী, ছিফাতু ছালাতিননাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২।*
১৯. *মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১২৩৩।*

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ–

‘আমি আপনার নিকট এই যিকর তথা আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি মানুষকে তাদের উপর নাযিলকৃত বস্তু ব্যাখ্যা করেন এবং তারাও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে’ *(নাহল ৪৪)*।

তিনি আরো বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا،

‘তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না কেন? নাকি তাদের অন্তর সমূহে তালা দেওয়া রয়েছে’ *(মুহাম্মাদ ২৪)*। যেহেতু তিন দিনের কমে খতম করলে কুরআন সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা সম্ভব হয় না, যা কুরআন পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তিন দিনের কমে কুরআন খতমের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে সে অনুমতি না দিয়ে বরং বলেছিলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ–

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করল সে কুরআনই বুঝল না’।[২০]

আবুদাউদের বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না।[২১]

প্রচলিত শবীনা খতম ও কুরআনখানীর বিধান

প্রচলিত শবীনা খতম ও কুরআনখানী বিদ‘আতঃ

উপরোক্ত দলীলাদির আলোকে একথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হ’ল যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ পরিপন্থী কাজ। অথচ শবীনা খতম মানেই ২৪ ঘন্টায় কুরআন খতম করা। কাজেই তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিপন্থী একটি বিদ‘আতী রেওয়াজ, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আর বিশেষ করে এই খতম নিজের নামে না করে অন্যের নামে করা হয়। যা আরো জঘন্য বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

২০. *দ্রঃ জামে‘ তিরমিযী, ‘ক্বিরাআত’ অধ্যায়, হা/২৮৭৩; ইবনু মাজাহ, ‘ছালাত প্রতিষ্ঠা ও সে ক্ষেত্রে করণীয় সুন্নাত’ অধ্যায়, হা/১৩৩৭।*

২১. *আবুদাউদ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, হা/১১৮২, হাদীছ ছহীহ।*

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ،

‘(দ্বীনের মাঝে) সমস্ত নবাবিষ্কার বিদ‘আত এবং সমস্ত বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর সমস্ত ভ্রষ্টতা (এর অনুসারী) যাবে জাহান্নামে’।[২২]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ‘সমস্ত বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে ভাল মনে করে’।[২৩]

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى، ‘মানুষ তাই পায় যা সে করে’ *(আন-নাজম ৩৯)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) অত্র আয়াত থেকে এই মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ‘কুরআন পাঠের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে না’। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) তাঁর কথা সমর্থন করে বলেন, কুরআন পাঠের ছওয়াব মৃতদের নিকট যাবে না, কারণ সেটি তাদের আমল নয়। তাদের অর্জিত বিষয়ও নয়, এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিকে তাঁর উম্মতকে আহ্বান করেননি এবং তা করার প্রতি উৎসাহিতও করেননি। সেদিকে তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দিকনির্দেশনাও দেননি। এটা কোন ছাহাবী (রাঃ) থেকেও সংকলিত হয়নি। যদি এটি কোন কল্যাণকর কাজ হ’ত, তবে এ বিষয়ে তাঁরাই আমাদের থেকে অগ্রণী হ’তেন। আল্লাহ্র নৈকট্য বিষয়ে দলীলের উপর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, এই সব বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত স্পষ্ট দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত হ’তে হবে।[২৪]

এজন্য হানাফী মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এই মর্মে দ্ব্যার্থহীনভাবে বলেছেন যে, শবীনা খতম দেওয়া বিদ‘আত ও হারাম। বিনিময় নিয়ে কুরআনখানী করাও নিকৃষ্ট বিদ‘আত ও হারাম।[২৫]

হাটহাজারী মাদরাসার মুফতী ইবরাহীম খান ছাহেব বলেন, ‘যেহেতু অধিকাংশ হাফেযই অন্ধ ও গায়ের আলেম বিধায় কুরআন-হাদীছ এবং ইলমে ফিক্বহ বুঝতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ। টাকার লোভে তারা আখেরাতের ব্যাপারে আরো অন্ধ হয়ে যায়। তাদের তাক্বওয়া-পরহেযগারীও তেমন থাকে না। অথচ ইছালে ছাওয়াব হিসাবে খতমে শবীনা পড়ে পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া উভয়ই হারাম। .. ফতোওয়ায়ে শামীতে (৫ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ) আছে, لاأخذ

২২. *নাসাঈ, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অধ্যায়, হা/১৫৬০; ইবনু খুযায়মাহ, ‘জুম‘আ’ অধ্যায়, হা/১৭৮৫।*

২৩. *ইবনু নাছর মারওয়াযী, আছার নং ৮, সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১২১; আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৮১।*

২৪. *দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর, ৪/৩২৮।*

২৫. *দ্রঃ মুফতী ইবরাহীম খান, শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার, পৃঃ ১৩১, ১৭৫-১৭৮, ফাতাওয়া আলমগীরী, ৪/৯২ পৃঃ।*

والمعطى كلاهما آثمان، 'দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গোনাহগার হবে'।[২৬]

তিনি খতমে শবীনা সম্পর্কে এর পূর্বের আলোচনায় বলেন, খতমে শবীনা এবং শবীনা খতম উভয় নামেই বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায়ই দুই তিন জন হাফেয মিলে পালাক্রমে একরাতে কুরআন খতমের প্রথা দেখা যায়। এটা ধর্মের কিছুই নয়; বরং বিদ'আতে সাইয়েআহ (নিকৃষ্ট বিদ'আত) এবং মাকরূহে তাহরীমী। কেননা কুরূনে ছালাছায় (তিন স্বর্ণ যুগ) এ বিশেষ পদ্ধতির খতমের কোন নাম গন্ধও ছিল না। ইবাদতের আকারে এটা সম্পূর্ণ একটি নতুন কাজ...।[২৭]

কুরআনখানী এবং ইছালে ছওয়াবের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফৎওয়াঃ

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের মতে কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ। কেননা সেটা বিদ'আত, যে সম্পর্কে কোন হাদীছ আসেনি।[২৮]

হানাফী মাযহাবের ফৎওয়ার কিতাব 'তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়া'তে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম বারকুভী (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কোন এক নির্দিষ্ট দিনে খানা প্রস্তুত করে খাওয়ানো এবং ইছালে ছওয়াবের জন্য কুরআন তেলাওয়াত কারীদেরকে টাকা-পয়সা দেওয়া এবং এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের তাসবীহ জপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং বাতিল। এ কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং উহা পাঠকারী ও যে পাঠ করায় তারা সবাই গুনাহগার। শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছায়মীন (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট একত্রিত হয়ে কুরআন তেলওয়াতের বিধান কি? কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির কি কোন উপকার হয়? তিনি জবাবে বলেন, কবরের নিকটে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা একটি গর্হিত কাজ, যা সালাফে ছালেহীন তথা পূর্ববর্তী সম্মানিত যুগে প্রচলিত ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যতীত। অর্থাৎ নিম্ন লিখিত তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পেতে থাকে-

১. **ছাদাক্বায়ে জারিয়াঃ** অর্থাৎ মানুষের উপকারার্থে জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে মানুষ তা থেকে যতদিন উপকৃত হবে ততদিন তার ছওয়াব পেতে থাকবে।

২. **উপকারী বিদ্যাঃ** মৃত্যুর পূর্বে সে যদি ইসলামী শরী'আতের এমন কোন খিদমত রেখে যায়, যা থেকে মানুষ উপকৃত হ'তে পারে, তবে যতদিন তারা তা থেকে উপকৃত হবে, ততদিন তার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পেতে থাকবে।

৩. **সৎসন্তান যে তার জন্য দো'আ করবেঃ** সে যদি কোন সৎসন্তান রেখে যায়, আর সে সন্তান তার জন্য দো'আ করে, তবে তার প্রতিদান সে কবরে বসে লাভ করতে থাকবে।[২৯]

যদি আমরা একথা মেনেও নেই যে, মৃতব্যক্তি শুনতে পায়, তবুও সে তেলাওয়াত বা কুরআনখানী ইত্যাদি হ'তে উপকৃত হবে না। কেননা যদি উপকৃত হয়, তাহ'লে তার আমল বন্ধ হওয়া আবশ্যক হয় না। অথচ হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্ট রয়েছে যে, উক্ত তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়।

আর যদি কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা তেলাওয়াতকারীর অর্জিত ছওয়াবের মাধ্যমে মৃতব্যক্তির উপকার করা উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ তেলাওয়াত করার সময় সে এরূপ নিয়ত করে যে, এ থেকে অর্জিত ছওয়াব মৃতব্যক্তির জন্য, তাহ'লে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এরূপ কাজ বিদ'আত। আর বিদ'আত করলে তাতে কোনই ছওয়াব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৩০] সুতরাং কোন ভ্রষ্টতা হেদায়াতে পরিণত হ'তে পারে না। তাছাড়া এ ধরনের কুরআন পাঠ সাধারণতঃ বিনিময়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র নৈকট্যশীল কাজের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। সৎকাজের উপর বিনিময় গ্রহণকারী যদি তার সৎকাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় প্রতিদান পাওয়ার নিয়ত করে তাহ'লে তার এ কাজটি আর সৎকাজ থাকবে না। সুতরাং তা দ্বারা উপকৃতও হবে না, তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যও পাওয়া যাবে না এবং তাতে কোন ছওয়াবও দেওয়া হবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পার্থিব জীবনেই পরিপূর্ণরূপে দিয়ে দিব। এ ব্যাপারে তাতে কিছু মাত্র কমতি করা হবে না। তারা সেই লোক যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ব্যতীত আর কিছু নেই। তারা ইহজীবনে যা করেছে তা সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নস্যাৎ হয়ে যাবে' *(হূদ ১৫-১৬)*।

যে পাঠক তার কুরআন পাঠের মাধ্যমে দুনিয়াবী প্রতিদানের নিয়ত করে- আমরা তাকে বলব, এই তেলাওয়াত আল্লাহ্র নিকট অগ্রহণীয়। বরং তা অনর্থক, যাতে কোন প্রতিদান ও

---

২৬. *মুফতী ইবরাহীম খান, শরীয়ত ও প্রচলিত কুসস্কার, পৃঃ ১৭৭-১৭৮।*
২৭. *শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার, পৃঃ ১৭৫।*
২৮. *ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ১১০।*
২৯. *দ্রঃ ছহীহ মুসলিম, 'অছীয়ত' অধ্যায়, হা/৩৮৪।*
৩০. *মুসলিম, নাসাঈ হা/১৫৬০; ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৭৮৫।*

ছওয়াব নেই। অতএব এই কাজ মানেই সময় নষ্ট, সম্পদের অপব্যবহার এবং সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযামের অনুসরণীয় পথ থেকে বিচ্যুতি। উপরন্তু উক্ত সম্পদ ব্যয় যদি মৃতব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে হয়, যাতে অন্যের হক্ব রয়েছে, ছোটদের ও মহিলাদের অধিকার রয়েছে এবং তা থেকে কুরআন তেলাওয়াত কারীদের জন্য সম্পদ দেওয়া হয়, তবে তাকে উক্ত পাপের সাথে অধিকার হরণের পাপ যোগ হয়ে তা আরো ক্ষতিকারক হবে।[৩১]

উল্লেখ্য যে, কোন গোরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতেহা , সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা ইখলাছ- এই সূরাগুলো কয়েকবার করে ও কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার ছওয়াব মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বখশে দেওয়া বা তার ছওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে যে সকল হাদীছ পাওয়া যায় তা সবই যঈফ ও জাল বা বানোয়াট।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তেলাওয়াত করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ সুন্নাহর মধ্যে কোন দলীল আসেনি। তিনি বলেন, মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবর যিয়ারতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি তাকে কবরবাসীদেরকে সালাম ও তাদের জন্য দো'আ করতে শিখালেন। এক্ষণে কবরের পাশে গিয়ে কুরআন পাঠ বা নির্দিষ্ট কোন সূরা পাঠ যদি মৃত ব্যক্তিদের উপকারের কারণ হ'ত, তবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মা আয়েশা (রাঃ)-কে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন।

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে পরিণত করো না, কেননা যে গৃহে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে'।[৩২] এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কবরস্থান কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য শরী'আত সম্মত স্থান নয়। এই কারণে তিনি গৃহে কুরআন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাকে কবরস্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন, যেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না।[৩৩]

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে সেখানে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা সম্পর্কে যে হাদীছ রয়েছে সে হাদীছ ছহীহ নয়।[৩৪] অন্য কিতাবে উক্ত হাদীছকে তিনি মওযূ বা জাল বলেছেন।[৩৫]

৩১. *শায়খ উছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল।*
৩২. *ছহীহ মুসলিম হা/১৩০০।*
৩৩. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ১৯১।*
৩৪. *আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১১।*
৩৫. *সিলসিলা যঈফাহ, হা/৫২১৯।*

কেউ কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে কবরবাসীদের জন্য সে দিনের আযাব হাল্কা করে দেওয়া হবে এবং কবরবাসীদের সংখ্যানুপাতে তাকে (সূরা ইয়াসীন পাঠকারীকে) ছওয়াব দেওয়া হবে- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[৩৬]

যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানের নিকট দিয়ে গমন করবে। অতঃপর ১১ বার সূরা ইখলাছ পড়ে মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তার ছওয়াব হাদিয়া করে দিবে, মৃতব্যক্তিদের সংখ্যানুপাতে তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে, এ হাদীছটিও জাল বা মওযূ। ইমাম যাহাবী এবং ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের সনদে দু'জন বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে আমের তায়ী এবং তার পিতা (আহমাদ) দু'জনই মিথ্যুক। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) স্বীয় (যায়লুল আহাদীছ আল মওযু'আহ) গ্রন্থে হাদীছটিকে জাল বলে উল্লেখ করেন।[৩৭]

তাছাড়া গোরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করাও বিদ'আত।[৩৮] এমনিভাবে ছালাত পড়ে কুরআন তেলাওয়াত করে তার ছওয়াব মৃতদের উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেওয়াও বিদ'আত। যারা কুরআন তেলাওয়াত করে তা মৃতদের উদ্দেশ্যে বখশে দেয়, তাদেরকে টাকা-পয়সা দেওয়াও বিদ'আত।[৩৯]

অত্যন্ত আফসোসের কথা যে, কুরআন তেলাওয়াত করে হাদিয়া দেওয়া ও ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারটি এবং অনুরূপভাবে শবীনা খতমের বিষয়টি বর্তমান যুগে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। অথচ একাজটি ছাহাবী-তাবেঈনের যুগে ছিল না। এ কাজের শরী'আত সম্মত কোন গুরুত্ব যদি থাকতো, তবে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছে যেত।

পরিশেষে বলব, আসুন! মৃতব্যক্তিদের সত্যিকার অর্থে কোন উপকার করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে শরী'আত সম্মত যে সকল পদ্ধতি রয়েছে তার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করি, যাতে করে আমাদের আমল পণ্ডশ্রম না হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক-বিদ'আতের পথ পরিত্যাগ করে হক্বের পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

৩৬. *সিলসিলা যঈফা হা/১২৪৬।*
৩৭. *দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ, হা/১২৯০।*
৩৮. *সাইয়েদ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা, তাফসীরে মানার ৮/২৬৮ পৃঃ।*
৩৯. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ২৬০-২৬১।*

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা

*মুযাফফর বিন মুহসিন**

ভূমিকাঃ

দ্বীন ইসলামের ক্ষতি সাধন, মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকরণ এবং তাদেরকে সঠিক পথ ও কর্মসূচী থেকে বিভ্রান্তকরণে যে কয়টি বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে জাল ও যঈফ হাদীছ অন্যতম। মুসলিম জাতির ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ছোট-বড় সকল প্রকার ইবাদতে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যঈফ ও জাল হাদীছ। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যেন মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় না নেয় সেজন্য তিনি সর্বদা চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হুঁশিয়ারীর ব্যাপারে সতর্ক থেকে যথাযথ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র এবং নামধারী কতিপয় মুসলিম গোষ্ঠী রাসূল (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ রচনায় মাঠে নামলে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ঐ চক্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের উক্ত আন্দোলন প্রতি যুগেই ছিল, এখনো আছে। তাঁরা লক্ষ লক্ষ জাল ও যঈফ হাদীছকে ছহীহ হাদীছ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করে উম্মতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছেন যুগের পর যুগ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, মুসলিম সমাজের কথিত কর্ণধার, সংখ্যাগরিষ্ঠ একশ্রেণীর আলেম, ইমাম, ওয়ায়েযরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন। তারা জাল ও যঈফ হাদীছের কুফল অনুভব করেন না, প্রয়োজনও মনে করেন না। তারা নির্দ্বিধায় তাদের বক্তব্যে জাল-যঈফ হাদীছ প্রচার করছেন, বই-পুস্তকে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে লিখছেন, ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, পেপার-পত্রিকা ও মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এর থেকে পিছিয়ে নেই। এ কারণে সাধারণ মানুষের উপরেও এর প্রভাব পড়েছে চরমভাবে এবং এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, হাদীছ তো হাদীছই, ছহীহ-যঈফ আবার কি?

এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাল ও যঈফ হাদীছ চালু আছে। যার যা ইচ্ছা রাসূলের নামে বর্ণনা করছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে সেদিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। তাঁর হাদীছকে যে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করতে হবে সেই পবিত্রতাও আজ ভূলুণ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী হাদীছের পাতাতেই থেকে গেছে, তার কোন কার্যকারিতা নেই। জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছগণের অক্লান্ত পরিশ্রম যেন সম্পূর্ণই বৃথা। শুধু তাই নয় যঈফ ও জাল হাদীছের কুপ্রভাবে ছহীহ হাদীছগুলোও যেন আজ সর্বত্র অবহেলিত, গৃহবন্দীর ন্যায় কিতাববন্দী। এ লক্ষ্যেই যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে শারঈ কঠোরতা ও অকাট্য মূলনীতি সম্পর্কে বক্ষমাণ নিবন্ধে আলোকপাত করা হ'ল।-

* বাউসা, হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাবঃ

মুসলিম সমাজে আক্বীদার ক্ষেত্রে যেমন সীমাহীন বিভক্তি ও মতপার্থক্য বিদ্যমান, তেমনি ছোট-বড় সকল প্রকার ফরয ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক মতানৈক্য অস্বাভাবিকভাবে বিরাজমান। এজন্য শরী'আতের নামে কল্পিত অপব্যাখ্যা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী জাল ও যঈফ হাদীছ। উল্লেখ্য যে, মুসলিম উম্মাহ্র এই সার্বিক বিভক্তি ও মতানৈক্য নিয়েও তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ একটি মিথ্যা কথা প্রচলিত আছে যে, মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এই ধারণার পিছনেও রয়েছে জাল হাদীছের ভূমিকা। যেমন রাসূলের নামে বর্ণনা করা হয়, اِخْتِلاَفُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ 'আমার উম্মতের মতভেদ রহমত স্বরূপ'।[১] ছাহাবীগণের মধ্যেও মতভেদ ছিল বলে উৎসাহ দিয়ে জাল হাদীছ বলা হয়, إِخْتِلاَفُ أَصْحَابِىْ لَكُمْ رَحْمَةٌ ...'আমার ছাহাবীদের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ'।[২] কতিপয় আলেম গর্বের সাথে প্রচার করেন, اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لاَّيَتَّفِقُوْا 'আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, তারা ঐকমত্য পোষণ করবেন না'। অর্থাৎ তারা সদা-সর্বদা মতভেদ করবেন। উক্ত মিথ্যা বর্ণনাগুলো পেশ করে মতভেদ করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কিন্তু মতানৈক্য না করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কড়া হুঁশিয়ারী কেউই উপলব্ধি করে না' (আলে ইমরান ১০৫; নিসা ৮২; আনফাল ৪৬)।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ছহীহ আক্বীদা হ'ল, তিনি একক সত্তা, তিনি মহান আরশে সমাসীন, সেখান থেকেই সবকিছু পরিচালনা করছেন। তাঁর আকার আছে। তাঁর হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে। তবে তিনি কেমন তা কেউ জানে না।[৩]

১. *হাদীছটি মিথ্যা- ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৫/৬৪ পৃঃ; শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭ ও ৫৯, ৬০, ৬১।*
২. *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ, পৃঃ ৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯।*
৩. *সূরা ছোয়াদ ৭৫; মায়েদাহ ৬৪; আলে ইমরান ২৬, ৭৩; ফাতহ ১০; আর-রহমান ২৭; বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২; ত্বা-হা ৫; আ'রাফ ৫৪; নিসা ১৬৪; ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৯৫, 'জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪২, 'হাশর' অনুচ্ছেদ; শূরা ১১।*

এই বিশুদ্ধ আক্বীদায় ভাঙ্গন সৃষ্ট করেছে জাল-যঈফ হাদীছ ও কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা। যেমন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিরাকার সত্তা। কুরআন-হাদীছে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে যা বলা হয়েছে সবই কুদরতী। অথচ এগুলো সবই ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধী।[৪] স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে পরস্পরের আক্বীদা এরূপ বিপরীত, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে ছহীহ আক্বীদা হ'ল, তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি, তিনি আমাদের মতই মাটির মানুষ ছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পার্থক্য কেবল তিনি ছিলেন মহা মানব এবং নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে অহি আসত *(কাহফ ১১০; যুমার ৩০-৩১; আলে ইমরান ১৪৪)*। উক্ত ছহীহ আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে জাল বা মিথ্যা হাদীছ সমূহ। যেমন- তিনি নূরের তৈরী। কবরে তিনি জীবিত আছেন, মানুষের আবেদন, নিবেদন সবকিছু শুনেন ও পূরণ করেন। তিনি মরেননি, বরং স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র।[৫] আক্বীদাগত প্রায় সকল বিষয়েই এরূপ বিভক্তি রয়েছে। যেখানে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে মানব রচিত জাল ও যঈফ হাদীছের।

দৈনন্দিন আমল সমূহের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহ'লে সেগুলোতেও দেখতে পাব নানা মতপার্থক্য। একই আমলে পারস্পরিক ভিন্নতার কারণে মুসলিম উম্মাহ সেগুলো এক সাথে পালন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বান্দার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল 'ছালাত'। যা মুসলিম উম্মাহকে রাতে-দিনে পাঁচ বার একত্রিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয়ে তা আদায় করতে পারে না। অনুরূপ ছালাতের আহকাম-আরকানগুলোও তারা একই নিয়মে পালন করে না। যেমন একই স্থানে কোন মসজিদে ফজরের ছালাত হচ্ছে ৫-টায়, আবার অন্য মসজিদে হচ্ছে সাড়ে পাঁচটায় বা তারও পরে। কোন মসজিদে যোহরের ছালাতের জামা'আত হচ্ছে ১-টা বা পৌনে ১-টায়, আবার কোন মসজিদে হচ্ছে দেড়টায় বা পৌনে ২-টায়। আছরের ছালাত কোন মসজিদে হচ্ছে বিকেল ৪-টায়, আবার একই স্থানে অন্য মসজিদে হচ্ছে ৫-টায় বা সোয়া ৫-টায়। এই কারণে মসজিদ পৃথক হয়েছে, সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর আন্তরিক বন্ধনে স্থায়ী ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এর পিছনে বিশেষ করে ভূমিকা রেখেছে অপব্যাখ্যা এবং যঈফ ও জাল হাদীছ।

মুমিনদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায়ের তাকীদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে মুমিনদের উপর ছালাত ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের জন্য বেশী বেশী তাকীদ করেছেন এবং সর্বোত্তম আমল বলেছেন।[৬] ছালাতের একটি প্রথম ওয়াক্ত একটি শেষ ওয়াক্ত। এই উভয়ের মাঝের ওয়াক্ত ছালাতের পসন্দনীয় ওয়াক্ত।[৭] যেহেতু হাদীছে আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে ছালাত আদায় করাই সর্বোত্তম। তবে সমস্যাজনিত কারণে পড়তে দেরী হ'লে তা অবশ্যই ধর্তব্য নয়। তাই বলে কুরআন-সুন্নাহর মিথ্যা ব্যাখ্যা করে, যঈফ ও জাল হাদীছের আশ্রয় নিয়ে এবং দলীয় গোঁড়ামী প্রদর্শন করে স্থায়ীভাবে সর্বদা বিলম্বিত ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।[৮]

এরপর ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ হাত বাঁধছে বুকের উপরে, আবার কেউ বাঁধছে নাভির নীচে। কেউ 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়ছে, কেউ ধীরে পড়ছে। কেউ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ছে, কেউ পড়ছে না। কেউ জোরে আমীন বলছে, আর কেউ আস্তে বলছে। কেউ রাফউল ইয়াদায়েন করছে, কেউ করছে না। কেউ সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখছে, আবার কেউ হাঁটু রাখছে। কেউ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় বসে আরাম করে উঠছে, কেউ না বসেই সোজা তীরের মত উঠে আসছে। এভাবে ছালাতের প্রত্যেকটি আহকামেই মতানৈক্য রয়েছে। এই ভিন্নতার কারণও যঈফ ও জাল হাদীছ।

যেমন- বুকের উপর হাত বাঁধা ও ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সম্পর্কে ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৯] এ বিষয়ে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০ টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১০] পক্ষান্তরে নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে তার সবই মুহাদ্দিছগণের নিকটে যঈফ অথবা ভিত্তিহীন।[১১] জেহরী ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' আস্তে

৪. *বিস্তারিত হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মুখতাছারুল উলূ দ্রঃ; ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার আছ-ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮, ২/১২৬-১৫২ পৃঃ;।*

৫. *শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৮/৩৬৬-৩৬৭; আল-আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ, পৃঃ ৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০১, ২০২, ২০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৮ ও ১৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ। উল্লেখ্য যে, মানুষ মারা গেলে বারযাখী জীবনের বাসিন্দা হয়ে যায়, যা দুনিয়াবী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মানুষের জ্ঞানের বাইরে। অথচ এটা নিয়েই উম্মাহর মধ্যে তুমুল মতানৈক্য।*

৬. *আহমাদ, ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৬; ছহীহ তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭, সনদ ছহীহ।*

৭. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৮৩; ছহীহ নাসাঈ হা/৫০০; ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮; ছহীহ তিরমিযী হা/১২৮।*

৮. *নায়লুল আওত্বার ২/২৩ পৃঃ; যঈফ তিরমিযী হা/১৭২; মিশকাত হা/৬০৬।*

৯. *ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৯; আহমাদ, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৭৯।*

১০. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯।*

১১. *আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৮- وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৫৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬-৫৮।*

বলার হাদীছগুলো ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১২] আর জোরে বলার বর্ণনাগুলো যঈফ।[১৩]

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে হাদীছের প্রায় সকল কিতাবেই ছহীহ সনদে অনেক হাদীছ মওজুদ রয়েছে।[১৪] অপরদিকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার কোনটা যঈফ, কোনটা জাল। এছাড়া যা কিছু পেশ করা হয় তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা, যা শরী'আত থেকে বহু দূরে।[১৫] জোরে আমীন বলার পক্ষে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[১৬] উল্লেখ্য, আমীন বলা সম্পর্কে ১৭টি হাদীছ এসেছে। যার মধ্যে আস্তে বলার পক্ষে মাত্র একটি বর্ণনা এসেছে, যা নিতান্তই যঈফ।[১৭]

ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে সকল হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[১৮] অন্য একটি গণনা মতে রাফঊল ইয়াদায়েনের হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ প্রায় ৫০ জন ছাহাবী।[১৯] আর সর্বমোট হাদীছ ও আছারের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত।[২০] ইমাম সুয়ূত্বী এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) রাফঊল ইয়াদায়েনের হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।[২১] অন্যদিকে এই শত শত হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যত্র রাফঊল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে যে কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হয় তার কোনটা যঈফ আবার কোনটা জাল। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ।[২২] উল্লেখ্য, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনু আদম, ইমাম বুখারী, আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[২৩] বিশেষ করে মুহাম্মাদ ইবনু জাবের সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী (রহঃ) তার জাল হাদীছের গ্রন্থ 'কিতাবুল মাওযূ'আত' -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২৪] ইবনু হিব্বান সবচেয়ে দুর্বল ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন।[২৫] শায়খ আলবানী (রহঃ) সমস্ত হাদীছের বিপরীত একক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন বর্ণনা আসায় তিনি বলেছেন, হাদীছটিকে ছহীহ ধরে নিলেও তা রাফঊল ইয়াদায়েনের বিপক্ষে পেশ করা যাবে না। কারণ এটি না বোধক আর ঐ সমস্ত হাদীছগুলো হ্যাঁ বোধক। ইলমে হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী হ্যাঁ বোধক হদীছ না বোধকের উপর অগ্রাধিকার পায়।[২৬]

সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো ছহীহ।[২৭] পক্ষান্তরে আগে হাঁটু দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধী।[২৮] দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় সিজদা থেকে উঠে বসে আরাম করে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে হবে।[২৯] পক্ষান্তরে না বসে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সরাসরি তীরের মত সোজা হয়ে উঠতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ জাল।[৩০]

রামাযান নেকী ও তাক্বওয়া অর্জনের মাস। ছিয়াম পালনের সাথে সাথে নেকী অর্জনের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল- 'ক্বিয়ামুল লাইল' বা 'ছালাতুত তারাবীহ'। এক সঙ্গে সানন্দে রাত্রি জাগরণ করে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সেখানেও তারা একমত হ'তে পারেনি। কেউ ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়ে, কেউ পড়ে ২০ রাক'আত। এখানেও রয়েছে জাল ও যঈফ

---

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম হা/৮৯০ ও ৮৯২; আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু খুযায়মাহ, বলূগুল মারাম হা/২৭৭।*

১৩. *যঈফ তিরমিযী হা/২৪৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৮৬-৮৭; দারাকুৎনী হা/১১৮৬; নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬।*

১৪. *ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮-৮২ ও ৮৭৪-৭৭; মিশকাত হা/৮২৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬-৫৭; মিশকাত হা/৮২২; বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ছহীহ ইবনু হিব্বান, তাবারানী, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৩১০।*

১৫. *ফাৎহুল বারী ২/৬৮৩; মুহাম্মাদ ইবনু তাহের পট্টনী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৯৩; আবুল হাসানাত লাক্ষ্ণৌভী, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৯৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯।*

১৬. *ছহীহ বুখারী তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০ ও ৭৮২; ছহীহ মুসলিম হা/৯২০, ১/৩০৭; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৪; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৩২-৩৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৮-৪৯; দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৬৫; দারাকুৎনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯।*

১৭. *যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৫৩; যঈফ তিরমিযী হা/২৫০; যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৩৪; দারাকুৎনী হা/১২৫৬-এর ভাষ্য; রওযাতুন নাদিয়াহ ১/২৭১-৭২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩/৭৫।*

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯; ছহীহ মুসলিম হা/৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫; মিশকাত হা/৭৯৪; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, ১/২৯৩ পৃঃ।*

১৯. *ফাৎহুল বারী ২/২৫৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭ পৃঃ।*

২০. *আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ১৫।*

২১. *তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০ ও ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১২৮।*

২২. *ইবনু তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, ৮৭; আল-মাওযূ'আতুল কুবরা, পৃঃ ৮১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮; আল্লামা শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/১৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ।*

২৩. *ফাৎহুল বারী ২/২৫৭ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ২/১৮২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ - فهو مذهب غير قوى لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث ।*

২৪. *নায়লুল আওত্বার ২/১৮২ পৃঃ।*

২৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ।*

২৬. *আলবানী, মিশকাত- হাশিয়া ১/২৫৪ পৃঃ।*

২৭. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৪০-৪১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭; দারাকুৎনী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৯৯, সনদ ছহীহ; ফাৎহুল বারী ২/২৯১ পৃঃ।*

২৮. *যঈফ আবুদাউদ হা/৮৩৮-৩৯; মিশকাত হা/৮৯৮; আলবানী হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯।*

২৯. *ছহীহ বুখারী হা/৮০২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯০; বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, আলোচনা দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৪-৫৫।*

৩০. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২ ও ৯৬৮; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৫।*

Contents

হাদীছের কারসাজি। ৮ রাক'আতের পক্ষে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে অধিক সংখ্যক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্টভাবে ২০ রাক'আতের পক্ষে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার সবগুলোই জাল ও যঈফ। মুহাদ্দিছগণের নিকটে কোনটিই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩১]

ঈদ মুসলিম উম্মাহ্র সর্ববৃহৎ বিশ্ব সম্মেলন। বছরের দুই ঈদ মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করার নতুন ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু সেটাও তারা একই স্থানে এক ঈদগাহে একত্রিত হয়ে আদায় করতে পারে না। কেউ ১২ তাকবীরে আদায় করে আবার কেউ ৬ তাকবীরে। এক্ষেত্রেও ঐ একই সমস্যা জাল ও যঈফ হাদীছ। ১২ তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রায় ৫০-এর অধিক সনদে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর ছহীহ ও যঈফ সব মিলে হাদীছ ও আছারের সংখ্যা প্রায় দেড়শ'র কাছাকাছি। উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব চার খলীফা ও আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ অন্যান্য ছাহাবী, তাবেঈ, প্রসিদ্ধ তিন ইমাম, আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এবং হাদীছের ইমামগণের সকলেই ১২ তাকবীরে ছালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ৬ তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রহঃ) থেকে যে বর্ণনাটি এসেছে তা যঈফ এবং সনদে-মতনে ভুলে পরিপূর্ণ। এছাড়া সমস্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৩২]

এছাড়া এই জাল ও যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী এবং কল্পনাপ্রসূত অলীক ব্যাখ্যাকে পুঁজি করেই হাযারো দলের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঐ স্বার্থান্বেষীদের কারণেই সেগুলো সমাজে চালু আছে, তাদের রসদেই লালিত-পালিত হচ্ছে। তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো দখল করে আছে এবং হরদম সেই মিথ্যা বেসাতী সাধারণ জনতার মাঝে বিষ-বাষ্পের মত ছড়িয়ে দিচ্ছে। পীর-ফক্বীর, সন্ন্যাসী ও অসংখ্য তরীকাধারী কথিত দরবেশদের নামে উপমহাদেশে যারা বিনা পুঁজির ব্যবসা করছে তাদের মূল উৎসই হ'ল ঐ মিথ্যা হাদীছ ও কল্প-কাহিনী। তাবলীগ জামা'আতের পক্ষ থেকে রচিত নেছাবগুলো তো জাল-যঈফ হাদীছ ও মিথ্যা কাহিনীতে ভরপুর। কতিপয় ছহীহ হাদীছ না থাকলে তাকে 'জাল হাদীছের সিরিজ' বললেও ভুল হ'ত না। ছূফী, মারেফতী ও কথিত যিকিরপন্থীদের রচিত বই-পুস্তকগুলো তো মিথ্যা কাহিনীর অভিনব 'উপন্যাস সিরিজ'। মূলকথা হ'ল এ সমস্ত উদ্ভট পরস্তীর উৎপত্তি হয়েছে যেমন ঐ মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত উৎস থেকে, তেমনি তাদের চলার পথও সেগুলো।

ফক্বীহদের উপর জাল ও যঈফ হাদীছের মর্মান্তিক প্রভাবঃ

আরো দুঃখজনক হ'ল সর্বমহলের ব্যক্তিদের উপর উক্ত মিথ্যা কাহিনীর মর্মান্তিক প্রভাব। তাই প্রাথমিক কোন্দলের দূষিত পরিবেশে বিভিন্ন দলীয় ফক্বীহগণও সেই স্রোতে ভেসে গেছেন। তারা নিজেদের মাযহাবের কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ করার জন্য জাল ও যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজ নিজ মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্বহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অপরদিকে অন্য মাযহাবের দলীল খণ্ডন ও নিজ মাযহাবকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য রচনা করেছেন পৃথক পৃথক ফিক্বহী উছূল। এভাবেই তারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, যার ফলে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ফক্বীগণের এই বাস্তব অবস্থার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন,

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ فِيْ أَصْلِهِ وَغَالِبُهُ خَال عَنِ الْإِسْنَادِ وَرَفْعُه بِطَرِيْقِ مَقْبُوْل مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ... فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضُوْعًا–

'ফক্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, সেগুলো সনদ বিহীন এবং যার উপর ভিত্তি করে রচিত সেটাই অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে'।[৩৩]

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ফিক্বহ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَجِلَّةُ الْفُقَهَاءِ مَعْلُوم مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ وَلاَ سِيَّمَا الْفَتَاوَى فَقَدْ وَضَحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظْرِ أَنَّ أَصْحَابَهُمْ وَإِنْ كَانُوْا مِنَ الْكَامِلِيْنَ لَكِنَّهُمْ فِىْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيْنَ–

'অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো জাল হাদীছ সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ। গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীছ সমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অলসতা প্রদর্শনকারী'।[৩৪] অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

مِنْ هَهُنَا نَصُّوْا عَلَى أَنَّهُ لاَعِبْرَةَ لِلْأَحَادِيْثِ الْمَنْقُوْلَهِ فِىْ الْكُتُبِ الْمَضْبُوْطَةِ مَالَمْ يَظْهَرْ سَنَدُهَا أَوْ يُعْلَمُ اِعْتِمَادُ أَرْبَابِ الْحَدِيْثِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مُصَنِّفُهَا فَقِيْهًا جَلِيْلاً... أَلاَتَرَى إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِى شَارِحَ

---

৩১. *এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর'০৩ সংখ্যা, 'ছালাতুত তারাবীহ আট রাক'আত না বিশ রাক'আতঃ একটি বিশ্লেষণ'; ৮ম বর্ষ ডিসেম্বর '০৪ ও জানুয়ারী '০৬ সংখ্যা, 'দিশারী' কলাম।*

৩২. *বায়হাক্বী ৩/৪১০. হা/৬১৮৫; বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ও নভেম্বর'০৬, 'ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যাঃ ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি, না ৬টি'।*

৩৩. *নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬।*

৩৪. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে' ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে' কাবীর, পৃঃ ১৩।*

الْوَجِيْز مِنْ أَجِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِمَّنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَنَامِلِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَمَاجِدُ وَالْأَمَاثِلُ قَدْ ذَكَرَا فِيْ تَصَانِيْفِهِمَا مَالَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَثَرٌ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ–

‘এজন্যই ওলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন যে, ফিক্বহের বিশাল বিশাল কিতাবে যে সমস্ত হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে সে সমস্ত হাদীছ সবই সারশূন্য (অকেজো), যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর সনদ যাচাই না করা হবে অথবা মুহাদ্দিছগণের নিকটে গৃহীত হয়েছে বলে জানা না যাবে। যদিও ফিক্বহ প্রণয়নকারীগণ মর্যাদাশীল ফক্বীহ। .. (হে পাঠক!) তুমি কি হেদায়া রচনাকারীকে দেখ না, যিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফীদের অন্যতম? এছাড়া ‘আল-ওয়াজীয’-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে দেখ না, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু’জন ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় এবং যাদের উপর শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্বয়ে তারা এমন বর্ণনা সমূহ উপস্থাপন করেছেন যেগুলোর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মুহাদ্দিছগণের নিকট পাওয়া যায় না’।[৩৫] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বহু পূর্বেই প্রভাবিত ফক্বীহদের সম্পর্কে বলে গেছেন,

وَجُمْهُوْرُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ لَايَعْرِفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَّامَاشَاءَ اللهُ بَلْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِأَحَادِيْثٍ ضَعِيْفَةٍ وَآرَاءٍ فَاسِدَةٍ أَوْ حِكَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّيُوْخِ–

‘মাশাআল্লাহ দু’একজন ছাড়া মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শনকারীদের কেউই কুরআন-সুন্নাহ বুঝেন না; বরং তারা আঁকড়ে ধরেন যঈফ ও জাল হাদীছের ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর রায়-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও কথিত আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার’।[৩৬]

উক্ত ধ্রুব বাস্তবতার কারণে আমাদের দেশেও দলীয় আলেমগণ তো বটেই অন্যান্যরাও তাদের প্রায় লেখনীতে জাল ও যঈফ হাদীছ মিশ্রিত করেছেন। উদাহরণ পেশ করা হলে তাতে হাতে গণা মাত্র কয়েকজন ছাড়া সবার ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত হবে। বক্তব্য, আলোচনা ও ওয়াযের ক্ষেত্রে তারা তো একেবারেই লাগামহীন। আর সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এদিকে ভ্রূক্ষেপই করেন না।

জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ’ল। এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে মুসলিম জাতিকে সর্বদা দ্বিধাবিভক্তি করে রাখার চক্রান্ত চলেছে যুগের পর যুগ। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্ত স্থায়ী রূপ নিয়েছে। অথচ আমরা এর পরিণাম লক্ষ্য করি না।

৩৫. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫৭।
৩৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫।

হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিরন্তন হুঁশিয়ারীঃ

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারংবার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমনটি অন্য কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে করেননি। এই ভয়াবহ বাণীগুলো থেকে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল শুরু থেকেই। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ’লঃ

(ক) অন্যের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে প্রচার করার পরিণাম সরাসরি জাহান্নামঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কথা বলেননি সে কথা তাঁর নাম দিয়ে বর্ণনা করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কিছু হ’তে পারে না। যদিও তা একটি কথাও হয়। এর পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘একটি আয়াত (কথা) হ’লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। আর বাণী ইসরাঈলদের সম্পর্কেও বর্ণনা কর, তাতে সমস্যা নেই। তবে আমার প্রতি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে তাহ’লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়’।[৩৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

সালমা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, ‘কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহ’লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়’।[৩৮] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّيْ فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, ‘তোমরা আমার পক্ষ থেকে বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করা থেকে সাবধান থেক! কেউ যদি আমার সম্পর্কে কিছু বলতে চায় তাহ’লে সে যেন সত্য কথা বলে। অন্যথা কেউ যদি আমার সম্পর্কে

৩৭. *ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১ ‘নবীদের ঘটনাবলী’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৯৮ ‘ইলম’ অধ্যায়।*
৩৮. *ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ‘ইলম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।*

এমন কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৩৯]

উক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বা জাল হাদীছ বর্ণনা করা, প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যে হাদীছগুলো জাল হাদীছ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বর্ণনা করার পূর্বে সর্বাগ্রে ফরয দায়িত্ব হ'ল, সেটা তাঁর কথা কি-না, হাদীছটি ছহীহ কি-না তা নিশ্চিত হওয়া। সাথে সাথে ঐ হাদীছের পুরো অংশই ছহীহ কি-না সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া।

(খ) সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাদীছ প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধঃ

হাদীছ প্রচার করতে গিয়ে যদি সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, হাদীছটি যঈফ কি-না বা যঈফ হ'তে পারে, তাহ'লে তা প্রচার করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। এরপরও কেউ যদি এ ধরণের হাদীছ বর্ণনা করে তাহ'লে সে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে। জানা আবশ্যক যে, সন্দেহ কখনো বিশুদ্ধতা ও ভালর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় না; বরং দোষ-ত্রুটি ও খারাপের কারণেই সৃষ্টি হয়। তাই এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ–

সামুরা ইবনু জুনদুব ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে ধারণা করে যে উহা মিথ্যা, তাহ'লে সে হবে মিথ্যুকদের একজন'।[৪০] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ–

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করে যার সম্পর্কে সে সন্দেহ করে যে তা মিথ্যা, তাহ'লে সে মিথ্যুকদের একজন'।[৪১] মুহাদ্দিছ আবী হাতিম ইবনু হিব্বান (রহঃ) উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

فَكُلُّ شَاكٍّ فِيْمَا يَرْوِىْ أَنَّهُ صَحِيْحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيْحٍ دَاخِلٌ فِىْ ظَاهِرِ خِطَابِ هَذَا الْخَبْرِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَلَّمِ التَّارِيْخَ وَأَسْمَاءَ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ–

'হাদীছ ছহীহ না গায়র ছহীহ এরূপ প্রত্যেক সন্দেহকারী ব্যক্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে উক্ত হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও সে ইলমে তারীখ এবং দুর্বল ও শক্তিশালী বর্ণনাকারীদের নামগুলো না জানে'।[৪২]

অতএব জানা-শুনা জাল ও যঈফ হাদীছ তো বর্ণনা করা যাবেই না, বরং ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল হ'তে পারে মর্মে সন্দেহ হ'লেও তা প্রচার করা যাবে না। তার পরিণামও জাহান্নাম। কারণ সেও রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারীদের একজন।

(গ) হাদীছ শুনে যাচাই না করে প্রচার করার পরিণামঃ

উপরোক্ত নির্দেশগুলো ছিল বিশেষ করে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জন্য সতর্কবাণী। কিন্তু যারা হাদীছ শুনবে তাদের প্রতিও রয়েছে গুরু দায়িত্ব। শুনা মাত্রই তা যে প্রচার করবে বা আমল করবে এমনটি নয়; বরং তাকেও সাধ্য অনুযায়ী যাচাই করতে হবে। অন্যথা সেও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে।

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ–

হাফছ ইবনু আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই বর্ণনা করবে'।[৪৩]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ শ্রবণকারীকেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন আলেম, বক্তা, খত্বীব, লেখক, আলোচক, ইমাম, মাওলানা হাদীছ বর্ণনা করলেই তা প্রচার করা যাবে না; বরং তা আগে যাচাই করবে। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের জন্য প্রধান কর্তব্য হ'ল তারা শুধু হক্বপন্থী নির্ভরযোগ্য আলেমদের নিকট বক্তব্য শুনবে এবং তাদের লেখা পড়বে, যারা ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ সহ বক্তব্য প্রদান করেন ও লিখে থাকেন। যেমনটি প্রাথমিক যুগের প্রকৃত মুসলিমরা করতেন। হাদীছ বর্ণনাকারীগণ যদি সুন্নাতপন্থী হ'তেন তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর বিদ'আতপন্থী হ'লে প্রত্যাখ্যান করা হ'ত।[৪৪]

৩৯. *ছহীহ ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান হা/৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫৩।*
৪০. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৯৯, 'ইলম' অধ্যায়।*
৪১. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০ সনদ ছহীহ।*
৪২. *আশরাফ ইবনু সাঈদ, হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আ'মাল, পৃঃ ২৫।*
৪৩. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, 'হাদীছ যা শুনবে তাই বর্ণনা করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩।*
৪৪. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ-৫ দ্রঃ।*

(ঘ) অন্যের উপর মিথ্যারোপ করা আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা সমান নয়ঃ

একথা সবারই জানা যে, একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর মিথ্যারোপ করা আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা কখনোই এক নয়। কারণ তাঁর উপর মিথ্যারোপ করার অর্থই হ'ল আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর অভ্রান্ত বিধানের প্রতি মিথ্যারোপ করা। এ ব্যাপারে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

'মুগীরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়। সুতরাং আমার প্রতি যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৪৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কেননা যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৪৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّ الَّذِيْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ،

'ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তার জন্য জাহান্নামে ঘর তৈরী করা হবে'।[৪৭]

[চলবে]

৪৫. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার কঠোরতা' অনুচ্ছেদ-২।*
৪৬. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ঐ অনুচ্ছেদ-২।*
৪৭. *আহমাদ হা/৪৭৪২, ৫৭৯৮ ও ৬৩০৭, ২/২২ ও ১০৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, তাহক্বীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, নং ১০৯২, পৃঃ ৩৯৬।*

ছালাতে কেন মনোযোগ আসে না?

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াহ ৫৬)*। ইবাদতের মধ্যে ছালাত শ্রেষ্ঠ। এটা প্রাত্যহিক ইবাদত এবং সার্বজনীন, যা বালেগ নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয। ছিয়াম সার্বজনীন হ'লেও, তা বছরে একমাসের জন্য নির্দিষ্ট। যাকাত ও হজ্জ ধনবানদের উপরে ফরয। যাকাত বছরে একবার প্রদেয়। হজ্জ জীবনে একবারের জন্য ফরয করা হয়েছে। ছালাতে মনোযোগ না আসলে তা যথাযথভাবে আদায় হবে না। আর যথাযথভাবে আদায় না হ'লে, আল্লাহ সেই ছালাত কবুল করবেন না। ছালাত কবুল না হ'লে তার বরকতও পাওয়া যাবে না।

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে কোন মাদরাসা দেখিনি। দু'একটি মক্তব ছিল। তাতে একজন মৌলভী রেখে ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন পড়াবার ব্যবস্থা করা হ'ত। সঙ্গে কিছু বাংলা পড়ার ব্যবস্থাও থাকত। আবার অপেক্ষাকৃত একটু বেশী বয়সী বালিকারা কোন পার্শ্ববর্তী মহিলার কাছে গিয়ে কুরআন শিখত। কেননা বিয়ের সময়ে পাত্রপক্ষ জানতে চাইতেন মেয়ে কুরআন পড়তে পারে কি-না? কুরআন পড়া না জানলে ছালাত পড়বার উপায় নেই। সেকালে সাধারণ মুসলিম পরিবারের দ্বীনী ইলম শিক্ষার সুযোগ এবং ব্যবস্থা ছিল এরকমই। আর জামে মসজিদ সকল গ্রামে থাকত না। তারপরেও জুম'আর ছালাতে মুছল্লীর সংখ্যা খুব অল্পই থাকত। তারপর ক্রমে ক্রমে গ্রামে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার যেমন বেড়েছে, তেমনি দ্বীনী ইলম শিক্ষার হারও বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামে স্কুল রয়েছে, মাদরাসাও রয়েছে। এমনকি কোন কোন বড় গ্রামে একাধিক স্কুল এবং মাদরাসা দেখা যায়। জামে মসজিদের অবস্থানও তদ্রূপ। লোক সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষিত এবং মুছল্লীর সংখ্যাও। বেকার সমস্যা দূরীকরণের প্রয়োজনেও স্কুল-মাদরাসা বৃদ্ধিতে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এখন গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক বাদেও কিশোররাও রীতিমতো জুম'আর ছালাতে যাচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ বটে। মানুষ দ্বীনের দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই মঙ্গল, ইহকালে এবং পরকালে।

আগের দিনের মক্তব এখন আর নেই। এখন শুধু ক্বারিয়ানা মাদরাসাই নয়, গ্রামে এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল মাদরাসা দেখা যায়। তারপরেও গ্রামে গ্রামে কওমী মাদরাসাও তো রয়েছে অনেক আগে থেকেই। আগে ছেলেরা কেউ কেউ দূরদূরান্তে যেত মাদরাসা শিক্ষা লাভের জন্য। এখন বাড়ী থেকে বেরিয়েই মাদরাসা পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের শৈশবকালে গ্রামের কোন মেয়েদের মাদরাসায় পড়বার সুযোগ ছিল না। এখন গ্রামে-গ্রামে মাদরাসা থাকার ফলে মেয়েরাও দাখিল, আলিম, ফাযিল, এমনকি কামিলও পাশ করছে।

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

আমার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছালাতে কেন মনোযোগ আসে না? উপরে যা আলোচনা করেছি, তা আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ভেবেই আলোচনা করলাম। আসল বিষয়ে যাবার আগে একটা উদাহরণ প্রয়োজন। যেমন- এক গ্রামে ছিল এক চোর। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কয়েকবার বেদম মারও খেয়েছে সে। কিন্তু স্বভাব বদলায়নি। একবার সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর মাতব্বররা ভাবলেন ব্যাটাকে তো বহুবার মার দেওয়া হয়েছে, তবুও স্বভাবদোষ যখন গেল না, এবার আর মেরে কাজ নেই। ওকে মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ে তওবা পড়িয়ে দেখা যাক কাজ হয় কি-না। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইমামের কাছে নেওয়া হ'ল। ইমাম চোরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে ছালাত পড়ে না। ইমাম তাকে নিয়মিত ছালাত পড়ার উপদেশ দিয়ে তওবা পড়িয়ে দিলেন। তারপরও কিছুদিন পর সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। মাতব্বররা এবারও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাকে আবার ইমামের কাছে নেওয়া হোক। ইমামকে জানানো হ'ল যে, ছালাত পড়া শুরু করেও সে চুরি করা ছাড়তে পারেনি। ইমাম চোরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে রোজই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। ইমাম তাকে পুনর্বার প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, চোর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে ঠিকই, কিন্তু ছালাতের আগে ওযূ করে না। ইমাম বুঝতে পারলেন যে, চোরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ওযূর কথা বলা হয়নি। এবার তাকে পূর্বে ওযূ করতে বলে তওবা পড়িয়ে দেওয়া হ'ল। চোর অতঃপর কোনদিন আর চুরি করতে যায়নি। ছালাতের শর্ত হ'ল আগে ওযূ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তারপর মনস্থির করে ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। আর কবুল ছালাতের দ্বারাই আল্লাহ্‌র বরকত হাছিল হয়।

কেউ কেউ বলেন, ছালাতে মনোযোগ আসতে চায় না। ছালাতের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। এর কারণ সম্পর্কে আমরা বলি, শয়তানের দাগাবাজি। শয়তান মানুষের মহাশত্রু। এ কথা পবিত্র কুরআনে আছে। শয়তান মানুষকে ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে চায় ও মন্দ কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। ছালাত যাতে আল্লাহ কবুল না করেন, এজন্য শয়তান ছালাতের মধ্যে সংসারের হিসাব-নিকাশ, কুচিন্তা ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। তাই মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সেই ছালাতে কোন ফায়দাও আসে না।

বর্তমান সময়ে আমরা যত ইলম দেখি, তত আমল দেখি না। যত আমল দেখি তত ফল পেতে দেখি না। যত মুছল্লী দেখি, তত আমল ওয়ালা দেখি না। বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় অনেকে খ্রীষ্টানী পোষাক পরে ছালাত পড়ছে। দাড়িওয়ালা মুছল্লীর চেয়ে একেবারে দাড়িহীন মুছল্লীর সংখ্যা বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের আদর্শের। সেই আদর্শ ত্যাগ করে কাফির-খ্রীষ্টানদের আদর্শ অনুসারী হয়ে ছালাত পড়লে, সেই ছালাতে মনোযোগ আসবে কি করে? দেশে প্রচুর মসজিদ-মাদরাসা বেড়েছে। সেই হারে মুছল্লীর সংখ্যাও বেড়েছে। তালেবে ইলমের সংখ্যাও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষায় ছেলে-মেয়ে সবাই অংশ নিচ্ছে। ছালাতের জামা'আতে ছেলে-বুড়ো সবাই অংশগ্রহণ করছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে সঞ্চয়ী সমিতি, মহিলা সমিতি গজিয়েছে। বলতে হয়, এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে ৫/১০ টা সমিতি না আছে। এ তৎপরতা বেড়েছে বিভিন্ন এনজিওর কল্যাণে। এনজিও ছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগেও এসব গড়ে উঠছে। শোভন কথায় বলা হচ্ছে, এগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। কেউ কেউ বলেও ফেলে এসব না থাকলে, গরীব মানুষের বাঁচার উপায় ছিল না। আল্লাহ মানুষের রিযিকের মালিক এ কথাটা জানা থাকা সত্ত্বেও অনেকে তা ভুলে থাকে। অথচ হারাম উপার্জনের দ্বারা বর্ধিত শরীর জাহান্নামের খোরাকে পরিণত হবে। তার ইবাদত আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এসব মাসআলা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা তা আমলে আনে না।

সূদ হারাম, তা অবশ্যই তারা জানে। মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয জানলেও অধিকাংশ মহিলা তা মানছে না। তারা এনজিও-মহিলা সমিতি কিংবা অন্যান্য ইস্যুতে যত্রতত্র, সময়ে অসময়ে বেপর্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বেরুলে, হাটে-বাজারে গেলে বেপর্দা মহিলা চোখে পড়বেই। আমরা ছেলেবেলায় এরকম দেখিনি। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নকালে দু'একজন মেয়ে পেয়েছি। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ছিলই না। নবম শ্রেণীতে এসে ১/২টি হিন্দু মেয়েকে ক্লাসে আসতে দেখেছি। তারা ক্লাসে চুপচাপ থাকত। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলত না। সেই সময়ের সঙ্গে এই সময় মেলানো যায় না। এখন প্রায় প্রতিটি ক্লাসে ছেলের চাইতে মেয়ের সংখ্যা বেশী। আর এখনতো শুধু কথাই নয়, যেন কবুতরের 'বাক বাকুম'-এ স্কুলগৃহ সবসময় মুখরিত থাকে। বিভিন্ন ফেৎনা-ফাসাদও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে গেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ছাত্রীরা ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতিতা হয়, এরূপ খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের পাতায়ও দেখা যায়।

আমাদের শৈশব-কৈশোর কালে নামও শুনিনি, অথচ এখন গ্রামেও ঘরে ঘরে রেডিও-টেলিভিশন চলছে। সময়-অসময় বলে কোন কথা নেই। রেডিও-টেলিভিশন বাজতে থাকে। তারই মধ্যে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া চলে, মুছল্লীর ছালাত, কুরআন তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বাড়ির লোকদের অসুখ-বিসুখে, বুড়ো বাপ-মায়ের মৃত্যুতেও টেলিভিশনের গান-বাজনা বন্ধ হয় না। বাড়ির এক ঘরের শোক-দুঃখে, ছালাত-তেলাওয়াতে রত। আর অপর ঘরে চলছে সকল নোংরামি। মসজিদের কাছেও ক্যাসেট-টিভির গান বাজতে থাকে। থামাবার উপায় থাকে না। নিশ্চয়ই অনেকেই এসব লক্ষ্য করে থাকবেন। অস্বীকার করতে পারবেন না। হাল-যামানার অবস্থা এ রকমই। এমতাবস্থায় ছালাতে মনোযোগ আসবে কী করে? দাগাবাজিতো হবেই। তাই ছালাতের মধ্যে পার্থিব হিসাব-নিকাশ, কুচিন্তা প্রবেশ করবেই। তাই বলতেই হবে যে, ইলম, কালাম, ছালাত, জামা'আত বাড়ালেই চলবে না। ওসব থেকে ফায়দা পেতে হ'লে পরহেযগারী বা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে সর্বাগ্রে। বর্তমান ফেৎনা-ফাসাদ থেকে কেউ সমাজকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। তাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মদদ কামনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করুন এবং হেফাযত নসীব করুন- আমীন!

মুসলিম জাগরণঃ সফলতা লাভের মূলনীতি

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন

*অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি

যেসব বিষয়ের উপর মুসলিম জাগরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল জ্ঞান। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের দু'টি মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। আর তা (উৎস দু'টি) হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ–

'এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল' *(নাহল ৪৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا–

'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহানুগ্রহ রয়েছে' *(নিসা ১১৩)*।

সুতরাং ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে দাওয়াতের ভিত্তি ও উপাদান। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন দাওয়াতই এমনভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে না, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ (বলা ও আমল করার পূর্বে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক) শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং আল্লাহ্র বাণী- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ– 'সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (হক্ব) ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ত্রুটির জন্য..' *(মুহাম্মাদ ১৯)* দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

ইলমবিহীন প্রত্যেকটি দাওয়াতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থাকবেই। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) এ বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন যে, যখন ওলামায়ে কেরামের ইন্তেকালের ফলে মূর্খ লোকেরা বেঁচে থেকে ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান করবে, তখন তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১]

মুসলিম জাগরণ প্রত্যাশী অনেক দ্বীনী ভাইকে আমরা ইসলামী আবেগে তাড়িত দেখি। নিঃসন্দেহে এটা ভাল দিক। কারণ আগ্রহ ও আবেগ না থাকলে অগ্রগামিতা অর্জিত হয় না। কিন্তু শুধু আবেগই যথেষ্ট নয়; বরং অবশ্যই এমন ইলম থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে দাওয়াত ও আমলের ক্ষেত্রে মানুষ পরিচালিত হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর'।[২] তাঁর [রাসূল (ছাঃ)] শরী'আত সম্পর্কে যতটুকু আমরা জেনেছি কেবল সেটুকুই তার পক্ষ থেকে প্রচার করা সম্ভব। কারণ তাঁর বাণী- 'আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর'-এর অর্থ হচ্ছে- তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী প্রচার করার জন্য তিনি আমাদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

সুতরাং যে বিষয়ে দাঈ (মানুষকে) আহ্বান করবেন, সে বিষয়ে তার কুরআন-সুন্নাহর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য সকল অর্জিত জ্ঞানকে প্রথমতঃ এতদুভয়ের সামনে পেশ করতে হবে। এরপর তা হয়ত কুরআন-সুন্নাহ্র অনুকূলে হবে, না হয় প্রতিকূলে। যদি অনুকূলে হয় তবে তা গ্রহণীয় হবে। আর যদি প্রতিকূলে হয় তাহ'লে প্রবক্তার দিকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে (অর্থাৎ তা প্রত্যাখ্যাত হবে)। তিনি যেই হোন না কেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَتَقُوْلُوْنَ: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ– 'তোমাদের উপর অচিরেই আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে। (কারণ) আমি বলব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন। অথচ তোমরা বলবে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন'। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যে অভিমত রাসূল (ছাঃ)-এর অভিমতের বিরোধী সেক্ষেত্রে যদি একথা প্রযোজ্য হয়, তাহ'লে তাঁরা (আবুবকর ও ওমর) ব্যতীত ইলম, তাক্বওয়া, রাসূলের সাহচর্য ও খেলাফতের দিক দিয়ে যে নিম্নস্তরের তার বক্তব্যের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য যদি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হয় তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ তাইতো বলেছেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ

---

* *এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লে না জানলেও তারা ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। দ্রঃ বুখারী হা/১০০ 'ইলম' অধ্যায় 'কীভাবে ধর্মীয় জ্ঞান তুলে নেয়া হবে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৬৭৩ 'ইলম' অধ্যায়, 'ইলম উঠিয়ে নেয়া...' অনুচ্ছেদ।*

২. *বুখারী হা/৩৪৬১ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, 'বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' অনুচ্ছেদ।*

Contents

أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– ‘সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হৌক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(নূর ৬৩)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك– ‘তোমরা কি জান ফিতনা (বিপর্যয়) কী? ফিতনা হচ্ছে শিরক। যখন তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর] কোন কথাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে, তখন প্রত্যাখ্যানকারীর মনে বক্রতা স্থান পাবে। ফলে সে ধ্বংস হবে’।

ইলমবিহীন দাওয়াত মূর্খতার উপর ভিত্তিশীল দাওয়াত। আর মূর্খতার উপর ভিত্তিশীল দাওয়াতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। কারণ এক্ষেত্রে দাঈ নিজেকে দিকনির্দেশক ও পথপ্রদর্শক রূপে নিয়োজিত করেন। যদি তিনি মূর্খ হন তাহ'লে সেই মূর্খতার দ্বারা তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হন ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেন (না'উযুবিল্লাহ)। তার এই মূর্খতা হয় নিরেট মূর্খতা। আর নিরেট মূর্খতা নগণ্য মূর্খতার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর। কারণ নগণ্য মূর্খতা মূর্খকে আটকিয়ে রাখে এবং সে কথা বলে না। এ জাতীয় মূর্খতা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বিদূরিত হতে পারে। কিন্তু যত সমস্যা গণ্ডমূর্খের বেলায়। সে চুপ থাকে না; বরং কোন বিষয়ে জানা না থাকলেও সে কথা বলবেই। আর তখনই সে আলোকিতকারীর চেয়ে ঢের ধ্বংসকারী রূপেই প্রতীয়মান হবে।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! না জেনে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের আদর্শের পরিপন্থী। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন মহান আল্লাহ্র বাণী যেখানে তিনি তাঁর নবীকে আদেশ দিয়ে বলছেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– ‘বলুন! এটাই আমার পথ! আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে’। অর্থাৎ যিনি তাঁর [রাসূল (ছাঃ)-এর] অনুসরণ করবেন তাকে অবশ্যই জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে হবে, মূর্খতার সাথে নয়।

হে দাঈ! আল্লাহ্র বাণী **‘জাগ্রত জ্ঞান সহকারে’** চিন্তা করুন। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ে জাগ্রত জ্ঞান সহকারেঃ

প্রথমতঃ দাঈ যে বিষয়ে (মানুষকে) আহ্বান করবেন সে বিষয়ে তাকে জাগ্রত জ্ঞান সম্পন্ন হ'তে হবেঃ

এটা এভাবে যে, যে বিষয়ে তিনি (মানুষকে) আহ্বান করবেন, সে বিষয়ে শারঈ বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন। কারণ তিনি কোন বিষয় ওয়াজিব মনে করে সেদিকে আহ্বান করলেন। অথচ দেখা গেল শরী'আতে তা ওয়াজিব নয় (বলে প্রমাণিত হ'ল)। এর ফলে আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তিনি এমন বিধান বাধ্যতামূলক করে দিলেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি। পক্ষান্তরে কখনো হয়তঃ তিনি কোন বিষয়কে হারাম জেনে তা বর্জনের জন্য আহ্বান জানালেন, অথচ তা ইসলামী শরী'আতে হারাম নয়। ফলে তিনি আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য এমন বিষয় হারাম সাব্যস্ত করলেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য হালাল করেছেন।

আমরা অনেক সময় দাঈদেরকে প্রত্যেক নতুন জিনিষ পরিত্যাগের আহ্বান জানাতে শুনি। যদিও দেখা যায় ঐ নতুন জিনিষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং তাতে শারঈ বিধি-নিষেধ নেই। যেমন- দাঈ বলেন, টেপরেকর্ডারে রেকর্ডকৃত কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করো না। (যদি তাকে বলা হয়) কেন? উত্তরে তিনি বলেন, কেননা এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। সুতরাং তা বিদ'আত (নব আবিস্কৃত বস্তু)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘প্রত্যেক নব আবিস্কৃত বস্তু ভ্রষ্টতা’।[৩]

উক্ত দাঈ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তিনি এমন বিষয়ে দাওয়াত দিলেন যে সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান নেই। কারণ টেপরেকর্ডার শ্রুত কথা সংরক্ষণের একটি মাধ্যম। আর মাধ্যম উদ্দিষ্ট বিষয়ের মত নয়। মাধ্যমসমূহের জন্য উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিধান কার্যকর হয়। (অর্থাৎ এখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনাটাই মুখ্য বিষয়; টেপরেকর্ডার নয়)।

নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে কি লাইব্রেরী, ছাপাখানা ও বইপত্র সংরক্ষণের জন্য গুদাম ছিল? উত্তরঃ না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে হিজরী সন-তারিখের অস্তিত্ব ছিল না। ১৬ হিজরীতে ওমর (রাঃ) প্রথম হিজরী সন-তারিখ প্রবর্তন করেন। তাহ'লে কী আমরা এখন বলব, হিজরী সন-তারিখের প্রয়োগ বিদ'আত, জায়েয নয়? না। সারকথা, যে বিষয়ে আমরা মানুষদেরকে আহ্বান করব সে বিষয়ে আমাদের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে।

পক্ষান্তরে এ জাতীয় বিষয়ে অনেকে বাড়াবাড়ি করে বলে, মাইক্রোফোনের নিকট রেকর্ডকৃত আযানের ক্যাসেট রেখে দিয়ে আযান প্রচার করো। এটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। এ ব্যক্তি চায় না যে, আমরা (মুওয়ায্যিনের কণ্ঠে ধ্বনিত)

৩. *মুসলিম হা/৮৬৭ ‘জুম'আহ’ অধ্যায়, ‘খুৎবা ও ছালাত সংক্ষিপ্তকরণ’ অনুচ্ছেদ।*

আযানের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করি; বরং সে চায় যে, আমরা মানুষদেরকে এমন মুওয়ায্যিনের আযান শুনানোর জন্য মাইক্রোফোন স্থাপন করি, যিনি হয়ত মারা গেছেন। এটাও ভুল। মোদ্দাকথা, দাঈ যে বিষয়ে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে তাকে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হবে।

অনুরূপভাবে কতিপয় মানুষ কোন বিষয়কে ওয়াজিব বলে ধারণা করে। হয়তবা সে ভুল ইজতিহাদের কারণে এরূপ বিশ্বাস করে। যদি সে এখানেই ক্ষান্ত থাকত তাহ'লে হ'ত। কিন্তু সে এহেন মনগড়া ব্যাখ্যা বা ভিত্তিহীন সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে 'আল-ওয়ালা'* (الولاء) ও 'আল-বারা' (البراء) তথা কারো সাথে সখ্যতা ও কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এটাই হচ্ছে সমস্যা! যখন কোন মানুষ তার মতামতের প্রতিকূলে থাকে, তখন সেই ব্যক্তিকে সে অপসন্দ ও ঘৃণা করে। যদিও কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে তার মতামত ভুল প্রমাণিত হয়। আর তার মতের অনুকূলে থাকলে তার প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। যদিও উক্ত ব্যক্তির মতের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তি বিদ'আতী হয়। আর এটা দারুন সমস্যা!!

আমি এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করছি না। তবে অনেক যুবকের মাঝে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কতিপয় যুবক অমুককে পসন্দ করে এবং অমুককে অপসন্দ করে। তারা অমুককে পসন্দ করে এজন্য যে, তিনি তাদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যা সত্য তার অনুকূলে ফৎওয়া দিয়েছেন। আর অমুককে অপসন্দ করে এজন্য যে, তিনি তাদের ধারণা অনুযায়ী যা না-হক তার পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন। এটা ভুল।

মানুষের কাছে প্রশংসিত অথবা তাদের প্রিয়পাত্র অথবা ঘৃণার পাত্র হবার জন্য মুফতী ফৎওয়া প্রদান করেন না; বরং তিনি তার ইলম অনুযায়ী যা শরী'আত বিবেচনা করেন সে অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান করেন। মুফতী কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেন? তিনি আল্লাহ্র দ্বীন ও তার বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এজন্য কোন বিষয়ে ফৎওয়া দেবার পূর্বে মুফতীর জানা আবশ্যক যে, তিনি কোন বিষয়ে ফৎওয়া দিচ্ছেন এবং তা শরী'আত কি-না। কেননা তিনি শরী'আতের (বিধি-বিধানের) ব্যাখ্যাতা। ফলকথা, মানুষ যে বিষয়ে কাউকে দাওয়াত দিবে সে বিষয়ে তাকে জাগ্রত জ্ঞান সম্পন্ন হ'তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামেনে প্রেরণকালে কী বলেছিলেন? তিনি তাকে বলেছিলেন, إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ– 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ'।[৪] (একথা তিনি মু'আয (রাঃ)-কে এজন্য বলেছিলেন) যাতে তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন এবং তাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

আপনি কী এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে যাবেন, যার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন? হয়ত আহূত ব্যক্তি এমন বাতিল জ্ঞানের অধিকারী যা আপনাকে গোড়াতেই থামিয়ে দিবে। যদিও আপনি হকের উপর থাকেন। সুতরাং আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবগত হ'তে হবে যে, তার ইলমী যোগ্যতা কোন পর্যায়ের? আর তার বিতর্কের যোগ্যতাই বা কতটুকু? যাতে আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার সাথে আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হ'তে পারেন। কেননা আপনি যদি এরূপ ব্যক্তির সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তার বিতর্ক দক্ষতার কারণে পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে যায়, তবে তা হকের জন্য বিরাট দুর্যোগ বয়ে আনবে। এজন্য আপনিই দায়ী হবেন। আর কখনোই ধারণা করবেন না যে, বাতিলপন্থী সর্বাবস্থায় ব্যর্থ মনোরথ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَّكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ–

'তোমরা আমার নিকট মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। ফলে আমি তার কাছ থেকে যে যুক্তি-প্রমাণ শুনি তার আলোকে

** الولاء শব্দের আভিধানিক অর্থঃ মৈত্রী, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য প্রভৃতি। আর البراء শব্দের অর্থঃ অব্যাহতি, নিষ্কৃতি, দায়মুক্তি প্রভৃতি। الولاء ও البراء ইসলামী আক্বীদার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান বলেন, من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالى أهلها ويعادى أعداءها فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، 'ইসলামী আক্বীদার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে- প্রত্যেক মুসলমানকে এই আক্বীদা পোষণ করা যে, সে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে। ফলে সে তাওহীদবাদী একনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। আর মুশরিকদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে'। দ্রঃ ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল-ইসলাম (সংযুক্ত আরব আমিরাতঃ দারুল ফাতহ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৩। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন যেমন হারাম করেছেন (মায়েদা ৫১, মুমতাহিনা ১, তওবা ২৩, মুজাদালাহ ২২), তেমনি মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে আবশ্যক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ- যারা বিনত হয়ে ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত দেয়' (মায়েদা ৫৫)। সুতরাং কোন অবস্থায়ই স্রেফ যিদ, কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বা মাযহাবী গোঁড়ামী বশতঃ কোন মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। বরং মুমিনদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি হবে- 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা' (الحب فى الله والبغض فى الله)- অনুবাদক।*

৪. বুখারী হা/১৩৯৫ 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৯ 'ঈমান' অধ্যায়, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ।

ফায়ছালা প্রদান করি। তবে বাকপটুতার কারণে যার পক্ষে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়ছালা করে দেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই'।[৫]

এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিবাদী যদিও বাতিলপন্থী হয় তবুও সে অন্যের চেয়ে প্রমাণ পেশে সিদ্ধহস্ত হ'তে পারে। তখন বিবাদীর বক্তব্য অনুযায়ী ফায়ছালা করা হয়। তাই আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে।

তৃতীয়তঃ দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা

অনেক দাঈ এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি তার মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ-উদ্যম, আবেগ বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করবেন। কিন্তু তিনি যা বাস্তবায়ন করতে চান সে ব্যাপারে নিজেকে সংবরণ করার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে হিকমত ছাড়াই আহ্বান করেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ- 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়...' *(নাহল ১২৫)*।

কিন্তু ঐ দাঈ, যার অন্তর আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রতি আগ্রহ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে অসৎ কর্ম সম্পাদিত হ'তে দেখে গোশতের উপর পাখির ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শুধু তার জন্য নয়; বরং তার ও তার মত হকের পথে আহ্বানকারীদের জন্য এথেকে উদ্ভূত পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। অথচ আপনারা জানেন যে, হকের অনেক শত্রু রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ- 'এভাবে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে' *(ফুরক্বান ৩১)*।

সুতরাং প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের শত্রু ছিল। এজন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পরিণতির দিকে দৃকপাত করা এবং পরিস্থিতি পরখ করা দাঈ'র জন্য অত্যাবশ্যক। তার কৃতকর্মের দরুন ঐ মুহূর্তে এমন কিছু ঘটতে পারে, যা হয়ত তার স্পৃহাকে দমিয়ে দিবে। কিন্তু ধীরস্থিরতা ও হিকমত অবলম্বনের মাধ্যমে সেই অসৎ কাজের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হ'তে পারে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত তা হ'তে পারে।

তাই আমি (লেখক) দাঈ ভাইদেরকে ধীরস্থিরতা ও হিকমত অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করছি। তারা (দাঈরা) জানেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا- 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ ২৬৯)*। 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা' *(নাহল ১২৫)*। চাইলে আমরা কল্যাণের শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণ দাঈ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে এর অনেক উদাহরণ পেশ করতে পারি।

যদি এটা (দাঈকে কুরআন-সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত সঠিক জ্ঞানে বিভূষিত হওয়া) কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের মর্ম হয়, তাহ'লে তা স্পষ্ট জ্ঞানেরও মর্ম। এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। কারণ আপনি যদি আল্লাহ্র পথে আহ্বানের পদ্ধতি ও শরী'আত সম্পর্কে না জানেন, তাহ'লে আল্লাহ্র দিকে কীভাবে ডাকবেন? কীভাবে নিজেকে দাঈ হিসাবে দাবী করবেন?

কোন বিষয়ে যদি মানুষ না জানে তবে প্রথমতঃ শিক্ষা গ্রহণ করা অতঃপর দাওয়াত দেওয়া উত্তম। হয়ত কেউ বলতে পারেন, আপনার এ বক্তব্য কী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর' এর বিরোধী হবে? এর উত্তর হচ্ছে, না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর'। সুতরাং আমরা যা প্রচার করব তা তাঁর মুখনিঃসৃত হ'তে হবে। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যখন আমরা বলছি যে, দাঈকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তখন আমরা বলছি না যে, তাকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবে আমরা বলছি যে, দাঈ যতটুকু জানেন সে অনুযায়ীই দাওয়াত দেবেন এবং যা জানেন না, সে বিষয়ে কথা বলবেন না।

তৃতীয় মূলনীতিঃ কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক মর্ম অনুধাবন করা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এই বরকতময় জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কেননা অনেক মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনুধাবন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। অনুধাবন ছাড়া কুরআন মাজীদ ও সাধ্যানুযায়ী হাদীছ মুখস্থ করা যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মর্মার্থ আপনাকে বুঝতে হবে। ঐ লোকদের দ্বারা কতইনা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মর্ম না বুঝে দলীল পেশ করেছে। ফলে এর মাধ্যমে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করব। তা হ'ল- (কুরআন-সুন্নাহর) মর্ম বুঝতে ভুল-ভ্রান্তি কখনো কখনো অজ্ঞতাবশতঃ ভুল-ভ্রান্তির চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যে মূর্খ তার মূর্খতার দরুন ভুল করে সে জানে যে, সে মূর্খ এবং জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু যে কুরআন-সুন্নাহ্র ভুল মর্ম বুঝে, সে নিজেকে আলেম মনে

৫. *বুখারী হা/২৬৮০ 'সাক্ষ্য দান' অধ্যায়, 'শপথ করার পর বাদী সাক্ষী হাযির করলে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭১৩ 'বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়।*

করে এবং বিশ্বাস করে যে, সে যা বুঝেছে তা-ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য।

(কুরআন-সুন্নাহর মর্ম) অনুধাবনের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা কতিপয় উদাহরণ পেশ করছিঃ

প্রথম উদাহরণঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ-

'এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। অতঃপর আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম- তারা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা' *(আম্বিয়া ৭৮-৭৯)*।

এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অনুধাবন ক্ষমতার দ্বারা দাঊদ (আঃ)-এর উপর সুলায়মান (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম'। কিন্তু এক্ষেত্রে দাঊদ (আঃ) -এর ইলমে কোন ঘাটতি ছিল না। আল্লাহ বলেন, 'এবং তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম'।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার দিকে লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা যখন সুলায়মান (আঃ) যে অনুধাবন ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমন্ডিত তা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম- তারা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত'। যাতে তাদের উভয়েই সমান হন। এজন্য তারা উভয়েই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের যে গুণে বিভূষিত আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করতঃ তাদের প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এটা আমাদেরকে অনুধাবনের গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং এও নির্দেশ করে যে, ইলমই সবকিছু নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ যদি আপনার নিকট শীতকালে দু'টি পাত্র থাকে, যার একটিতে রয়েছে গরম পানি, আর অন্যটিতে রয়েছে কনকনে ঠাণ্ডা পানি। এমতাবস্থায় একজন লোক এসে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করতে চাইল। তখন কেউ বলল, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ (শীতকালে) ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা কষ্টকর। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ...-

'আমি কী তোমাদের বলে দেব না যে, আল্লাহ কিসের দ্বারা (মানুষের) গোনাহ মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন'? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা...'।[৬] অর্থাৎ শীতকালে পূর্ণরূপে ওযূ করা। সুতরাং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযূ করা (শীতকালের) আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গরম পানি দ্বারা ওযূ করার চেয়ে উত্তম। উক্ত ব্যক্তি ফৎওয়া দিল যে, (শীতকালে) ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা উত্তম এবং উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করল। তাহ'লে (তার) ভুল কী জ্ঞানের ক্ষেত্রে, না (হাদীছের সঠিক মর্ম) অনুধাবনের ক্ষেত্রে?

নিঃসন্দেহে তার ভুল অনুধাবনের ক্ষেত্রে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা'। কিন্তু তিনি ওযূর জন্য ঠাণ্ডা পানি বেছে নিতে বলেননি। এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি হাদীছে বর্ণিত মর্ম দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে (শীতকালে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযূ করা) বুঝাত তাহ'লে আমরা বলতাম, ঠাণ্ডা পানি বেছে নাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা'। অর্থাৎ পূর্ণরূপে ওযূ করতে ঠাণ্ডা পানিও মানুষকে বাধা দিবে না।

অতঃপর আমরা বলব, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ চান, না কাঠিন্য চান? এর উত্তর রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী- يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)* এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ'[৭]-এর মধ্যে।

তাই জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের বলব, (কুরআন-হাদীছের সঠিক মর্ম) অনুধাবন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে কী চেয়েছেন? তা আমাদের বুঝা উচিত। তিনি কী ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তাদের উপর কাঠিন্য চাপিয়ে দিতে চান, নাকি তাদের জন্য সহজ চান? নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন নয়।

[চলবে]

---

৬. *মুসলিম হা/২৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
৭. *বুখারী হা/৩৯ 'ঈমান' অধ্যায়, 'দ্বীন সহজ' অনুচ্ছেদ।*

মুসলিম নির্যাতনের পরিণাম

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের মধ্যে আবার সেরা মানুষ ঈমানদারগণ। ইসলামকে যারা জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং কুরআন-হাদীছের অনুসরণ করছেন তারাই মুসলিম। কারণ মুসলিম হওয়ার একমাত্র শর্ত কুরআন-হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ। আর সত্যিকার মুসলিমের কাছে অনুসরণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছের চেয়ে বড় কিছু নেই। একজন মুসলিমের মর্যাদা মহান আল্লাহ্র কাছে কতটা বেশী, রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ থেকে তা সহজেই অনুমেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র নিকট সমস্ত পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া ততটুকু ক্ষতিকর নয়, যতটুকু ক্ষতিকর একজন মুসলমান নিহত হওয়া'।[১] আল্লাহপাক বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ– 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য নরক যন্ত্রণা ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত) রয়েছে' *(বুরূজ ১০)*। এখানে আল্লাহপাক ক্ষমা চাওয়ার একটি সুযোগ রেখেছেন। তাই মুসলিম নির্যাতনের নায়করা তওবা করে ফিরে না আসলে, যন্ত্রণাদায়ক নরকাগ্নি তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আসমান যমীনের সকল অধিবাসী একজন মুসলমানকে (অবৈধভাবে) হত্যা করার জন্য একমত পোষণ করে, তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[২]

মহান আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন, وَمَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلاَشَفِيْعٍ يُّطَاعُ– 'যালেমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা'আতকারী হবে, যার কথা মেনে নেয়া হবে' *(মুমিন ১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ، 'যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না' *(হজ্জ ৭১)*। আল্লাহপাক হক্কুল ইবাদ নষ্টকারীকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করবেন না। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(মহান আল্লাহ) ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন, এমনকি শিংযুক্ত থেকে শিংবিহীন বকরীর প্রতিশোধ নেওয়া হবে'।[৩]

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে'।[৪] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাবধান হও! তোমাদের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম এবং সম্মানের বস্তু হারাম, যেমন তোমাদের এই দিনটি হারাম (সম্মানিত)'।[৫]

মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন কোন সম্মানিত মুসলিমকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলায় জড়ানো কিংবা তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এবং অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া। আজকে বিনা অপরাধে অসংখ্য মুসলমানকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর কথা এখানে অগ্রগণ্য। বরং এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আলেম না থাকলে কুরআন-হাদীছের ইলম দুনিয়া থেকে উঠে যাবে। নিরপরাধ আলেমদের হয়রানি সাধারণ মানুষকে হয়রানির চেয়ে অনেক জঘন্য। তার পরিণামও নিশ্চয়ই জঘন্য। আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর মহানবী (ছাঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন, وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ، اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ– 'আর তোমার রব যখন কোন যালেম জনবসতিকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তার পাকড়াও বড়ই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক।[৬] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ، 'তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন' *(বুরূজ ১২)*।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাকে যখন ইয়েমেনের শাসক হিসাবে পাঠানো হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আর মযলূম বা নির্যাতিতের দো'আকে (অভিশাপকে) ভয় কর। কেননা তার মধ্যে এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন আড়াল নেই'।[৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ইয্যতের উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন-নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা করিয়ে নেয়। অন্যথা

* *বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১. *মুসনাদে আহমাদ।*
২. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, ৬২৯ পৃঃ, মিশকাত হা/৩৪৬৪।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৬. *হূদ ১০২; বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৬৮৬; মুসলিম হা/২৫৮৩; মিশকাত হা/৫১২৪।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/১৭৭২।*

Contents

(ক্বিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের (নির্যাতিতের) গুনাহ থেকে যুলুমের সমপরিমাণ তার আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে'।[৮] যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এই অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে, তবে সে প্রকৃত মুসলমান থাকতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে'।[৯]

মযলুম মানবতাকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহপাক বলেন,

وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ–

'যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন' *(আলে ইমরান ১২০)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৫-৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ–

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবনের ক্ষতি আর ফল-ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করব। আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন' *(বাক্বারাহ ১৫৫)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ، 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণ ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবন ও ক্বিয়ামত দিবসে সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাচনিক হাদীছে কুদসীতে এসেছে, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার (দ্বীনের) কারণে আমার কোন ওয়ালী বা বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে রাখছি'।[১০] ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া (রাঃ), ইয়াসির (রাঃ) ও পুত্র আম্মার (রাঃ)-কে নির্দয়ভাবে শহীদ করার সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শক্তি-ক্ষমতা এত ছিল না। তাই তিনি এই পরিবারটির উদ্দেশ্যে বলেন, 'ইয়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কেননা তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হ'ল জান্নাত'।[১১] সুতরাং জান্নাতের প্রত্যাশায় দুনিয়ার নির্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগিয়ে চল হে মুসলিম! এর পূর্ণ বিচার অবশ্যই তুমি লাভ করবে।

নির্যাতন মানে কেবল দৈহিক অত্যাচার এবং মানসিক অত্যাচারই নয়, এটি সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়াও হ'তে পারে। এতে করেও হককুল ইবাদ নষ্ট হয়, যা কোনক্রমেই আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন না। এর শাস্তির ধরন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুলুম করল (জবরদখল করে নিল; ক্বিয়ামতের দিন) সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে'।[১২] আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক্ব বিনষ্ট করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং বেহেশত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয়? তিনি বলেন, তা (আরাফ) 'পিলু' গাছের একটা শাখাই হোক না কেন'।[১৩]

যালিম মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব বা গরীব'? ছাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি হবে যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে) এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লিখিত দাবীসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাঁপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৪] অতএব সত্যিকারের নিঃস্ব হওয়ার আগে বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা মগ্নচিত্তে ভেবে দেখবেন কি? খাওলা বিনতু আমের আল-আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

---

৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬।*
১০. *বুখারী।*
১১. *মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩৮৮-৮৯; আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী), পৃঃ ৯০।*
১২. *বুখারী, হা/২৪৫২ 'যুলম্-অত্যাচার' অধ্যায়।*
১৩. *মুসলিম; মিশকাত হা/৩৭৬০ 'নেতৃত্ব ও বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭।*

তিনি হামযা (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্র মাল (সরকারী অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত রয়েছে'।[১৫] অতএব সাবধান হও, হে ক্ষমতার অপব্যবহারকারীরা! জাহান্নামের সীমাহীন কঠিন পরিণতি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আজকে মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি তো ভ্রাতৃত্বসুলভ হওয়ার কথা। বিদ্বেষমূলক কেন? যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، 'মুমিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা সম্প্রসারিত কর' *(হিজর ৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (একথা বলার সময়) তিনি তার এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখান।[১৬] নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '(পারস্পরিক ভালবাসা দয়া অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে) সমস্ত মুসলমান একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায়'।[১৭]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে এবং না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে'।[১৮] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে হেয়প্রতিপন্ন করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইয্যত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। তিনি (বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করে) বলেন, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয়প্রতিপন্ন করে'।[১৯]

সবশেষে আমি মুসলিম নির্যাতনের অনিবার্য পরিণতি তুলে ধরে আত্মসংশোধনের জন্য জাতির মুসলিম সমাজ বিশেষ করে মুসলিম নেতাদের অনুরোধ করব। কারণ আল্লাহপাকও বলেছেন, فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন কর' *(আনফাল ১)*। এই সমস্ত আয়াতগুলো ও হাদীছ সমূহ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তো আমাদের দেশে তথা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন চলছে। তবে কেন এগুলোর প্রয়োগ নেই। বাস্তব চিন্তা নেই মুসলিম নির্যাতনের অনিবার্য পরিণতির প্রতি। আল্লাহ্র একটি নির্দেশ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ، إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, কিন্তু গুনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দন্ড অত্যন্ত কঠিন' *(মায়েদা ২)*।

পরিশেষে পবিত্র-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুসলিম নির্যাতনের ভয়াবহ পরিণতির এই আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যেন আবার বিশ্বের সেরা জাতিতে পরিণত হ'তে পারি। আল্লাহপাক আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন এবং মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নিতে পারি সেই তাওফীক্ব কামনা করি- আমীন!!

১৫. *বুখারী; মিশকাত হা/৩৭৪১ 'নেতৃত্ব ও বিচার-ফায়ছালা'* অধ্যায়।
১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৪*।
১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪*।
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/৪৯৫৮*।
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯*।

Contents

তাওহীদ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

তাওহীদের পরিচয়ঃ

'তাওহীদ' (التوحيد) কুরআন ও হাদীছের পরিচিত একটি আরবী শব্দ। অর্থঃ একাকীকরণ, কোন জিনিসকে এক করা। যা অংশীদার ও শরীক হওয়ার বিপরীত। ক্বামূসুল মুহীত্বে তাওহীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَه

'এককভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করা'। কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে তাঁকে একক ও নিরংকুশ মর্যাদা দেয়া। যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা বলে বিশ্বাস করা ও শুধু তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আত্মার জগতে তাদের কাছ থেকে তিনি তাওহীদের প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র বাণী,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ-

'যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই। আমরা অঙ্গীকার করছি। ক্বিয়ামতের দিন তারা যেন বলতে না পারে যে, আমাদের এ বিষয়ে জানা ছিল না' *(আ'রাফ ১৭২)*।

মানুষকে জন্মের সময়ও তাওহীদের উপর তথা এক আল্লাহকে বিশ্বাসী করে জন্মানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ-

'প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তুলে'।[১] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَقُوْلُ اللهُ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ-

'আল্লাহ বলেন, বান্দাদেরকে আমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত (তাওহীদমুখী) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানেরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। ফলে আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা হারাম করে দিয়েছে'।[২]

জন্মের পরে শয়তানের কারণে হোক বা মাতা-পিতার কারণে হোক মানুষ যখনই তাওহীদ ছেড়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে তখনই আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে ডেকেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

'আমি সকল জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহ্বান জানিয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর' *(নাহল ৩৬)*।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যকার ব্যবধান ছিল ১০০০ বছর। তারা সকলেই তখন ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সে সময় কোন শিরক যমীনে ছিল না। পরে শয়তান সৎ লোকদের মূর্তি তৈরীর মাধ্যমে তাদেরকে তাওহীদচ্যুত করে।[৩]

আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، 'আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করলাম। সুতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৫৯)*। শুধু নূহ (আঃ) নন; বরং নূহ (আঃ)-এর পরে যত নবী ও রাসূল এসেছিলেন সবারই প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহীদ। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

'(হে নবী!) আপনার পূর্বে যে রাসূলই আমি পাঠিয়েছি তারই প্রতি অহী পাঠিয়েছি একথার যে, আমি ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

তাওহীদের ফযীলত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. মানুষকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠাঃ

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ،

---

* তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. *বুখারী হা/১৩৮৫; মুসলিম।*

২. *মুসলিম, মির'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫, টীকা নং ৯০; তাফসীর ইবনু কাছীর ১১তম খণ্ড, পৃঃ ২৬।*

৩. *ইবনে কাছীর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ম খণ্ড, ২৩০ পৃঃ।*

Contents

'আমি জিন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। অনেক মুফাসসির ليعبـدون এর তাফসীর করেছেন ليوحـدون বা (আল্লাহ জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর ইবাদতের মূল হ'ল তাওহীদ। ছোট-বড়, গোপন ও প্রকাশ্য যে কোন ইবাদতেই তাওহীদ না থাকলে সেটা আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَّتَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا–

'তোমার রব এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো' *(বনী ইসরাঈল ২৩)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَاعْبُـدُوا اللهَ وَلاَ تُـشْرِكُوْا بِـهِ شَـيْئًا– 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না' *(নিসা ৩৬)*।

২. তাওহীদ ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপত্তা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সঠিক পথ দেখাবেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْـأَمْنُ وَهُـمْ مُّهْتَدُوْنَ–

'যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুম (শিরক)-এর সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা' *(আন'আম ৮২)*।

উক্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে এমন আছে যে নিজের নফসের উপর যুলুম করেনি? তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা বুঝেছ তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লোকমান হাকীম কি বলেছিলেন, তা কি তোমরা শুননি? তিনি স্বীয় ছেলেকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, –يَابُنَيَّ لاَتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করো না। নিশ্চয়ই তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করা হচ্ছে বড় যুলুম' *(লোকমান ১৩)*।

৩. প্রত্যেক নবীর প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহীদঃ

দুনিয়াতে আল্লাহ যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছিলেন প্রত্যেকেরই প্রথম দাওয়াত ছিল লোকদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা। পবিত্র কুরআনে একই ভাষায় একাধিক নবীর পেশকৃত দাওয়াতের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে, –يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই' *(আ'রাফ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)*।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও এভাবেই সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ–

'হে লোক সকল! আমি ঐ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক' *(আ'রাফ ১৫৮)*।

৪. তাওহীদের কারণে বান্দা কম আমল নিয়েই জান্নাত লাভ করবেঃ

উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّـارُ حَـقٌّ أَدْخَلَـهُ اللهُ الْجَنَّـةَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ عَمَلٍ–

'যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর এমন এক কালেমা যা তিনি মারিয়াম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই প্রেরিত রূহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম ও সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। তার আমল যাই হোক না কেন'।[৪]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'।[৫]

৫. তাওহীদ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়ঃ

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

قَالَ اللهُ تَعَالَى يَابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِى لاَتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً–

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান। তুমি যদি দুনিয়া ভর্তি গুনাহ নিয়ে আমার কাছে হাযির হও, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ কর, তাহ'লে আমি দুনিয়া পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসব'।[৬]

---

৪. *বুখারী, মুসলিম হা/২৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪১২।*
৫. মুসলিম হা/১৪২ 'ঈমান' অধ্যায়।
৬. *তিরমিযী, সনদ হাসান, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৩৮২।*

৬. তাওহীদ বা ইখলাছ ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

যে কোন নেক আমল করার জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হ'ল নিয়তকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য খাছ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَآ أُمِرُوْآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ– 'তাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন শুধু খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তার জন্যই দ্বীনকে খালেছ করে' *(বাইয়িনাহ ৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, –أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ 'তুমি তোমার দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে পালন কর, তাহ'লে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৭] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اَخْلِصُوْا أَعْمَالَكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَتُقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَال إِلاَّ مَا خُلِّصَ لَهُ،

'তোমরা তোমাদের আমলগুলো খালেছভাবে সম্পন্ন কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইখলাছ বিহীন কোন আমলই কবুল করেন না'।[৮]

ইখলাছের সাথে করা সামান্য আমলও দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক উপকারে আসবে। পক্ষান্তরে ইখলাছশূন্য আমল দ্বারা দুনিয়াতেও উপকার হয় না, আখেরাতেও এর কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন (ইসলামের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী) শহীদ। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় প্রদত্ত নে'মত স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহপাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই নে'মতের বিনিময়ে দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। আর তোমার উদ্দেশ্য অনুসারে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে, যেন তাকে উপুড় করে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে ঐ ব্যক্তিকে, যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং সে পবিত্র কুরআন পড়েছে। আল্লাহপাক তাকে প্রথমে তার প্রতি প্রদত্ত নে'মত সমূহ স্মরণ করে দিবেন, আর সেও তা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি নিজে ইলম অর্জন করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যেন তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন মজীদ এজন্য অধ্যয়ন করেছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমার অভিপ্রায় অনুসারে দুনিয়াতে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে যেন তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর বিচারের জন্য আরেক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যাকে আল্লাহ পাক বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে তার প্রতি প্রদত্ত নে'মত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও নে'মতের কথা অকপটে স্বীকার করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ তুমি কী করেছ? সে বলবে, আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা পসন্দ করতেন, আমি তার একটিও হাতছাড়া করিনি, বরং সেই সকল পথেই তোমার সন্তুষ্টির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি ধন-সম্পদ খরচ করনি; বরং এর পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন তোমাকে একজন দানবীর বলা হয়। আর তোমার উদ্দেশ্য অনুসারে তা বলাও হয়েছে। সুতরাং ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য'।[৯]

৭. বান্দার উপর আল্লাহ্র হক্ব হ'ল তাওহীদসহ আল্লাহ্র ইবাদত করাঃ

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে একটি গাধার পিঠে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন,

يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَّيُعَذِّبَ مَنْ لاَّيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا–

'হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দাদের উপরে আল্লাহ্র কী হক্ব রয়েছে, আর আল্লাহ্র উপরে বান্দাদের কী হক্ব রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহ্র হক্ব হ'ল, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। অতঃপর আল্লাহ্র উপরে বান্দার হক্ব এ হ'ল, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না'।[১০]

---

৭. *হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫৪*।
৮. *বাযযার, বায়হাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫৫ পৃঃ*।
৯. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬১৭*।
১০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪২৬*।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين। কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহর নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[২০]

---

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।
২. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।
৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৫. নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।
৬. ঐ ৩/৫৫।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।
৯. মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।
১০. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।
১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।
১৩. মির'আৎ ২/৩৩১।
১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।
১৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।
১৬. বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।
১৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।
১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।
১৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।
২০. মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুযাসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنُّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقَرَاءَ ةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسَا قَبْلَ الْقِىَاءَ ةِ رَوَاهُ التِّرْ مِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِىُّ–

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর গুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوْ أَحْسَنُ شَيْئٍى رُوِىَ فِىْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরি্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।২৬ তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌى أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আত ২/৩৪০)*। হানাফী ফিক্বহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأىٌ مِّنْ جِهَةِ عِبْدِ اللهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلِى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন! -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।*
২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ;*
৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস

এক গ্রামে ত্বাইয়েব ও তাহের নামে দুই বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে ছিল অত্যন্ত সুসম্পর্ক। যাকে বলে গলায় গলায় ভাব। এদের মধ্যে ত্বাইয়েব এলাকায় ভাল ছেলে হিসাবে পরিচিত ছিল। লেখা-পড়া, চাল-চলন, আচার-আচরণে আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে ছিল ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে তাহের ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। দুষ্টুমিতে তার কোন জুড়ি ছিল না। গ্রামে কারো গাছের পেয়ারা, কারো পেঁপে, কারো তাল, কারো নারিকেল চুরি করে খাওয়াই ছিল তার চিরাচরিত অভ্যাস। কাউকে গালি দেওয়া, কাউকে অযথা চড়-থাপ্পড় মারা ছিল তার মজ্জাগত দোষ। গ্রামের প্রভাবশালী মোড়লের ছেলে বলে তার গায়ে হাত তোলার সাহস কেউ পেত না। কিন্তু গ্রামবাসী তাকে কখনো ভাল চোখে দেখত না। কোন লোক তার ছেলে বা ভাই-ভাতিজাকে তাহেরের সঙ্গে মিশতে দিত না।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে ত্বাইয়েব দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ত্বাইয়েবের এ বিপদ মুহূর্তে তাহের এগিয়ে আসে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, তাদের বাড়িতে খবর দেয়। এ ঘটনায় কৃতজ্ঞতা জানাতে ত্বাইয়েব তাহেরের বাড়িতে যায়। এ থেকে দু'জন দু'জনের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে। ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। কালক্রমে তাহেরের দুষ্ট চরিত্রের অসৎ গুণাবলী ত্বাইয়েবের মাঝে সঞ্চারিত হয়। সেও লিপ্ত হয় নানা গর্হিত কর্মে। ফলে তার লেখা-পড়ায় দুর্বলতা চলে আসে। বন্ধুরা তার কাছে ঘেঁষে না, শিক্ষকরাও তাকে আর ভাল চোখে দেখেন না। গ্রামের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে দুষ্ট তাহেরের খপ্পরে পড়ে সোনার টুকরা ত্বাইয়েব ছেলেটাও দিন দিন গোল্লায় যেতে বসেছে।

একদিন ত্বাইয়েবের কানেও এসব কথা চলে আসে। তখন সে ভাবতে থাকে তার এই অধঃপতনের মূল কারণ কি? সে চিন্তা করতে থাকে এক সময় আমি ক্লাসে প্রথম হ'তাম, এখন আমার রোল নম্বর দশের নীচে। এক সময় ক্লাসের ছেলেরা আমার পিছে পিছে ঘুরত পড়া বলে নেওয়ার জন্য, অংক, ইংরেজী বুঝে নেওয়ার জন্য। অথচ আজ আমি যেন নিগৃহীত। অন্তরঙ্গ বন্ধু আব্দুল্লাহও আমার থেকে দূরে চলে গেছে। লেখা-পড়ায় সে ব্যাপক উন্নতি ও ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। চরিত্র-মাধুর্যেও সে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজ সে গ্রামের ভাল ছেলে বলে পরিচিত। এর মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে সে রহস্য উদঘাটন করে যে, স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুর রহমান স্যারের সাথে আব্দুল্লাহ্‌র সম্পর্ক। তাঁর কথামত সে চলে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। নিয়মিত পড়াশুনা করে। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে না। পড়ালেখার ফাঁকে অবসর সময়ে ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে এবং কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করেই তার সময় কাটে। তাই তার এত সুনাম, লোকের মুখে মুখে তার প্রশংসা। ত্বাইয়েব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, তাকেও আব্দুল্লাহ্‌র মত হ'তে হবে। ত্বাইয়েব তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের নিকট গিয়ে বলল, স্যার! আমি খারাপ হয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ার। এ থেকে উত্তরণের উপায় কি? কিভাবে আমি ভাল হ'তে পারি স্যার? মাওলানা আব্দুর রহমান বললেন, তুমি আগে এরূপ ছিলে না। সঙ্গদোষে তুমি এ পর্যায়ে নেমে এসেছ। তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাব,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً-

'আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সৎ বা উত্তম সঙ্গী এবং অসৎ বা খারাপ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মিশক আম্বর ওয়ালা ও হাপর ওয়ালার ন্যায়। মিশক আম্বর ওয়ালা তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি সুগন্ধি লাভ করবে। আর হাপর ওয়ালা তোমার বস্ত্র জ্বালিয়ে দেবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী, হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০)*।

এ হাদীছ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হ'ল, চরিত্রবান, সৎ ও ভদ্র দেখে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি তোমাকে নিয়মিত ছালাত আদায়, অবসরে কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন এবং প্রতিদিন নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়া-লেখা করতে হবে। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পরিহার করতে হবে। আড্ডা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এসব যদি মেনে চলতে পার, তাহ'লে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তুমি সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হ'তে পারবে।

অতঃপর ত্বাইয়েব তার শিক্ষকের পরামর্শমত চলতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে লেখা-পড়ায় তার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিনা প্রয়োজনে সে বাড়ির বাইরে যায় না। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে না। অবসরে সাহিত্যচর্চা করে, ধর্মীয় বই পড়ে। এভাবে চলতে চলতে অল্পদিনের মধ্যেই ত্বাইয়েব সবার অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়। সবাই তাকে দেখলে পূর্বের মত আদর করে। বাবা-মা তাকে নিয়ে গর্ব করেন। সামনে তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। শিক্ষক-অভিভাবক সবার প্রত্যাশা ত্বাইয়েব এবার আরো ভাল করবে।

শিক্ষাঃ সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। অসৎসঙ্গ পরিহার করতে হবে। ছেলে-মেয়ের বন্ধু-বান্ধবী সম্পর্কে অভিভাবকদেরও সতর্ক থাকতে হবে। কোনক্রমেই যাতে চরিত্রহীনদের সাথে বন্ধুত্ব না হয়, সে বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

** ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস*
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

Contents

কবিতা

বানভাসির ছড়া

- আতাউর রহমান মণ্ডল
বি.এ, বি.এড, এম.এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)
মুংলী, চারঘাট, রাজশাজী।

বানের পানিতে ভাসছে মানুষ-
ডাঙা কোথায় খুঁজছে
ভাসছে গরু মুরগী-ছাগল
বানের সাথে যুঝছে।

ঘাট ভাঙছে ভাঙছে বাগান
ঢুকলরে বান ঘরে
ভূঁইয়ের ফসল জীবন দিল
পানির তেপান্তরে।

বান-ভাঙনের কারবালাতে
পেয় পানির আকাল
ক্ষুধা-ব্যামোয় খামচিয়ে খায়
কখন হবে সকাল!

শামলা পরে আমলা আসেন
গামলা ভরা খাদ্য
চোঁঙায়-শিঙায় গাওনা কত!
ড্রাম কুড় কুড় বাদ্য!

রিলিফ রিলিফ গাল ভরা বাত
ওরা সব হরবোলা
ওষুধ কাপড় খাদ্য টাকায়
ভরিয়ে দিবেন ঝোলা।

কে কতটুক হিসসা পাবেন
নাকি পাবেন ওশর!
কাঁদো গোনাহ মাফের আশায়
স্মরণ করো কসূর।

***

সময়ের মূল্য

- মুরাদ বিন আমজাদ
খতীব, আল-আমীন জামে মসজিদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

জ্ঞাত নয় কোন বান্দা একটি নিঃশ্বাসের
তবু আশা পোষণ করে শত বছরের।
প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে এ সম্ভাবনা রয়
দ্বিতীয় শ্বাস গ্রহণের সুযোগ না হয়।
তবু কেন এত বড়াই এই ধরাতে
রিক্ত হস্তে যাবে যখন পরপারেতে।
নশ্বরের এভাবনা দিনে ভাব কতবার
অবিনশ্বরের কথা কি ভাব একবার?
ছেড়ে যখন যেতে হবে নশ্বর এ জনম।
অবিনশ্বরের জন্য তুমি করছ কি এমন?
নশ্বর এ জগৎ ছাড়তে মন নির্ধারিত কালে
ছাড় পাবে না এক মুহূর্তও সে সময় হ'লে।
প্রস্তুতি নেয়া চাই পরপারে যাবার।
হেলায় যেন না হারায় এক মুহূর্তও তোমার।

***

চোখটি দেখ মেলে

- ইমাদাদ বিন খোশ মুহাম্মাদ
আল-খাফজী, সঊদী আরব।

ছালাত ছিয়াম যাকাত হজ্জ
গেলে সবি ভুলে,
খেলার ছলে সময় গেলো
এখন চোখটি দেখ মেলে।
জাহান্নামের কঠিন আযাব
আছে সবার জানা,
জেনে শুনে ভুল করিলে
তোমাই কে করিবে মানা।
আকাশেতে উড়ে ঘুড়ি
করে নাচা নাচি,
শুতাই যখন টান এসে যায়
ভেবে পাইনা ঘুড়ি, কেমনে এখন বাচি।
রেল গাড়ি মটর গাড়ি
এদের অনেক বড় প্রাণ,
সাগর বুকে তুফান তুলে
চলছে জল জান।
আকাশ পথে উড়ছে বিমান
এতয় তাদের জয়,
মস্ত বড় হোকনা তেজী
হ'তেই হবে খয়।
প্রাণ আছে তার মরণ পিছে
শোন দিয়ে মন,
তোমার দেহের ছোট্ট ইঞ্জিন
চলবে কতক্ষণ॥

***

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। ১১ রাকা'আত *(বুখারী ও মুসলিম)*।
২। সাহারী খাওয়া *(মুসলিম)*।
৩। বরকত রয়েছে *(বুখারী ও মুসলিম)*।
৪। সূর্যাস্তের সাথে সাথে *(বুখারী ও মুসলিম)*।
৫। মুসলমান সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করে এবং ইহুদীরা বিলম্বে ইফতার করে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ)*।
৬। চাঁদ দেখে *(বুখারী ও মুসলিম)*।
৭। শা'বান মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে *(বুখারী ও মুসলিম)*।
৮। আযানের মাধ্যমে *(বুখারী ও মুসলিম)*।
৯। না *(বুখারী ও মুসলিম)*।
১০। পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিল *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের গভীরতম)

১। বিশ্বের গভীরতম হ্রদ কোন্‌টি?
২। বিশ্বের গভীরতম গিরিপথ কোন্‌টি?
৩। বিশ্বের গভীরতম খাল কোন্‌টি?
৪। বিশ্বের গভীরতম খনি কোন্‌টি?
৫। বিশ্বের গভীরতম মহাসাগর কোন্‌টি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। টিটেনাস কিভাবে হয়?
২। ঘাম হয় কিভাবে?
৩। কি কারণে স্নায়ুরজ্জু নষ্ট হ'তে পারে?
৪। কোন ভিটামিন স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
৫। এইডস রোগে দেহে কি সমস্যা হয়?

** সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ সেলিম রেযা*
চাঁইসারা, বাগমারা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র সোনামণিদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' মারকায শাখা পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। এতে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যিয়াউর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার প্রচার সম্পাদক মাহফূযুর রহমান।

গাবতলী, বগুড়া ১২ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গাবতলী থানাধীন কালাইহাটা মধ্যপাড়া আনন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ নাজলী এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুসাম্মাৎ তানজীলা।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ এশা জালিবাগান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রহনপুর এলাকার সভাপতি জনাব মুখতার বিন আব্দুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল কাবীর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুছ ছামাদ।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় রহনপুর খয়রাবাদ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ কয়েসুদ্দীন মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রহনপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুখতার বিন আব্দুল কাইয়ূম, সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক নাহিদ খান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ইসমাঈল কবীর ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামুণি আবু রায়হান এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুসাম্মাৎ সাবিনা। প্রশিক্ষণে দু'শতাধিক সোনামণি বালক-বালিকা উপস্থিত ছিল।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিদেশে মেধা পাচার

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে গোটা বিশ্বে যখন চলছে প্রতিযোগিতা, তখন বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে মেধা। দীর্ঘদিন থেকে এটা দেখা গেলেও সাম্প্রতিক সময়ে মেধা পাচারের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসায় প্রতি বছর দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে প্রায় ৫ হাযার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। 'ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসে'র হিসাব মতে, শুধু ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে কানাডায় মেধা পাচার হয়েছে ২ হাযার ৩৭৪ জন। গত এক বছরে কানাডায় ৩ হাযার ও অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশে ১ হাযার মেধা পাচারের ঘটনা ঘটেছে। বিবিএ ও আইটি সেক্টরে মেধা পাচারের ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশী। দেশে বিশৃংখল পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় অধিক সুবিধার প্রত্যাশায় মেধাবীরা দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশে। এতে বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হ'লেও মেধাবীদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ দেশের মানুষ। আইটি স্পেশালিষ্ট, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টদের অভিমত হ'ল দেশে যথাযথভাবে মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না। শুধু রেমিটেন্সের লোভ না করে সরকারকে মেধা ধরে রাখার দিকে নযর দিতে হবে। মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন ও কাজে লাগানোর নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। তাদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বিদেশে পাচার হওয়া মেধাবীরা দেশে ফিরে আসবে। পাশাপাশি মেধা পাচারের হিড়িক কমে যাবে। দেশ হবে উপকৃত, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হবে অগ্রগতি।

দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আইডিবি ১৪ হাযার কোটি টাকা দিবে

'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) বাংলাদেশের কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, বিদ্যুৎখাত ও জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রায় ৯২ লাখ মার্কিন ডলার অর্থ সহায়তা দিবে। দারিদ্র্যপীড়িত ইসলামী দেশগুলোর উন্নয়নে আইডিবি যে ১০ বিলিয়ন ডলারের সলিডারিটি ফান্ড গঠন করেছে তা থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দিবে ২ বিলিয়ন ডলার বা ১৪ হাযার কোটি টাকা। এছাড়া সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তা হিসাবে আইডিবি দিচ্ছে ২ লক্ষ ৮০ হাযার ডলার। গত ৩১ আগষ্ট অর্থ উপদেষ্টা ডঃ মীর্জা আযীযুল ইসলাম তার শেরেবাংলা নগর কার্যালয়ে আইডিবি'র চেয়ারম্যান ডঃ আহমাদ মুহাম্মাদ আলীর সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্বালানি খাতে আইডিবি'র সহযোগিতা আরো জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আইডিবি চেয়ারম্যান উল্লিখিত খাতগুলোতে ভবিষ্যতে আরো অধিক পরিমাণ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। বৈঠক শেষে প্রথমোক্ত সহায়তার বিষয়ে তিনটি আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ৩০ বছরে আইডিবি বাংলাদেশকে ২০ হাযার কোটি টাকারও বেশী ঋণ ও অনুদান দিয়েছে।

এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ

সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য বেড়েছে গড়ে শতকরা ১২.৯০ ভাগ। এ সময় সবচেয়ে বেশী বেড়েছে ভোজ্য তেলের দাম। গত বছর ১ লিটার সয়াবিনের বিক্রয় মূল্য ছিল ৫৬ টাকা, এখন ৮৫ টাকা, পামওয়েল ছিল ৫০ টাকা লিটার, এখন ৭৮ টাকা, নারিকেল তেল ছিল ১৭০ টাকা, এখন ২১০ টাকা। এরপর রয়েছে আটা-ময়দা-সুজির দাম, যা প্রায় ৪২.৪৩ ভাগ বেড়েছে। ২০০৬-এ আটার কেজি ছিল ২০ টাকা, এখন ৩০ টাকা, মশুর ডাল কেজি ৬৪ টাকা, এখন ৭৪ টাকা, গরুর গোশত ১৫০ টাকা, এখন ১৮০ টাকা, পেঁয়াজ ২৪ টাকা থেকে ৪০ টাকা কেজি দাঁড়িয়েছে। এ সময় আয়োডিনযুক্ত লবণের কোন মূল্য বাড়েনি। বিপরীতে সবচেয়ে বেশী কমেছে চিনি ও গুড়ের দাম, প্রায় ১০.৬০ ভাগ। কমার ক্ষেত্রে এরপরই রয়েছে ডাব, কলা, আপেল ও লেবুর মত ফল। এগুলোতে মূল্য কমেছে প্রায় ৫.৬৪ ভাগ। উল্লিখিত সময় মূল্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় একক পণ্য হিসাবে সবচেয়ে এগিয়ে আছে কালোজিরার দাম। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে এক কেজি কালোজিরার দাম ছিল ৬০ টাকা। ২০০৭-এর সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ১৬৬.৬৬ ভাগ। বেসরকারী বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'ক্যাব'-এর জরিপে পণ্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির এই চিত্রই ফুটে উঠেছে।

২০ শীর্ষ ঋণখেলাফির কজায় ১৭ হাযার কোটি টাকা

শীর্ষ ২০ ঋণখেলাফির কাছেই আটকে আছে ৪৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ১৭ হাযার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য তৈরী প্রতিবেদনে (জুন '০৭) এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যাংকিং খাতে মোট খেলাফি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ২২ হাযার ৩০২ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রতিটি ব্যাংকের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাফির কাছেই আটকে রয়েছে এই পরিমাণ টাকা। একেকটি ব্যাংকের মোট খেলাফি ঋণের অর্ধেকেরও বেশী তাদের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাফির কাছে। তারা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী। সেকারণ ব্যাংক তাদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি ও মামলা করেও ঋণ আদায় করতে পারছে না। উল্টো ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তারাই চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী এ চারটি ব্যাংকের মোট খেলাফি ঋণের ৪৮ শতাংশ প্রতিটির শীর্ষ ২০ খেলাফির কাছে আটকে রয়েছে। বেসরকারী ব্যাংকগুলোতে এ হার ৬২ শতাংশ। তবে বিদেশী ব্যাংকগুলোতে শীর্ষ ২০ খেলাফির কাছে ঋণের পরিমাণ কম।

Contents

ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর পরীক্ষামূলকভাবে আদায় শুরু

গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তে দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর ফলে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে কর দাতারা বিভিন্ন হয়রানি থেকে নিস্কৃতি পাবেন। ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ কার্যক্রম ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরীক্ষামূলক এ পরিকল্পনার আওতায় দেশের ৬টি বিভাগের ৬টি উপযেলায় যথাক্রমে রাজশাহী বিভাগের পবা, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সদর, বরিশাল বিভাগের বরিশাল সদর, চট্টগ্রাম বিভাগের হাটহাজারী, সিলেট বিভাগের সিলেট সদর ও ঢাকা বিভাগের শিবপুর উপযেলায় ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রম চলছে। সূত্র মতে, এ অবস্থায় ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমির মালিকরা টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিলের মতো সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে দাখিলার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে পারছেন।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য একশ' কোটি ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তাদের মধ্যকার বাণিজ্য বাড়াতে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ৩০ কোটি ডলারের মতো বাণিজ্য হয়ে থাকে। এ বাণিজ্য ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ঢাকায় দু'দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের দু'দিনব্যাপী বৈঠকের শেষ দিন ৩০শে আগষ্ট এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠকে বাণিজ্য ঘাটতি নিরসন, চট্টগ্রাম ও করাচীর মধ্যে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ স্থাপন, আটকেপড়া পাকিস্তানীদের ফেরত নেয়া, সম্পদ ভাগাভাগি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উভয় দেশের তরফে আলোচনাকে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব রিয়ায মুহাম্মাদ খান বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত করা দু'দেশের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। বাণিজ্য তিনগুণ বৃদ্ধি করা ঢাকা ও ইসলামাবাদ চালেঞ্জ হিসাবে দেখছে। বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বাণিজ্য সেমিনার, বাণিজ্য মেলা এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বিনিময় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর সিলেবাস অনুমোদিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল (ডিগ্রী) ও কামিল (মাস্টার্স) শ্রেণীর সিলেবাস অনুমোদিত হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মুহাম্মাদ সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫তম সিন্ডিকেট সভায় সিলেবাসটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। দেশের ফাযিল (ডিগ্রী) ও কামিল (মাস্টার্স) মাদরাসার অধ্যক্ষগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের মাদরাসা শিক্ষা সেলে অফিস চলাকালে নির্ধারিত ফী ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে প্রদান করে সিলেবাস সংগ্রহ করতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও রামাযান নিয়ে প্রথম আলোর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ

দৈনিক 'প্রথম আলো'র সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আলপিন'-এর ৪৩১ তম সংখ্যার (১৭ সেপ্টেম্বর '০৭ সোমবার প্রকাশিত) ৬ নং পৃষ্ঠায় 'নাম' শিরোনামে 'মোহাম্মদ' নামকে ব্যঙ্গ করে একটি কার্টুন ছাপা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, একজন টুপি পরিহিত দাঁড়িওয়ালা লোকের সামনে একটি বিড়াল কোলে নিয়ে একটি বালক দাঁড়িয়ে আছে। টুপি-দাঁড়িওয়ালা লোকটি বালকটিকে প্রশ্ন করছে, 'এই ছেলে, তোমার নাম কী'? সে উত্তরে বলছে, 'আমার নাম বাবু'। লোকটি তখন বলছে, 'নাম বলার আগে মোহাম্মদ বলতে হয়'। লোকটি আবার প্রশ্ন করছে 'তোমার বাবার নাম কী'? ছেলেটি উত্তরে বলছে 'মোহাম্মদ আবু'। অতঃপর বালকটিকে প্রশ্ন করা হয়, 'তা তোমার কোলে এটা কী'? সে উত্তরে বলে 'মোহাম্মদ বিড়াল' (নাঊযুবিল্লাহ)। তাছাড়া উক্ত আলপিনের প্রচ্ছদেও রামাযানকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

উক্ত কার্টুন প্রকাশের ফলে সারা দেশের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রথম আলোর ডিক্লারেশন বাতিল ও সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্টুনিষ্টকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবী জানিয়ে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ ও প্রথম আলোর কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং উক্ত আলপিনটি প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারও এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এবং কার্টুনিষ্টকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ কা'বা শরীফকে বাইজী বাড়ীর সাথে তুলনাঃ এদিকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্তমান ঈদ সংখ্যায় (বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৯, ঈদ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭) কা'বা শরীফকে বাইজী বাড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাপ্তাহিকটির ২৩৪ পৃষ্ঠায় কুখ্যাত লেখক দাউদ হায়দারের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'সুতানটি সমাচার'-এর এক জায়গায় লেখা হয়েছে, 'বাসনা হয়েছে, বাঈজি বাড়িতে যাবো। লক্ষ্ণৌ এসেছি বাঈজি বাড়িতে যাবো না, লোকে শুনলে কী বলবে? মক্কা গেলে কাবা শরিফ দেখবে না কেউ, তাই হয়'?

উল্লেখ্য, সরকার এক প্রেসনোটের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ২০০০-এর উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং এর বিক্রয়, বিপণন, পূর্ণ বা আংশিক পুনঃমুদ্রণ, প্রকাশ অথবা সংরক্ষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

[দৈনিক প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই চরম ঔদ্ধত্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার দুঃসাহস নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এক সপ্তাহ আগে সুইডেনের 'নেরিকেজ আলেহান্দা' পত্রিকায় রাসূলের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ, আর এক সপ্তাহ পরেই বাংলাদেশের পত্রিকায় রাসূলের অবমাননা একই সূত্রে গাঁথা কি-না সেটা সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে। সেই সাথে অপরাধীদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যেন এই ঔদ্ধত্যের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।-সম্পাদক]

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম ধনী আযীম প্রেমজি

ভারতের সফটওয়্যার ব্যবসার সম্রাট আযীম প্রেমজি বিশ্বের মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের শীর্ষে অবস্থান করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। উদ্যোক্তা ও সম্পদের দিক থেকে পারস্য উপসাগরীয় সম্পদশালী দেশগুলোর রাজ পরিবারের বাইরে তিনিই প্রথম মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। তার মোট সম্পদের পরিমাণ এক হাযার সাতশত কোটি (১৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। প্রভাবশালী অর্থনৈতিক পত্রিকা 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর প্রথম পাতায় ভারতে তৃতীয় বৃহৎ আইটি প্রতিষ্ঠান ইউপরোর চেয়ারম্যান আযীম প্রেমজি সম্পর্কে ফলাও করে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসলামী দেশগুলোর ধনী ব্যক্তিদের বিত্ত সম্পদের প্রচলিত ধারণার বাইরে প্রেমজি নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছেন। প্রেমজি আহরিত সম্পদ কোন পেট্রোলিয়াম ব্যবসা থেকে আসেনি। এটা তিনি অর্জন করেছেন নিজের আস্থা ও শ্রম-নিষ্ঠায়। আযীম প্রেমজি তার পরিবারের একটি রুগ্ন প্রতিষ্ঠান 'ভেজিটেবল অয়েল ফার্ম'কে উইপরো লিমিটেডে উন্নীত করেছেন, যা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীর জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সুইডিশ পত্রিকায় আবারো মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ

গত ১৮ আগষ্ট আবারো সুইডিশ পত্রিকা নেরিকেজ আলেহান্দায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে কুকুরের মাথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দু'বছর আগেও একটি ডেনিশ পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল। কার্টুন প্রকাশের পর থেকেই সারাবিশ্বের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। প্রতিনিয়তই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৫৭ জাতি ওআইসি'র পক্ষ থেকে কার্টুন প্রকাশের নিন্দা জানিয়ে কার্টুনিষ্টের শাস্তি এবং সুইডিশ সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানানো হয়েছে। তবে সুইডিশ সরকার বা কার্টুনিষ্ট লার ভিল্কস এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে না বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।

বিশ্বে বেকার ৮৮ কোটি

বর্তমান পৃথিবীতে বেকারের সংখ্যা ৮৮ কোটি ২০ লাখ। এই বেকারের অধিকাংশই যুব বয়সী এবং উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র (আইএলও) এক গবেষণা সমীক্ষায় এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। আইএলও'র অপর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে সর্বমোট কর্মক্ষম লোকের শতকরা ২৫ ভাগ যুবক। এই সমীক্ষায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৫৫ কোটি গরীব কর্মজীবী লোকের মধ্যে ১৩ কোটি যুবক ও যুব মহিলা, যাদের দৈনিক আয় ১ আমেরিকান ডলার বা তার সমান। এসব গরীব যুবক ও যুব মহিলারা তাদের এবং পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য দারিদ্র্যসীমার নীচে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত আছে।

ভারতের শিক্ষিত সমাজেই নারী নির্যাতন বেশী

উচ্চশিক্ষা, আভিজাত্য, রুচিবোধ, বংশ মর্যাদা বা পেশাগত গ্লামার কি শহুরে মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তায় বাড়তি মাত্রা যোগ করতে পারে? না, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্টে অন্তত তেমনই জানা গেছে। 'অ্যাসোচেম' নামের একটি সংস্থা দিল্লী, কলিকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরের এক হাযার মহিলার উপর সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের উপজাতীয় মহিলাদের তুলনায় শহরে শিক্ষিত, অভিজাত মহিলারাই বেশী পারিবারিক হিংসার শিকার হচ্ছেন। সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য থেকে মনে করা হয়, পুরুষ-মহিলা বা স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার দৌড়ে শহুরে মেয়েদের থেকে উপজাতীয় মহিলারা এগিয়ে আছে অনেক বেশী।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ কোটি কুকুর-বিড়ালের বার্ষিক খাদ্য ব্যয় ১০৫ হাযার কোটি টাকা

গত বছর আমেরিকায় গৃহপালিত ৭ কোটি ৫০ লাখ কুকুর এবং ৮ কোটি ৮০ লাখ বিড়ালের জন্য ১ হাযার ৫শ' কোটি ডলারের (বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০৫ হাযার কোটি টাকা) খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া আরো ছিল ঐসব পশুর মালিকদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যসামগ্রী। দু'বছর আগে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১ হাযার ১শ' কোটি ডলার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত গ্রীষ্মে চীন থেকে পশুখাদ্য হিসাবে আমদানীকৃত ৬ কোটি প্যাকেট পশুর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচিত হওয়ায় বিনষ্ট করা হয়েছে।

ভারতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করতে ব্যাংকারদের আহ্বান

ভারতীয় ব্যাংকাররা সে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যাংকারদের দু'দিনব্যাপী এক সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়েছে। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জুয়া খেলা ও মদ ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থ ব্যবহার এবং সূদ আদায় নিষিদ্ধ রয়েছে। ব্যাংকাররা বলেছেন, এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভারতকে দীর্ঘ মেয়াদী তহবিল যোগান দিতে পারে। এর জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজন হবে ৪০ হাযার কোটি মার্কিন ডলার।

দুর্নীতির দায়ে ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাদার যাবজ্জীবন

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট জোসেফ এস্ত্রাদাকে দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ৭০ বছর বয়স্ক এস্ত্রাদা এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জোরালো দাবি করলেও দুর্নীতি দমন বিশেষ আদালত কোটি কোটি ডলার ঘুষ গ্রহণের দায়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। এছাড়া আদালত তার ব্যাংক হিসাব থেকে ৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করে। রায় ঘোষণার পর এস্ত্রাদা ধপাস করে তার চেয়ারে বসে পড়েন। তাকে তার বিলাসবহুল কম্পাউন্ডে নেয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য একটি বিশেষ আদালত গঠন করা

হয়েছিল। আদালত থেকে পুনরায় নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাকে সেখানেই গৃহবন্দী রাখা হবে।

ইরাক যুদ্ধে ৩৭৭৩ মার্কিন সৈন্য নিহত, আহত ২৭৮৪৮

ইরাক দখলের পর গত প্রায় সাড়ে ৪ বছরে ৩ হাযার ৭৭৩ জন মার্কিন সৈন্য নিহত এবং ২৭ হাযার ৮৪৮ জন আহত হয়েছে। ইরাকে মার্কিন দখল বিষয়ক এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানানো হয়। পরিসংখ্যানে বলা হয়, এ সময়ে ৭০ হাযার থেকে দেড় লাখ বেসরকারী ইরাকী নাগরিক নিহত হয়েছে। গত বছর বিতর্কিত এক মার্কিন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, ৬ লাখ ৫৫ হাযারের মতো ইরাকী যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় নিহত হয়েছে।

বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষ এক বছরের মধ্যে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার চায়

বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এক বছরের মধ্যে ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সেনা প্রত্যাহার দেখতে চায়। তবে অর্ধেকেরও কিছু কম ব্যক্তি মনে করেন তারা কখনো ইরাক ছাড়বে না। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিবিসি পরিচালিত এক জনমত জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপে দেখা যায়, বিশ্বের ২২টি দেশের অংশগ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে ৩৯ শতাংশ চান ইরাক থেকে এই মুহূর্তে মার্কিন সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া হোক। ২৮ শতাংশ মনে করেন, এই কাজটি পর্যায়ক্রমে করা যেতে পারে। মাত্র ২৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ইরাকে মার্কিন সৈন্যদের অবস্থানের ব্যাপারে মত দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চারজনের মধ্যে একজন ইরাক থেকে তাৎক্ষণিক সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে ৩২ শতাংশ মার্কিনী মনে করেন, ইরাকের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই সেখান থেকে সেনা সরিয়ে আনতে হবে। বিবিসি'র এই জরিপে ২৩ হাযার ১৯৩ জন অংশ নেয়।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দশ নগরী

পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত দশটি নগরীর নাম ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিবেশবাদী সংস্থা 'ব্ল্যাকস্মিথ ইনস্টিটিউশন'। রাশিয়া, চীন, ভারত ও পেরুর মতো দেশগুলোও তালিকায় রয়েছে। প্রধানত রাসায়নিক ও খনি শিল্পের কারণে দূষিত এ অঞ্চলগুলোতে প্রায় বার মিলিয়ন লোক দূষণের শিকার হচ্ছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, চীনের তিয়ানইংয়ে মারাত্মকভাবে দূষিত পরিবেশে বাস করছে এক লাখ চল্লিশ হাযার মানুষ। ভারতীয় খনি শহর সুখিণ্ডাকেও দূষিত এসব নগরীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানকার পানিতেও বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত আজারবাইজানের সুমগীত নগরীতে পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার দুই লাখ পঁচাত্তর হাযার জন। সেখানে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেশের বাদবাকী অঞ্চলের চেয়ে শতকরা ৫১ জন বেশী। দূষণ আক্রান্ত অন্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনের লিনফিন, ভারতের ভাপি, পেরুর লা অরোয়া, রাশিয়ার নরিলস্ক, জাম্বিয়ার কাবয়ি ও ইউক্রেনের চেরনোবিল।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজ বরফমুক্ত

বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য চমৎকার একটি খবর হ'ল বরফে ঢাকা উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ বা নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এশিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সমুদ্রপথ হ'ল নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ বা উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ। এই পথটি এর আগে সারা বছরই বরফে জমাট হয়ে থাকত। আইসব্রেকার ছাড়া সাধারণ কোন জাহাজ চলাচল করতে পারত না। সর্বশেষ ১৯৭৮ সালের জরিপে এই পথটি জমাট বরফে আবদ্ধ দেখা গেছে। কিন্তু ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা গেছে নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজ এখন সম্পূর্ণ বরফমুক্ত। এর ফলে এখন থেকে এই পথে বাণিজ্যিক ও যাত্রীবাহী সব জাহাজই চলাচল করতে পারবে।

রাশিয়া ও ইউরোপের উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর এবং কানাডার বিস্তীর্ণ আর্কটিক এলাকা দিয়ে গেছে এই পথ। এই পথ বরফমুক্ত হওয়ায় বিশ্ব বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। কিন্তু কানাডা ইতিমধ্যেই নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজের কানাডীয় অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে আপত্তি জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের দাবি নর্থওয়েষ্ট প্যাসেজকে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত পথ হিসাবে খুলে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, বায়ুমণ্ডলে মাত্রাতিরিক্ত হারে কার্বনডাই অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস জমা হওয়ায় বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ হ'ল বরফে জমাট উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রপথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া।

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় প্রতি মিনিটে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা

ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার প্রতি মিনিটে গড়ে ব্যয় হচ্ছে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ব্যয় হচ্ছে ৭২০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫ হাযার কোটি টাকা। এ হিসাব উদঘাটন করেছে 'আমেরিকা ফ্রেন্ড সার্ভিস কমিটি'। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী যোসেফ স্টিগলজি এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের বাণিজ্য বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির লেকচারার লিন্ড জে বালম যৌথভাবে এ হিসাব প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস প্রদত্ত বরাদ্দ ও ইরাক যুদ্ধ ফেরতদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হওয়া অর্থের সমন্বয়ে। তারা উভয়ে আরো জানিয়েছেন, এ যাবৎ ইরাক যুদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ ২.২ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে ফিরে আবার সঊদী আরবে নির্বাসিত নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানের নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দীর্ঘ ৭ বছর পর দেশে ফেরার ৪ ঘণ্টা পরই আবার নির্বাসিত হয়েছেন। বিমানবন্দর থেকেই তাকে সঊদী আরবে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক মার্কিন মিত্র প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশররফকে ক্ষমতাচ্যুত করার অঙ্গীকার নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী লন্ডন থেকে পিআইএয়ের একটি বিমানে করে নওয়াজ শরীফ ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছেন বেলা ১১-টা ৫০ মিনিটে। অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিমানটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বিমান অবতরণের পর শরীফ আসন থেকে উঠে সহযাত্রীদের সঙ্গে করমর্দন করে নীচে নামার প্রস্তুতি নেন। তার সমর্থকরা 'নওয়াজ শরীফ জিন্দাবাদ', 'মোশাররফ হটো' শ্লোগান দিতে থাকেন। বিমান থেকে নামার আগে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা শরীফের পাসপোর্ট চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়ে দু'ঘণ্টা শরীফের সঙ্গে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বিমান থেকে অবতরণ করে সঙ্গীদের নিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেখানে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং ১০ বছর দেশের বাইরে থাকার যে চুক্তি করেছিলেন সেটা তাকে দেখানো হয়। পরে তাকে সঙ্গীদের থেকে আলাদা করে একা বিমানবন্দরের টারমাকে নিয়ে প্রথমে একটি হেলিকপ্টার এবং সেখান থেকে জেদ্দাগামী একটি বিমানে উঠানো হয়। তিনি নিরাপদে সঊদী আরবে পৌঁছে গেছেন। তবে এবার জেদ্দায় পৌঁছলে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়নি। কারণ মোশাররফের সাথে নওয়াজের ১০ বছর দেশে না ফেরার যে চুক্তি হয়েছিল তাতে অন্যতম মধ্যস্থতাকারী ছিলেন সঊদী বাদশাহ। তাছাড়া সঊদী বাদশাহর অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি ১০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে ফিরলে সঊদী সরকার তাঁর উপর চটে যান। সেকারণ বর্তমানে তিনি জেদ্দায় নিজের ভাড়া করা বাড়ীতে অবস্থান করছেন। পূর্বের ন্যায় তার জন্য রাজকীয় প্রাসাদ বরাদ্দ করা হয়নি।

নওয়াজ শরীফের পাকিস্তানে আগমন উপলক্ষে নিরাপত্তা কর্মীরা ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পাঁচ কিঃ মিঃ (তিন মাইল) ঘিরে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করে। এক হাযারের বেশী পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নওয়াজকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে আসার চেষ্টা করলে জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। রাজনৈতিক কর্মীদের গাড়ীবহর ৫ কিঃমিঃ দূরে থামিয়ে দেয়া হ'লে তারা হেঁটে বিমানবন্দরে যাবার চেষ্টা করেন।

পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ব্যাটন চার্জ করে। সংঘর্ষে বহু আহত হয়। এর আগে শরীফের দলীয় প্রায় ৪ হাযার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। মুসলিম লীগ (নওয়াজ)-এর মহাসচিব জাফর ইকবালসহ দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়। শরীফের দল পিএমএল (নওয়াজ) বলেছে, তারা শরীফকে আবার নির্বাসনে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত আগস্টে পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে, নওয়াজ শরীফ ও তার পরিবার দেশে ফিরে আসতে পারেন অবাধে। এরপর গত ৮ সেপ্টেম্বর শনিবারই লন্ডনে সংবাদ সম্মেলনে নওয়াজ শরীফ সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য ১০ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরার ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে পদচ্যুত হবার পর তিনি ২০০০ সাল থেকেই সঊদী আরবে নির্বাসিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ গুল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুল সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। পার্লামেন্টের ভোটে তিনি নির্বাচিত হন। তুরস্কের ইসলামপন্থী ক্ষমতাসীন একে পার্টি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে গত কয়েক মাস ধরে উত্তেজনা চলার পর আব্দুল্লাহ গুল পার্লামেন্টে তৃতীয় দফা নির্বাচনে নির্বাচিত হন। তবে তিনি তার দায়িত্ব পালনকালে প্রথমেই মারাত্মক হোঁচট খেয়েছেন। গত ৩০ আগষ্ট আঙ্কারায় সেনাবাহিনীর এক অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃবর্গ চিরাচরিত প্রথা লংঘন করেন এবং প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুলকে স্যালুট করতে ব্যর্থ হন। এমনকি প্রেসিডেন্টের স্ত্রী খায়রুন নিসা হিজাবধারী হওয়ায় তাকে ছাড়াই তিনি অনুষ্ঠানে যান। এদিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেয়ার পর আব্দুল্লাহ গুল সে দেশের নতুন মন্ত্রীসভার প্রতি অনুমোদন প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, তুরস্কের নতুন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী বৈঠক

রশীদপুর, সিরাজগঞ্জ ২৫ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য বাদ এশা সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া উপযেলার অন্তর্গত রশীদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন প্রমুখ। বক্তাগণ উপস্থিত মুছল্লীদের ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং ছালাতের সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুযযাম্মিল হক্ব।

বগুড়া, ২৬ আগষ্ট রবিবারঃ অদ্য বগুড়া যেলার গাবতলী থানার অন্তর্গত হামীদপুর প্রামাণিক পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম প্রমুখ। বৈঠকে মেহমানগণ উপস্থিত মুছল্লীদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতান্তে রাসূল (ছাঃ) পঠিত দো'আ সমূহ শিক্ষা দেন এবং সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থসহ কুরআন ও হাদীছ পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

যুবসংঘ

জঙ্গীদের গডফাদারদের আইনের আওতায় আনুন

-কেন্দ্রীয় সভাপতি

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৭ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ সরকারের প্রতি উক্ত আহ্বান জানান। মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যতদিন জঙ্গীদের গডফাদারদের গ্রেফতার করে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করা না হবে, ততদিন বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে জঙ্গী নির্মূল করা সম্ভব হবে না। শীর্ষ জঙ্গীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হ'লেও গডফাদাররা এখনো ধরা-ছোয়ার বাইরে রয়েছে। তাদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ১৭ আগষ্ট বাংলাদেশের জন্য একটি কাল অধ্যায়। ২০০৫ সালের এই দিনে বাংলাদেশের ৬৪ যেলার মধ্যে ৬৩টি যেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের এই মুসলিম দেশকে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আহলেহাদীছগণ কোন দিনই দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করেনি। তাই ইসলাম বিরোধী এই চক্রের বিরুদ্ধে আমরাই সর্বপ্রথম কলম ধরেছি, বক্তব্য দিয়েছি, গণসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সেই অভিযোগেই আমাদেরকে জেল খাটতে হ'ল। এমনকি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ঐ মিথ্যা অভিযোগে এখনো কারান্তরীণ আছেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আজও প্রমাণিত হয়নি। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তি দাবী করেন। উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

রামশাপুর, বাঘা, রাজশাহী ৫ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রামশাপুর-হরিরামপুর এলাকার উদ্যোগে রামশাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা থানা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ ও মাযহাবী সংকীর্ণতায় আবেষ্টিত মুসলিম সমাজের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সাল থেকে এদেশে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন নতুন কোন আন্দোলন নয়। এটা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। একটি চিহ্নিত মহল ইসলামের নামে বোমাবাজি করে ইসলাম ও মুসলিম দেশ এবং আহলেহাদীছদের উপর কালিমা লেপন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এ কারণে আমাদেরকে জেল-যুলুমের শিকার হ'তে হয়েছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এখনো কারাবন্দী আছেন। ইসলামের চিরশত্রু জঙ্গীদের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরও নিরপরাধ আমীরে জামা'আতকে আটকে রাখা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

বাগমারা, রাজশাহী ৮ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল হালীম বিন ইলইয়াস, হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল কাসেম, সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম ও এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিপর্যস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়ঃ শাসন ও নির্বাচন পদ্ধতির নয়া প্রস্তাবনা

পটভূমিঃ

কিছুদিন আগেও আমরা আমাদের এই প্রিয় দেশকে নিয়ে অনেক গর্ব করতাম। কিন্তু এখন আমরা কি নিয়ে গর্ব করব? সোনাফলা এ দেশের মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, খাল-বিল, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ভূগর্ভস্থ অঢেল খনিজ সম্পদ, জনশক্তি প্রভৃতি নিয়ে যখন ভাবি, তখন মনে প্রশ্ন জাগে কে বলে আমরা দরিদ্র? চারিদিকে সৃষ্টিকর্তার দেয়া অফুরন্ত সম্পদের কথা যখন আঁখি মুদিত করে উপলব্ধি করি তখন মনে হয়, আমরা আদৌ গরীব নই। সাম্প্রতিক কালে দেশে যা ঘটে গেল, তা আমাদের অতীত-বর্তমান কৃতকর্মেরই ফল। এদেশের কৃতী সন্তানরা যখন দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে, তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়। আবার তাদের দ্বারাই যখন নানা অপ্রীতিকর, অনৈতিক ও অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাদের দ্বারাই তাদেরই অর্জিত সুনাম যখন ম্লান হয়ে যায়, তখন আমরা যারপর নাই ব্যথিত ও আহত হই। যেমন করে বাংলাদেশের সুনাম ম্লান হয়েছে। এদেশের খ্যাতিমান সন্তানদের অসহনীয় রাজনীতির হিংস্র ছোবলে। সত্যি এদেশের পরিস্থিতি কি হচ্ছে বা ভবিষ্যতে কি হবে, তার কোন সদুত্তর এই মুহূর্তে বোধকরি কেউ দিতে পারবেন না। তবে বিগত বছরের ২৭ অক্টোবরের পর থেকে দেশের ইতিহাসে এক নযীরবিহীন বিপর্যস্ত রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অতঃপর সর্বশেষ ১১ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমাদ কর্তৃক জারিকৃত যরূরী আইনের পর ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তাতে জাতি অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। দেশবাসী ইতিমধ্যে এ সরকারের উপর অনেকটা আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সাথে সাথে এ সুস্পষ্ট ধারণারও জন্ম দিয়েছে যে, এদেশে স্বাধীনচেতা সৎ, যোগ্য, দক্ষ সুশাসক এখনও বিরাজমান। তাই বলা যায়, যদি প্রকৃত কোন সৎ, যোগ্য, অভিজ্ঞ শাসক এদেশ শক্ত হাতে পরিচালনা করেন তাহ'লে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ মুসলিম দেশটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন একটি শক্তিশালী কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। অথচ যা কি না স্বাধীনতার তিন যুগেও বিগত কোন দলীয় সরকার করতে পারেনি। এর পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এদেশের সংকীর্ণ দলীয় সরকার ব্যবস্থা। কারণ তারা এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ ছাড়া রাষ্ট্রস্বার্থ ও জনকল্যাণের কথা ভাবে না। এক্ষেত্রে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি সকল দলের সরকারের অবস্থা একই ছিল। তাই প্রশ্ন জাগে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ, কালো টাকা ও পেশী শক্তিমুক্ত নির্বাচন উপহার দিয়ে গেলেন অথবা শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ, যুগোপযোগী অনেক ভাল আইন প্রণয়ন সহ সাময়িক কিছু ভাল কাজ করে গেলেন, কিন্তু পরবর্তীতে যে দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসবে, তারা তাদের দলীয় শাসনের সেই ভয়াল সর্বগ্রাসী রূপ পুনরায় যে ধারণ করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? অনুরূপভাবে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কারের পর নির্বাচন হ'লে এরপর হয় আওয়ামীলীগ নতুবা বিএনপি অথবা বড় যে কোন দল ক্ষমতায় আসবে। তখন এই দলীয় সরকার সংসদে মেজরিটির ক্ষমতাবলে এখনকার প্রণীত আইন যে পরিবর্তন করবে না অথবা তাদের নির্বাহী ক্ষমতাবলে সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজরা (নেতা-নেত্রীসহ) যে আবার মুক্ত হবে না কিংবা দলীয় দুঃশাসন কায়েম হবে না তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়? তাই আমরা মনে করি সুশাসনের জন্য যেমন সৎ, যোগ্য, দক্ষ শাসক বা নেতার দরকার, তেমনি যুযোপযোগী আইন, শাসন ও নির্বাচন ব্যবস্থাও প্রয়োজন। এজন্য এদেশের আপামর জনসাধারণ চলমান এই নোংরা দলীয় শাসনের অবসান চায় এবং এর বিকল্প পদ্ধতি দেখতে চায়।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা দেশের শাসনব্যবস্থা ও নেতৃত্ব নির্বাচনপদ্ধতির আমূল সংস্কার এনে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি গড়ার প্রত্যাশায় কতিপয় প্রস্তাব পেশ করছি।

প্রস্তাবনা সমূহঃ

(ক) শাসনপদ্ধতিঃ ১। রাষ্ট্র পরিচালিত হবে প্রেসিডেন্ট শাসিত পদ্ধতিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবসের ন্যায় ইবনে খালদূন রাষ্ট্রের শাসনভার এক হস্তের উপর ন্যস্ত থাকা উত্তম বলেছেন। (*দ্রঃ ডঃ ইমাজ উদ্দীন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ২৬৪*)। প্রধানমন্ত্রী শাসিত তথা সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে।

২। দলীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করতে হবে।

৩। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলিম পুরুষ হ'তে হবে।

৪। রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে (ইতিমধ্যে যা বাস্তবায়ন হ'তে যাচ্ছে)।

৫। হাইকোর্টের কার্যক্রম ৬টি বিভাগে চালু করতে হবে। যেমনটি এক সময় প্রচলিত ছিল।

৬। ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সংখ্যালঘুদেরও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে দেশ পরিচালনায় তারাও ভূমিকা পালন করতে পারে। সংখ্যালঘুদের বসবাসের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকতে হবে।

৭। এমপি পদের প্রার্থীদের জন্য কমপক্ষে ডিগ্রী বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

৮। দেশের সবকিছুকে রাজধানী মুখী না করে রাজধানীর উপর চাপ কমাতে এবং গ্রাম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৬টি বিভাগে বিভাগীয় (আংশিক) শাসন চালু করা যেতে পারে। যা বিশ্বের বহু উন্নত দেশে বিদ্যমান।

৯। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization) প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শালিসী বা সামাজিক বিচার ব্যবস্থাকে গ্রামপ্রধান বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা। এ ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যাতে সাধারণ ও গরীব মানুষগুলো থানা-কোর্টে না গিয়েও বিনা পয়সায় ন্যায্যবিচার পেতে পারে। ফলে দেশের কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এজন্য গ্রাম, ইউনিয়ন বা থানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থানীয় প্রশাসকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

(খ) নির্বাচন পদ্ধতিঃ বর্তমানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট চলছে। একসময় নির্বাচনও হবে। একটি দল আবার ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু দেশবাসী তাদের উপর কতটুকু আস্থা রাখতে পারবে? কারণ বিগত ইতিহাস হ'ল

দলীয় শাসনের নামে জনগণকে শোষণ করা। সেক্ষেত্রে জাতি যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পায়নি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশের মানুষ এখন স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা চায়, সঠিক বিচার চায়, দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন চায়। কিন্তু বর্তমান প্রার্থীভিত্তিক গণনির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত সরকারের মাধ্যমে তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে দেশের সকল পর্যায়ের নাগরিকের মতামতের মূল্য সমান বিবেচিত হয়। একজন প্রফেসর ও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তারতম্য থাকে না। অথচ জাতীয় কোন নেতৃত্ব নির্বাচন বা মনোনয়নের জন্য অথবা জাতীয় অন্যান্য কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তা একজন মূর্খ, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সাথে কখনও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের মতামত বা ভোট তুলনীয় হ'তে পারে না। পাশ্চাত্য তেকে ধার করা বর্তমান গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এখানেই। অথচ এ কথাটা কেউ ভাবছে বলে মনে হচ্ছে না অথবা ভাবলেও তারা উক্ত পদ্ধতির বিপরীত কোন গাইডলাইন জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় চলমান এ পদ্ধতির যরূরী সংস্কার প্রয়োজন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব সমূহ উপস্থাপন করা হল-

নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারঃ

১। স্থানীয় সরকার নির্বাচনঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে হবে। এখানে ৩টি ইউনিট বা শাখা থাকবে। (ক) মহল্লা প্রধান (খ) গ্রাম প্রধান এবং (গ) ইউনিয়ন প্রধান বা চেয়ারম্যান। যেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে চালু আছে। নেতৃত্ব নির্বাচনের উক্ত ধাপগুলো নির্বাচন কমিশনকে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ক) **মহল্লা প্রধান ঃ** সকলের ভোটে নয় বরং ঐ মহল্লার গণ্যমান্য ও শিক্ষিত সচেতন মানুষের মতামতের ভিত্তিতে একজন মহল্লা প্রধান মনোনীত হবেন। তার মেয়াদ হবে ২ বছর। মহল্লা প্রধানকে কমপক্ষে এইচএসসি পাশ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে এবং তার বয়সসীমা হবে ৩৫-৬৫ বছর। যারা ঐ মহল্লা প্রধানকে নির্বাচিত করবেন, তাদেরকেও কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে। তাদের বয়সসীমা হবে ২০-৬৫ বছর। সদস্য হিসাবে মনোনীত হবেন বয়স্ক জ্ঞানী গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, মসজিদের ইমাম বা সমপর্যায়ের পেশা শ্রেণীর নির্দিষ্ট কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তি। মৌলিক মতামতের মাধ্যমে মনোনয়ন সম্ভব না হ'লে প্রার্থীবিহীন গোপন ভোটের মাধ্যমে এই মনোনয়ন সম্পন্ন হবে। এখানে কেউ ভোট চাইতে পারবে না। যিনি অধিক ভোট পাবেন তিনিই মহল্লা প্রধান হিসাবে মনোনীত হবেন। মহল্লার শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মহল্লা প্রধান নিজ ইচ্ছামত ২ অথবা ৩ জনকে উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসাবে মনোনয়ন দিবেন।

(খ) **গ্রামপ্রধান বা গ্রাম সরকার প্রধান ঃ** গ্রাম প্রধান বা গ্রাম সরকার প্রধানকে মনোনয়ন দিবেন মহল্লা প্রধানগণ। মহল্লা প্রধানদের মধ্য থেকে অথবা গ্রামবাসীর মধ্য থেকে উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকেও গ্রামপ্রধান করা যেতে পারে। প্রত্যেক মহল্লা প্রধানই হবেন গ্রাম প্রধানের উপদেষ্টা বা পরামর্শক। তবে তিনি প্রয়োজনে যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য ৪ বা ৫ জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করতে পারবেন। গ্রাম প্রধানের মেয়াদ হবে ৩ বছর এবং বয়সসীমা হবে ৩৫-৬৫ বছর। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও মহল্লা প্রধানের ন্যায় হ'তে হবে।

(গ) **ইউনিয়ন প্রধান বা চেয়ারম্যান ঃ** ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামপ্রধানদের মধ্য থেকে উপরোক্ত নিয়মে ইউনিয়ন প্রধান বা চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। চেয়ারম্যানের মেয়াদ হবে ৩ বছর এবং বয়সসীমা হবে ৪০-৬০ বছর। প্রত্যেক গ্রামপ্রধান ইউনিয়ন প্রধানের পরামর্শক ও ইউনিয়ন প্রধান নির্বাচনে ভোটার হবেন। এর বাইরে চেয়ারম্যান যোগ্যতাসম্পন্ন ৫ বা ৬ জন পরামর্শক নিয়োগ দিতে পারবেন।

(ঘ) **থানা প্রধান বা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনঃ** থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন প্রধান বা চেয়ারম্যানদের পরামর্শে অথবা প্রার্থীবিহীন ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন প্রধানদের মধ্য থেকে অথবা থানার অধিবাসী যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি সাংসদ বা থানাপ্রধান মনোনীত হবেন। থানায় শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্য বা থানা প্রধানের পরামর্শক বা ভোটার হবেন ইউনিয়ন প্রধানগণ। তবে প্রয়োজনে তিনি যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ৫ বা ৬ জন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত পরামর্শক নিয়োগ দিতে পারবেন। ইউনিয়ন প্রধানদের নিকট সংসদ সদস্যের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি যদি অনিয়ম করেন বা অন্য কোন কারণে অযোগ্য প্রমাণিত হন তাহ'লে ইউনিয়ন প্রধানগণ লিখিতভাবে যেলা চেয়ারম্যান বা প্রধানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে ২ সপ্তাহের মধ্যে একইভাবে একই নিয়মে অন্য একজন সাংসদকে মনোনয়ন দিবেন। সাংসদদেরকে অবশ্যই বিএ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে। তার মেয়াদ হবে ৪ বছর এবং বয়সসীমা হবে ৪০-৬০ বছর।

(ঙ) **যেলা চেয়ারম্যান বা যেলা প্রধান নির্বাচনঃ** যেলার অন্তর্গত সাংসদ বা থানা প্রধানদের মধ্য থেকে অথবা উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যেলার অন্য কোন লোক যেলা চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। উপরোক্ত (ঘ নং) নিয়মেই যেলার চেয়ারম্যান বা প্রধান নিযুক্ত হবেন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে কমপক্ষে এম.এ বা সমমান। তার মেয়াদ হবে ৪ বছর এবং বয়সসীমা ৪০-৬০ বছর। জেলা চেয়ারম্যান তার মনোনীত ৬ বা ৭ জন উক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে পরামর্শক নিয়োগ দিবেন। উল্লেখ্য, থানা প্রধানদেরকে যেলা প্রধানের নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে। এক্ষেত্রে যেলার অধীনে যত পার্লামেন্ট সদস্য বা থানাপ্রধান থাকবেন তাদের মধ্যে যেলা চেয়ারম্যান বা প্রধান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করবেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনঃ মনোনীত থানা প্রধান এবং যেলা প্রধানগণ হবেন প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের জন্য ভোটার ও পরামর্শক বা পার্লামেন্ট সদস্য। যেলাপ্রধান নির্বাচনের পর ২ সপ্তাহের মধ্যেই জাতীয় সংসদে পরামর্শ অথবা প্রার্থীবিহীন ভোটের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্য থেকে অথবা যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন দেশের সৎ, মুত্তাক্বী, কোন খ্যাতিম্যান মুসলিম পুরুষ নাগরিককে সাংসদগণ প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করবেন। তবে প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই এম,এ বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে এবং তাঁর বয়সসীমা হবে ৪৫-৬৫ বছর।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে ১০ জনকে এবং ইচ্ছামত সদস্যের বাইরে থেকে ৬ বা ৭ জনকে উপদেষ্টা বা পরামর্শক নিযুক্ত করবেন। প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১ জন সহ সর্বাধিক ১৬ জনকে নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। তাঁদের পরামর্শক্রমে উপরাষ্ট্রপতি, স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা প্রধান, প্রধান বিচারপতি, জাতীয় মসজিদের ইমাম, খত্বীব, ডিসি

Contents

সহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দিবেন। যাঁরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা থাকবেন তাঁরা কোনক্রমেই মন্ত্রী বা সরকারী গুরুত্বপূর্ণ লাভজনক কোন পদে থাকতে পারবেন না। তবে সরকারীভাবে তাঁদের আবাসিক ব্যবস্থা সহ উল্লেখ্যযোগ্য সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা থাকবে।

দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হবেন প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টকে ২ মাস পরপর দেশের সার্বিক অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে। কোন কারণে প্রেসিডেন্ট অযোগ্য হ'লে ভাইস প্রেসিডেন্ট অস্থায়ী ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ২ সপ্তাহের মধ্যে পূর্বের ন্যায় একজনকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনয়ন দিবেন।

পরামর্শ বা মনোনয়ন পদ্ধতির সুফলঃ

১। এই পদ্ধতি কার্যকর হ'লে সকল দলাদলী এবং হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী এমনকি নির্বাচন নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

২। পোষ্টারিং, লিফলেট, ব্যানার, তোরণ, মাইকিং, জনসমাবেশ, গাড়ী সমাবেশ, বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দেয়া, ধর্মীয় গ্রন্থের শপথ করানো, পরীক্ষা বা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যাঘাত, অফিস-আদালতের কাজকর্মে অসুবিধা এসব কোন কিছুই হবে না। সবচেয়ে বড় কথা গরীব এই দেশে নির্বাচনের পিছনে যে হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় হয়, তা রোধ করা যাবে। যা দিয়ে প্রতি থানাতে অন্ততঃ ছোট-খাট একটি শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

৩। দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজদের কালো টাকার রাজনীতির অবসান ঘটবে।

৪। সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে দেশ সেবার সুযোগ পাবে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

৫। এই পদ্ধতিতে কে নেতা হবেন, তা অজ্ঞাত থাকবে। সুতরাং নেতৃত্বের প্রতি কারো লোভ থাকবে না। হাদীছেও উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা নেতৃত্ব চেয়ে নেয়, তোমরা তাদেরকে নেতৃত্ব দিও না'। =*(বুখারী ও মুসলিম)*।

৬। গ্রাম পর্যায়ের মানুষের মধ্যে সচেতনতা, দায়িত্বানুভূতি ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে এবং শাসন, বিচার বা সালিশী ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। এতে যেমন কোর্ট-কাছারী, থানা-পুলিশের উপর চাপ কমবে, তেমনি দেশের কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

৭। প্রকৃত অর্থে সমাজ তথা দেশ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হবে।

৮। এই পদ্ধতি শুধু ইসলাম নয়, বরং প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সকল রাজনৈতিক ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সহ সকল পেশাজীবি মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে। তবে যেহেতু এ দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান সেহেতু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়ন অথবা বিতর্কিত কোন কর্মকাণ্ড না চালিয়ে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে রহিত করা যেতে পারে। সাথে সাথে অন্য ধর্মের বিরোধী কোন আইনও প্রণয়ন করা যাবে না।

৯। এ পদ্ধতিতেই দেশের প্রায় সকল ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতা-নেত্রী বা আমীর মনোনীত করেন। সুতরাং তাদের আন্তরিক সমর্থন পাওয়া যাবে।

১০। এ পদ্ধতিতে সকল সংখ্যালঘুদের ধর্ম-কর্ম পালন করার স্বাধীনতা থাকবে। শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে এবং দেশ গঠনে সকলের অংশগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ থাকায় স্ব স্ব ধর্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাঃ

১। দুর্বৃত্ত ও কালো টাকার মালিকরা এ পদ্ধতি মানতে চাইবে না।

২। এক্ষেত্রে বুর্জুয়া, অশিক্ষিত ও মুর্খ লোকদের মূল্যায়ন কোন কোন (বিশেষ করে নেতৃত্বের) ক্ষেত্রে কম হবে।

৩। দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে রাজনৈতিক দলগুলো প্রথমে এ পদ্ধতি মানতে চাইবে না।

৪। সাধারণ মানুষের নিকট প্রথমে এটা অস্বাভাবিক ও কঠিন মনে হ'তে পারে।

৫। নারীদের মূল্যায়ন শুধু নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিছুটা হ'লেও ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে।

৬। সর্বোপরি প্রস্তাবিত এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের কারণে অগ্রহণীয় গণতন্ত্রের প্রচারক ও ধারক-বাহকদের শিকড়ে আঘাত লাগতে পারে।

৭। দেশের সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে।

এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে যাদেরকে এগিয়ে আসতে হবেঃ

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলগুলো। এদের কাজ হ'ল গ্রাম-গঞ্জে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে এলাকাভেদে বাস্তব কিছু নমুনা দেখানো এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সকল দল ও মতের মানুষকে এর সুবিধা-অসুবিধা বুঝানো।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে গেছে। সেহেতু বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে এক টার্মের জন্য হ'লেও এটাকে সমর্থন করে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে আসতে হবে, যদি তারা দেশ এবং জাতির প্রকৃত কল্যাণ চান। এই পদ্ধতিকে তারা সমর্থন দিলে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

তৃতীয়তঃ মাঠপর্যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সহ সর্বক্ষেত্রে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে প্রায় শতভাগ মানুষ দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক কার্মকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের প্রশ্ন, নোংরা এই পদ্ধতি (দলীয় শাসন) থেকে বের হওয়ার কি বিকল্প কোন রাস্তা নেই? এক্ষেত্রে এই প্রস্তাবিত পদ্ধতি জাতির কল্যাণ সাধনে মাইলফলক হ'তে পারে। তাই এ পদ্ধতি সর্বস্তরের মানুষের নিকট সমভাবে সমাদৃত হবে বলে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

উপসংহার ঃ প্রকৃত অর্থে দেশের মানুষ চায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে দু'মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে ও স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করতে। দলীয় শাসন বা রাজনীতির এই ভয়াল রূপ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। তাই দেশবাসীকে বিশেষ করে সর্বস্তরের শান্তিকামী সচেতন দেশপ্রেমিক মানুষকে উপরোক্ত শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচনপদ্ধতির নতুন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী প্রধান, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।

◆ *শামসুল আলম*
এল.এল.বি (অনার্স), এল.এল.এম (মাষ্টার্স)
ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় প্রত্যেক কাজের পূর্বেই দো'আ পড়তেন। যদি প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় তাহ'লে কি তার আদর্শ মানা হবে?

-যাফরুল কবীর
আটরা, খুলনা।

উত্তরঃ প্রত্যেক কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করা হবে না। কারণ তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ দো'আ পড়েছেন। যেমন- মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ, পেশাব-পায়খানার দো'আ, পোশাক পরিধানের দো'আ, শয়নকালে ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দো'আ ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ দো'আ পড়েননি সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ মানতে হ'লে তিনি যেভাবে যে কাজ করেছেন আমাদেরকেও সে কাজ সেভাবেই করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৮)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ মৃত আপন বোন এবং ফুফাতো বোনকে কাফন পরানোর পর দেখা যাবে কি?

- আবুল কাসেম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ আপন বোন যেহেতু 'মাহারিম'-এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু কাফন পরানোর পর তাকে দেখা যাবে। আর ফুফাতো বোন মাহারিম-এর অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তাকে দেখার বিধান শরী'আতে নেই *(নিসা ২৩; নূর ৩১)*। কেননা কোন গায়রে মাহরাম মহিলাকে তার জীবদ্দশায় দেখা যেমন বৈধ নয়, তেমনি মৃত্যুর পর দেখাও শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ 'ওশর' শব্দের অর্থ কি? ধান, গম, যব এবং তরি-তরকারির ওশর কিভাবে আদায় করতে হবে?

- মাহফূযা বেগম
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ওশর' শব্দের অর্থ এক-দশমাংশ। ফসল যদি আকাশের পানি, ঝর্ণার পানি এবং কূপের পানি দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহ'লে তা হ'তে ওশর বা এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যদি সেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হয় তাহ'লে 'নিছফে ওশর' বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৪৭)*। উল্লেখ্য, উৎপাদিত ফসল প্রায় ২০ মণ হ'লে তার উপর যাকাত ফরয হয়। অর্থাৎ নিছাব পূর্ণ হয়।

তরি-তরকারিতে কোন যাকাত নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩ 'যাকাত' অধ্যায়)*। তবে যেসব বস্তুতে যাকাত নির্ধারণ করা হয়নি, সেসব বস্তু থেকেও কিছু দান করা ভাল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, রূহ জগতে যে সমস্ত রূহ-এর সাথে পরস্পরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, দুনিয়াতেও ঐ সমস্ত রূহের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- লিয়াকত আলী
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামের উক্ত বক্তব্য সঠিক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আলামে আরওয়াহ' বা রূহজগতে রূহগুলি সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল। সেখানে যে সমস্ত রূহের মাঝে পরস্পর পরিচয় হয়েছিল, দুনিয়াতেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, দুনিয়াতে তাদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ থাকবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিত থাকবে না' *(ছহীহ বুখারী হা/৩৩৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত খারাপ কাজ করেছিল তা প্রকাশ করলে গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

- নাফিউল ইসলাম
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত কর্মের প্রতিদান পেয়ে গেছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪)*। তবে মৃত

ব্যক্তির খারাপ কর্মকাণ্ড যদি ফাসেকী ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ অনেক ভিক্ষুক নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ভিক্ষাবৃত্তি করে। তাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

- আব্দুল মাজেদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রথমতঃ ভিক্ষাবৃত্তি পেশাটিই শরী'আতের দৃষ্টিতে অপসন্দনীয়। ভিক্ষা না করে বরং যথাসাধ্য কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করাই ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা ভিক্ষা চায় তারা ক্বিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে ক্ষতবিক্ষত' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৮৪৬)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৫০)*। দ্বিতীয়তঃ রূপকভাবে অঙ্গ বিকৃত করে ভিক্ষাবৃত্তি করা আরো গর্হিত অপরাধ। এটি ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম ১/৭০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়)*। তবে সত্যিকার অর্থে যারা উপায়হীন বা যারা কর্মক্ষম নয়, তাদের ভিক্ষা করাতে কোন দোষ নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৩৭)*। এ শ্রেণীর ভিক্ষুকরা নিঃসন্দেহে ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। তাদেরকে খালি হাতে ফেরত দেওয়া উচিত নয় *(যুহা ১০)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ সৃষ্টির মধ্যে আদম (আঃ) প্রথম মানুষ। ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরেশতাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নাম কি?

- আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ জিন-ইনসানের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেননি। জিন-ইনসান যেমন বংশ পরম্পরায় সৃষ্ট, ফেরেশতাগণ তেমন নয়। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন সময়ে কিংবা একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে প্রথম কাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা জানা যায় না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণকে নূর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসলিম, হা/২৯৯৬; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ খণ্ড, পৃঃ ২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ জার্মানির জঙ্গলে সারিবদ্ধ গাছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', তুরস্কে মৌমাছির চাকে এবং লেবাননে মাছের পেটে 'আল্লাহ' লেখা পাওয়া গেছে। একথাগুলি কি সত্য?

- মুহাম্মাদ সইবুর রহমান
দেবীপুর, লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ সমস্ত বিষয়ের কোন সত্যতা আমাদের জানা নেই। এ জাতীয় কোন নিদর্শন এভাবে প্রকাশিত হবে মর্মে কুরআন-হাদীছ থেকেও কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উপরোক্ত কথাগুলি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হ'লেও তা নিঃসন্দেহে যাচাই সাপেক্ষ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এ সমস্ত নিদর্শনেরও কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ক্বিবলা কা'বা শরীফ। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর পূর্বে ক্বিবলা পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।

- রফীক আহমাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করলেন তখন ইহুদীদেরকে হেদায়াতের জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দেসের দিকে মুখ ফিরে তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মক্কা ক্বিবলা হোক। বিধায় তাঁর আকাঙ্খানুযায়ী ১৬ কিংবা ১৭ মাস পর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের সময় বায়তুল মুক্বাদ্দেসের দিক থেকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরান *(বাক্বারাহ ১৪৪; বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা বাক্বারা অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ১/১০৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করল যে আমি অমুক কাজ করবো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সে ঐ কাজ করে ফেলে তাহ'লে তার করণীয় কী?

- মুহাম্মাদ দিদার বখ্শ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শপথ করার পর কেউ শপথ ভঙ্গ করলে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারকে যে খাদ্য প্রদান কর তা হ'তে দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার প্রদান কর কিংবা পোশাক প্রদান কর অথবা দাস মুক্ত কর। যে এগুলি পারবে না সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফফারা' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ জনৈক ডাক্তার বললেন, চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে শিংগা লাগানো। একথা কি সত্য?

- আব্দুল মালেক
রাণীসংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছেঃ (১) শিংগা লাগানো, (২) মধুপান করা, (৩) গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। তবে লোহা দ্বারা দাগ দিতে আমি নিষেধ

করছি' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৬)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যেসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা কর, এর মধ্যে শিংগা লাগানো এবং কোস্ত বাহরী বা সাদা চন্দন ব্যবহার করা সর্বোত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২২)*। নবী করীম (ছাঃ)-এর সেবিকা সালামা (রাঃ) বলেন, কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে আসলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে শিংগা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের ব্যথার অভিযোগ করলে তাকে মেহেদী লাগানোর পরামর্শ দিতেন' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৪০)*। নবী করীম (ছাঃ) নিজের মাথায় এবং উভয় বাহুর মধ্যখানে শিংগা লাগাতেন এবং তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান থেকে দুষিত রক্ত বের করে দেয়, তার জন্য অন্য কিছু দ্বারা রোগের চিকিৎসা না করলেও কোন ক্ষতি হবে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৪২)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ ওযূর পর দো'আ পড়তে হয়। কিন্তু তায়াম্মুম করলে দো'আ পড়তে হয় কি?

- রিয়াযুদ্দীন
বিদ্যাধরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তায়াম্মুম যেহেতু ওযূর স্থলাভিষিক্ত সেকারণ ওযূ শেষে যে দো'আ পড়তে হয়, তায়াম্মুম শেষেও একই দো'আ পাঠ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, আলী (রাঃ)-এর পায়ে কোন এক যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হ'লে তা বের করা যাচ্ছিল না। কিন্তু ছালাত অবস্থায় তার সাথীরা উক্ত তীর খুলে নেন। এ সময় তাঁর পা থেকে প্রায় এক পোয়া গোশত উঠে আসলেও তিনি অনুভব করতে পারেননি। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

- মুনীর
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। এটা শী'আদের তৈরী করা বর্ণনা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রিযিকের বরকত কমে যায়, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শারীরিক শক্তি কমে যায়, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তানাদি তার কোন উপকারে আসে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে নিদ্রায় তৃপ্তি আসে না। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- তাফীকুল ইসলাম
শাখারীপাড়া, নলডাংগা, নাটোর।

উত্তরঃ উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক আয়াত এবং হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য ছালাত হবে আলো, দলীল এবং মুক্তি পাওয়ার কারণ। আর যে ছালাতের হেফাযত করবে না, ক্বিয়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, দলীল ও মুক্তি পাওয়ার কারণ হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে থাকবে ক্বারূণ, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সঙ্গে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৮, সনদ যাইয়িদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে এবং নবীর নামে মিথ্যা হাদীছ ছড়ালে যেমন সরাসরি জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে এরূপ আর কোন পাপ আছে কি যার পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম?

- আব্দুল্লাহ ছিদ্দীকী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এরূপ পাপ আরও আছে, যার পরিণতি সরাসরি জাহান্নাম বলে আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল করে ক্বিয়ামতের দিন সে জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৮১৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলিমকে তার হক থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*। অত্যাচারী ও হক্ব বিনষ্টকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)*। অন্যায় বিচারকের পরিণাম জাহান্নাম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৩৫)*। ছবি অঙ্কনকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৮০)*। বেপর্দা নারীরা জাহান্নামী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী *(নিসা ২৯)* ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' কি শুধু আমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে? না কি ইতিপূর্বে অন্য নবীর উপরেও নাযিল হয়েছিল?

- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' শুধু আমাদের নবীর উপরই নাযিল হয়নি, বরং ইতিপূর্বে অন্য নবীর উপরও নাযিল হয়েছিল। যেমন সুলায়মান (আঃ) চিঠির প্রথমে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখতেন *(নামল ৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ কবরের নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব মাফ হয় কি? উক্ত সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি?

- নাহিদা আক্তার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা শরী'আত সম্মত নয়, চাই সেটি সূরা ইয়াসীন হোক বা অন্য কোন সূরা হোক। কারণ এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈনের যুগেও এর প্রচলন ছিল না। শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, মাইয়েতের নিকট এবং কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করার প্রথা ছাহাবীদের যুগে ছিল না। সুতরাং তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) 'ফিক্বহুল আকবার' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম মালেক, আবু হানীফা এবং আহমাদ (রহঃ) কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করাকে বিদ'আত ও মাকরূহ বলেছেন। কারণ তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৭২৩)*।

শুধু সূরা ইয়াসীন নয় বরং পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াত পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করা যায় *(বাণী ইসরাঈল ৮২; ফাতাওয়াত আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৬৩)*। তবে কুরআনের আয়াত দ্বারা তা'বীয লটকানো শিরক। অনুরূপ কথিত নকশা দ্বারা তাবীয করাও শিরক *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ ও ৫৫)*। উল্লেখ্য, সূরা ইয়াসীন একবার পাঠ করলে দশবার কুরআন খতমের নেকী হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৮৮৪; মিশকাত হা/২১৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সূরা ইয়াসীন মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে তেলাওয়াত করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হবে এবং যে ব্যক্তি উক্ত সূরা পড়ে ঘুমাবে সকালে সে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে'। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ?

- নাজমুন নাহার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২২)*। অনুরূপ পরের হাদীছটিও যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৮৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ নির্দিষ্ট ইমাম না থাকায় মুয়াযযিন নিজেই আযান ও ইক্বামত দেন এবং জুম'আর ছালাত ছাড়া বাকি ছালাতের ইমামতি করেন। প্রশ্ন হ'ল, অন্য মুছল্লী থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তি ইক্বামত দিয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি?

- সুলতান মাহমূদ
মূলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুছল্লীদের উপস্থিতিতে একই ব্যক্তি ইক্বামত দিয়েছেন এবং ইমামতি করেছেন এরূপ নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবী এমনকি তাবেঈদের থেকে প্রমাণিত নয়। বরং মুয়াযযিনের চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকলে তিনিই ইমামতি করবেন। আর না থাকলে মুয়াযযিন ইমামতি করবেন এবং অন্য মুছল্লী ইক্বামত দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর। যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে তখন একজন আযান দিবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তিনজন থাকবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে। তবে যে ক্বির'আত সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ সে ইমামতির অধিক হকদার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮)*। উল্লেখ্য যে, যিনি আযান দিবেন তিনিই ইক্বামত দিবেন এমন আবশ্যকতা নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটি জাল *(সিলসিলা যঈফা হা/৩৫; মিশকাত হা/৬৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ জামা বা পাঞ্জাবীর পকেটে বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোন অবৈধ বস্তু নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- টুটুল
কৃপারামপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জামা বা পাঞ্জাবীর পকেটে বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোন অবৈধ বস্তু রেখে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কেননা এ সমস্ত বস্তু হারাম, যা অপবিত্র বস্তু সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আ'রাফ ১৫৭)*। এছাড়া এগুলি দুর্গন্ধযুক্ত, যার দ্বারা মানুষ এবং ফেরেশতারা কষ্ট পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছ থেকে খাবে (অর্থাৎ কাঁচা পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি) সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। নিশ্চয়ই যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ বাবরী চুল রাখা কোন নবীর আমল হ'তে চালু হয়। এ চুল রাখার ব্যাপারে বয়সের কোন সীমা আছে কি?

- সিরাজুল ইসলাম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন নবীর আমল থেকে বাবরী চুল রাখার প্রচলন হয়েছে তা জানা যায় না। তবে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর লম্বা চুল ছিল মর্মে হাদীছ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭১৫; মিশকাত হা/৪৪২৫)*। বাবরী চুল রাখার ব্যাপারে বয়সের কোন সীমা-পরিসীমা উল্লেখ নেই।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ সমিতিতে মাসিক হারে চাঁদা দিয়ে দেখা যায় ৫ বছরে মুনাফা ও মূল টাকা সহ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে। এ টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ নিছাব পরিমাণ টাকার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে তাতে মুনাফা সহ মূল টাকার যাকাত দিতে হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯)*। উল্লেখ্য যে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ মূল্যের টাকা থাকলে নিছাব পূর্ণ হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৬; আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৫৯৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক জীবের হায়াত নির্ধারণ করেছি। তার এক মুহূর্ত আগেও মরবে না এবং পরেও মরবে না' (ইউনুস ৪৯)। প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকে বলে থাকেন যে, আল্লাহ! তুমি অমুকের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও। তাহ'লে কি তার হায়াত কম-বেশী হবে?

- আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ববাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর যে হায়াত নির্ধারণ করেছেন তার এক মুহূর্ত আগে কেউ মরবে না এবং পরেও মরবে না, এটিই সঠিক। তবে দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তিত হয় এবং নেকী ও কল্যাণের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমেও বয়স বৃদ্ধি পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*। এর অর্থ হচ্ছে, দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে যে তার হায়াত পরিবর্তন হবে সেটাও তার তাক্বদীর *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩ এবং ৮ম খণ্ড, ১৬৪-১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?

- তরীকুল ইসলাম
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার জন্য ঘুম থেকে উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু অথবা শেষ রুকুর প্রথম ৫ আয়াত পড়তেন' *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯; সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- আশরাফ
উমরপুর সিটি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ আয়াতটির অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া কর তাহ'লে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ফায়ছালার) দিকে বিষয়টি ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*। তাবেঈ বিদ্বান হাসান বাছরী, আতা, মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ প্রমুখ বলেন, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী দ্বীনদার মুত্তাক্বী নেতাই উলুল আমর-এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, শাসক ও আলেম সম্প্রদায় (যাদের হুকুম জনগণ মেনে চলেন) তাঁরা সবাই 'উলুল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৩৬)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শারঈ নেতৃত্ব সম্পন্ন সকল শাসক, বিচারপতি ও নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিকেই উলুল আমর বা আমীর বলা হয়, তাগূতী নেতৃত্বকে নয় *(তাফসীরে ফৎহুল ক্বাদীর, ১/৪৮১-৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ দাড়ি রাখা ফরয না সুন্নাত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা একটি গুরুতপূর্ণ সুন্নাত। অবশ্য হাদীছের বাক্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে এটিকে ফরযের কাছাকাছি ধরা যায়। কারণ বাক্যগুলি সব আদেশসূচক। তাছাড়া এটি সকল নবী-রাসূলের জন্য সুন্নাত ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দশটি বিষয় হ'ল স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত যা সকল নবীর বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দাড়ি লম্বা করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দাড়ি ও গোঁফের ব্যাপারে মুশরিক ও কাফেরদের বিরোধিতা কর'। অর্থাৎ 'তোমরা দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাট কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২২৪)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ খাট কর এবং দাড়ি লম্বা কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২২৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোঁফ খাট করা এবং দাড়ি লম্বা করার আদেশ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৪১৯৮)*। উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি বাড়ানো রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ। আর এ আদেশের মূল রহস্য কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা করা। দাড়ি চেঁছে ফেললে কিংবা খাট করলে যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করা হয় তেমন কাফের-মুশরিকদেরও অনুসরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জ কিংবা ওমরা সমাপ্ত করে চুল কাটার সময় দাড়িকেও মুষ্টিবদ্ধ করে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলেছিলেন *(বুখারী হা/৫৮৯২)*। এটা ছিল তার ব্যক্তিগত আমল। অন্যান্য ছাহাবী এরূপ করতেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ হ'তে ছেটে ফেলতেন মর্মে

Contents

তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি জাল' *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম সংযোজন করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরকার রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম সংযোজন করে পরিচয় প্রদান করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মহিলাগণ! তোমরা ছাদাক্বা কর যদিও তোমাদের গহনা হয়'...। অতঃপর বেলাল (রাঃ) দু'জনকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, এরা দু'জন কারা? বেলাল (রাঃ) বললেন, আনসারী একজন মহিলা এবং যায়নাব। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বেলাল (রাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'উত্তম ছাদাক্বা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ 'সুপারি' খাওয়া কি হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ এনামুল হক
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ সুপারি হারাম হওয়ার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবে সুপারিকে জাগ দিয়ে পচানোর পর যদি তাতে মাদকতা আসে তাহ'লে তা খাওয়া হারাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশাদার বস্তুতেই মাদকতা রয়েছে এবং প্রত্যেক মাদকতাই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ জনৈক আলেম বলেন, একটা দাড়ির সাথে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকে। একথা কি ঠিক? দাড়ি রাখার নিয়ম কখন থেকে চালু হয়?

- সিরাজুল ইসলাম
ইউসিবিএল, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা সকল নবীর সুন্নাত ছিল *(মুসলিম, শরহে নববী ১/১২৮ 'সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে একটি দাড়ির সাথে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকে এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ ছালাতে ইমাম ডানে সালাম ফিরানোর পর 'মাসবূক্ব' তার অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন শেখ
চরপাড়া, নেবুদিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ ইমাম ডানে সালাম ফিরালে মাসবূক্ব তার অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারবে। কারণ একটি সালামের মাধ্যমেও ছালাত সমাপ্ত হয়। সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক সালামে ছালাত সমাপ্ত করতে দেখেছি *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২০)*। মির'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, ছালাতে দুই সালাম হ'ল জায়েয। এক সালাম হ'ল রুকন, যেটা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না। আর দ্বিতীয়টি হ'ল সুন্নাত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ মহিলাদের ঋতু কখন থেকে শুরু হয়েছে?

- প্রধান শিক্ষক
একডালা উচ্চবিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদের হায়েয বা ঋতুস্রাব মা হাওয়া (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম হাকেম ও ইবনুল মুনযির ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের পর হাওয়া (আঃ)-এর ঋতুস্রাব শুরু হয়েছিল *(ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭, 'ঋতু প্রথম কীভাবে শুরু হয়েছিল' অনুচ্ছেদ, 'ঋতু' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ ইমাম যদি ক্বিরাআতে বারবার ভুল করেন এবং অন্য সূরা পড়ে ছালাত শেষ করেন তাহ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

- মুহাম্মাদ আব্দুল বারিক
১২০/এ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কারণে সহো সিজদা দিতে হবে না। কারণ ক্বিরাআতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দেওয়ার বিধান পাওয়া যায় না। বারবার লুকমা দেওয়া সত্ত্বেও ক্বিরাআত ঠিক করতে না পারলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্য সূরা পড়ে ছালাত শেষ করা যাবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে মানুষের জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটানো কি জায়েয?

- মুহাম্মাদ ইসরাঈল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করা জায়েয নয়। কারণ এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটে তেমন দেশও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রকৃত দ্বীন হ'ল কল্যাণ কামনা করা। আল্লাহ্র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯৬)*। আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাঁকে এক বলে স্বীকার করা, তাঁর সাথে শরীক না করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে, তাঁকে আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর বান্দা বলে স্বীকার করা, একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা এবং তাঁরই পদ্ধতিতেই ইবাদত করা। নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে, তাঁদের বিরোধিতা না করা, ভুলের সংশোধন করা ও সুপরামর্শ দেয়া। আর সাধারণ মুসলিমের কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাদের প্রতি

অন্যায়-অবিচার না করা। তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করা। আর হরতাল হ'ল জনগণের কল্যাণের বিরোধী কর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ঈমানের অংশ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*। সুতরাং কোন মুমিন রাস্তাঘাট বন্ধ করে জনগণকে কষ্ট দিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এ ডাল রাস্তা হ'তে সরিয়ে ফেলব। যাতে এটা তাদের কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে সেটা সরিয়ে ফেলল। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮০৯)*। সুতরাং হরতাল ডেকে জনগণকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জনৈক অফিসার বললেন, যে কোন একটি ইসলামী সংগঠন করলেই হ'ল। এজন্য কোন শর্ত নেই। একথা কি ঠিক?

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। কারণ পূর্বযুগ থেকেই ইসলামের নামে অনেক ভ্রান্ত দল বা সংগঠন রয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ হ'ল সঠিক পথে চলা। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে যেকোন ছালাতের মধ্যেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সঠিক পথ প্রার্থনা করতে হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ যে পথের উপরে ছিলেন কেবল সেই জান্নাতের পথেই চলতে হবে, সব দলে নয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; বিস্তারিত দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- ইমামুদ্দীন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর কোন ভিত্তি নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- শহীদুল ইসলাম
ভায়া লক্ষ্মীপুর মাদরাসা
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮; মিশকাত হা/৬০০৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ জানাযার ছালাতের পূর্বে বৃষ্টি নামলে মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- সইবুর রহমান
দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রয়োজনে জানাযার ছালাত মসজিদেও পড়া যায়। সুহায়েল ইবনু বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযাও মসজিদের মধ্যে পড়া হয়েছিল *(বায়হাক্বী ৪/৫২; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১-১২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু আনা যাবে কি?

- আব্দুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ হজ্জ পালনকালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয় *(দ্রষ্টব্য জুন '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ১/১২৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ নিকটতম আত্মীয়দের দান করার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়কে দান ও অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে তার মূল্যবান খেজুর বাগানটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। তার একটি হ'ল আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী। অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা দেওয়ার নেকী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ إِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ– 'আলেমদের মতভেদ এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ'। উক্ত কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

- আবুল কালাম
কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথাটির ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হ'লেও কথাটি অসত্য। আল্লামা সুয়ূত্বী ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত বক্তব্য জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(কাশফুল খাফা ১/৭৫-৭৬ পৃঃ, হা/১৫৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

Contents